চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 296 Monday, 25 September, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ২৯৬ সংখ্যা ✻ ৭ আশ্বিন, ১৪৩০, সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মাকে খুনের অভিযোগ। রবিবার ভোরে দুই দুষ্কৃতী বাড়ির ভিতরে ঢুকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধাকে খুন করে।...বিস্তারিত পাতা ৩

শনিবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তের চকগোপাল বিওপিতে নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন বিএসএফ আধিকারিক! ...বিস্তারিত পাতা ৫

বর্ষায় চারপাশ জল থইথই। এই সময়টা মশার বেড়ে ওঠার আর্দশ সময়। চারপাশ থেকে ডেঙ্গু আক্রমনের খবর আসছে। ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত ভাইরাস রোগ।
...বিস্তারিত পাতা ৬

উজবেকিস্তানকে ১৬-০ গোলে উড়িয়ে এশিয়ান গেমসে যাত্রা শুরু ভারতের। আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিক। হরমনপ্রীত সিংদের লক্ষ্য অলিম্পিক থেকে পদক আনা।
...বিস্তারিত পাতা ৮

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানগুলি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে স্বীকৃত পাওয়া ভারতেরই প্রচেষ্টা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তালিকায় স্থান পেয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন। একই তকমা পেয়েছে কর্ণাটকের হোয়সালা মন্দির। আর তাতেই খুশি ব্যক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০৫-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে জড়িত শান্তিনিকেতন এবং কর্ণাটকের হোয়সালা মন্দিরকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানগুলি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে স্বীকৃত পাওয়া ভারতেরই প্রচেষ্টা। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমাদের দেশে শিক্ষাকে একটি সেবা হিসেবে দেখা হয়... নৈনিতাল জেলার যুবকরা শিশুদের জন্য একটি অনন্য 'ঘোদা লাইব্রেরি' চালু করেছে। এমনকি সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বই পৌঁছে যাচ্ছে শিশুদের কাছে এবং শুধু তাই নয়, পরিষেবাটি একেবারে বিনামূল্যে। হায়দরাবাদের ১১ বছর বয়সী মেয়ে আকরশানা, শিশুদের জন্য সাতটি লাইব্রেরি পরিচালনা করেন। তিনি যেভাবে শিশুদের ভবিষ্য গঠনে অবদান রাখছেন, তা অন ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ করিডোর বিশ্ব বাণিজ্যের ভিত্তি হয়ে উঠবে। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র পূর্ণ সদস্য করে ভারত নিজস্ব নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছে। শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রস্তাবিত ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর শত শত বছর ধরে বিশ্ব বাণিজ্যের ভীত হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানের ১০৫-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর, জি-২০-র জমকালো অনুষ্ঠান প্রত্যেক ভারতীয়র আনন্দকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। এই শীর্ষ সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র পূর্ণ সদস্য করে ভারত নিজস্ব নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে। 'আজাজি কা অমৃত কাল' দেশের সমস্ত নাগরিকদের জন্য 'কর্তব্য কাল'ও। অনুষ্ঠানে একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী, যেমন রাজস্থানের সুখদেবের টিম কোবরা এবং চেন্নাইয়ের অটো চালক এম. রাজেন্দ্র প্রসাদ, সাপ এবং পায়রা-সহ প্রাণীদের উদ্ধার এবং যত্ন নেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণামূলক প্রচেষ্টা করছেন।অনুষ্ঠানের ১০৫-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, উত্তর প্রদেশের সম্ভল জেলা জনভাগীদারির উদাহরণ প্রদান করে। সোট নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে ৭০টি গ্রাম একত্রিত হয়েছে। মানুষও নদীর তীরে ১০ হাজার বাঁশের চারা রোপণ করেছে। মোরাদাবাদ মহানগরের মন কি বাত অনুষ্ঠানের ইনচার্জ সর্বেশ প্যাটেল বলেছেন, রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাতের ১০৫ তম পর্বটি ৬৩৫ টি বুথে সম্প্রচারিত হয়েছে। এদিন বিজেপি পশ্চিম অঞ্চলের আঞ্চলিক সাধারণ সম্পাদক হরিওম শর্মা, বিজেপি মহানগর সভাপতি ধর্মেন্দ্র নাথ মিশ্র, শহরের বিধায়ক রিতেশ গুপ্ত প্রমুখ বিভিন্ন বুথে উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ থেকে ফিরেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা, এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ১২ দিনের সফরে বিদেশ থেকে ফিরেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা করালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী এসএসকেএম হাসপাতালে যান। উডবার্ন ব্লকের সামনে থামে তাঁর গাড়ি। সাড়ে ১২ নম্বর কেবিনে যান তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্তারা। সেখানেই স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান মুখ্যমন্ত্রী। শোনা যাচ্ছে, তাঁর পায়ের সমস্যা রয়েছে। তা নিয়েই এদিন দেখাতে এসেছিলেন হাসপাতালে। স্পেন, দুবাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফর সেরে মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কলকাতায় ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সফর নিয়ে দারুণ খুশি তিনি, তা বিমানবন্দরে নেমেই জানান। এরপর রবিবার বিকেলে আচমকাই এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব। উডবার্ন ওয়ার্ডের সাড়ে ১২ নং কেবিনে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তবে ঠিক কী সমস্যা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর, তা জানা যায়নি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে জলপাইগুড়িতে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হেলিকপ্টার থেকে নামতে গিয়ে পায়ে চোট লাগে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এসএসকেএমেই প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। তখন চিকিৎসকদের একাংশ মুখ্যমন্ত্রীকে অপারেশনের পরামর্শ দেন। তিনি কাজের ব্যস্ততায় অস্ত্রোপচার করাতে রাজি হননি। তবে কি এবার অস্ত্রোপচার নিয়ে আলোচনা হয়েছে? রবিবার অবশ্য এসএসকেএম সূত্রে এসব কিছু জানা যায়নি। ১২ দিনের টানা বিদেশ সফরের পর আপাতত তাঁকে চিকিৎসকরা বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন দলীয় সূত্রেও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে আজ সোমবার যথারীতি নবান্নে গিয়ে কাজ করবেন। কারণ তিনি চিকিৎসকদের সেই মতোই আগে থেকে বলে রেখেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্টরা বলছেন, বিদেশ সফর থেকে ফেরার পরে বহু কাজ তাঁর হাতে জমে রয়েছে। তিনি কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। তাই সেই সমস্ত কাজ সঠিক সময়ে শেষ করার লক্ষ্যই তিনি নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের চিঠি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিদেশ সফর কেমন হয়েছে তা জানতে চেয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে এর থেকে বেশি কিছু জানা না গেলেও মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে তিনি এই চিঠি দিয়েছেন বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে শিল্পে লগ্নি আনার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বারো দিনের সফরে স্পেন ও দুবাই হয়ে গতকালই রাজ্যে ফিরেছেন। তার যাত্রা শুরুর আগে রাজ্যপাল শুভেচ্ছা বার্তাও পাঠিয়েছিলেন বলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। এইদিকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে আগামী মঙ্গলবার আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। ১২ দিনের এই সফরে তার একটি সরকারি কর্মসূচি ছাড়াও সাহিত্য সম্মেলন এবং সেখানকার ভারতীয় প্রবাসীদের সঙ্গে চা চক্রে মিলিত হওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। ৭ই অক্টোবর তার কলকাতায় ফেরার কথা। যদিও মুখ্যন্ত্রীর কোনও জবাব এখনও রাজভবনে পৌঁছায়নি বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রের চাপে বিরোধী দলগুলোকে টাকা দিতে ভয় পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা, অভিযোগ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অর্থকষ্টে ভুগছে বিরোধীরা। দিল্লির এক অনুষ্ঠানে আক্ষেপ শোনা গেল রাহুল গান্ধীর মুখে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের ভয়ে কোনও ব্যবসায়ী বিরোধী দলগুলির পিছনে টাকা ঢালতেই পারছেন না। বিরোধীদের লড়তে হচ্ছে গোটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। রাহুল গান্ধী বলছেন,দেশের কোনও একজন ব্যবসায়ীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তাঁরা যদি বিরোধী কোনও দলকে একটা টাকার চেকও দিতে যায়, তাহলে কী হয়। কী কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাঁদের। আসলে আমরা আর্থিক ভাবেও আক্রমণের শিকার। সংবাদমাধ্যমকে দিয়েও আমাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমরা লড়াই করছি। আমরা লড়ছি ভারতের রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। আমরা লড়ছি ভারতের ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখতে। সেকারণেই আমাদের জোটের নাম ইন্ডিয়া।

ক্ষমতায় থাকাকালীন দেশের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী দল ছিল কংগ্রেস। এখন সে রামও নেই, রাজত্বও নেই। প্রায় ১০ বছর দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় নেই। এমনকী দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই তাঁরা ক্ষমতার অলিন্দে থেকে অনেকটাই দূরে। স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রভাব পড়েছে দলের কোষাগারে। বিজেপির থেকে আর্থিক প্রতিপত্তিতে অনেকটাই পিছনে হাত শিবির। বলা ভাল বিজেপির রোজগার এই মুহূর্তে কংগ্রেসের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। রাজনীতি বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে প্রচারের ধরন। মাঠেঘাটে নেমে জনসংযোগের থেকেও এখন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভারচুয়াল প্রচার। অর্থবলে এই জায়গায় অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। রাহুলের অভিযোগ, বিরোধীরা যাতে আর্থিকভাবে বিজেপিকে টক্কর দিতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের বাধা দিচ্ছে কেন্দ্র।

সঠিক সময়ে বেআইনি বাড়ির খবর আসছে না পুরসভায়, ক্ষুব্ধ মেয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বেআইনি বাড়ি ওঠার মুহূর্তে খবর আসে না। আর খবর যখন আসে সেই বেআইনি বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে আর তাতে লোক ঢুকে পড়েছে। এ বিষয় নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। জানা গিয়েছে, লোকবলের অভাবেই বেআইনি বিল্ডিং ওঠার মুহূর্তে খবর পাচ্ছে না কলকাতা পুরসভা। আর তাই কিছু করার আগেই তাতে লোকজন প্রবেশ করছেন। বাড়ি অনৈতিকভাবে তৈরি হচ্ছে কি না আর পাঁচজনের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু পুরসভার ওয়ার্ডের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তা বুঝতে পারেন।

নিয়ম অনুযায়ী কলকাতা পুরসভার ১৪৪টা ওয়ার্ডের একশো চুয়াল্লিশ জন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকার কথা। কিন্তু রয়েছেন মাত্র ৫০ জন। একজনকে প্রায় তিনটে করে ওয়ার্ড পরিদর্শন করতে হয়। কি করে তাঁর পক্ষে সবটা দেখা সম্ভব। প্রশ্ন সেখানেই। অবিলম্বে আরও কুড়িজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার লাগবে বলে জানিয়েছেন বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা। পুরসভার একেকটি ওয়ার্ড গড়ে ন'লক্ষ বর্গ মিটারের। তিন তিনটে ওয়ার্ড একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে ঘুরে দেখা কার্যত অসম্ভব। এর সুযোগটা নিয়ে একের পর এক বেআইনি বিল্ডিং গড় উঠছে। কিন্তু সময়মতো খবর পাচ্ছে না কলকাতা পুরসভা। খবর যখন আসছে ততদিনে বেআইনি বাড়ি উঠে তাতে লোক ঢুকে পড়েছে। সেসময় বেআইনি বাড়ি ভাঙতে সমস্যা হচ্ছে। সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কম থাকায় বেআইনি বাড়ি ভাঙায় পুরসভাকে নির্ভর করতে হচ্ছে সাধারণ বাসিন্দাদের উপর। তাঁরাই টক টু মেয়রে ফোন করে বেআইনি বাড়ির খবর দিচ্ছেন। বিল্ডিং বিভাগ সূত্রে খবর, শুধু ওয়ার্ডে বেআইনি বাড়ির খবরই নয়। একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ অনেক। বাড়ির নকশা খতিয়ে দেখে তার অনুমোদন দিতে হয় এই সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বা এসএই-দের। বিপজ্জনক বাড়ি পড়লেও তা গিয়ে দেখতে হয়। লোকবলের অভাবে সেই সমস্ত কাজই হচ্ছে ধীরগতিতে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাড়ির অনুমোদন প্ল্যান কিংবা বেআইনি বাড়ির সন্ধান দেওয়া, সমস্ত বিষয়টি অনলাইনে এনেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভায় না এসে ৮৩৫৫৯৯৯১১১ এই নম্বরে বিল্ডিংয়ের প্ল্যান কিংবা বেআইনি বাড়ি সংক্রান্ত তথ্য দিতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

পুজোর মুখে আসবে ঘূর্ণিঝড়?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মুখে দুর্যোগের প্রবাব দেখা দিতে পারে বলে াশঙ্কা করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে বাংলার উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড়। সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছেন না আবহবিদরা। তার ফলে আশঙ্কায় উৎসবমুখর আমজনতা। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির প্রবল সম্ভাবনা। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হবে। আরও শক্তি বাড়িয়ে এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। তবে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কিনা, এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমবে। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। তবে পরদিন থেকেই আবহাওয়ার উন্নতি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। উত্তরবঙ্গেও রবিবার দিনভর ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মূলত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুর দুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বুধবার থেকে আবহাওয়ার আরও পরিবর্তন হবে। আগামী কয়েকদিনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। বুধবার থেকে বৃষ্টি আরও বাড়বে। বৃষ্টিতে ভিজবে বিহার, অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরল এবং মাহেতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহবিদদের।

সমন্বয় কমিটিতে নেই,দ্বিমুখী নীতিতে বিশ্বাসী সিপিএম

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব রাখতে সমন্বয় কমিটিতে সিপিএম না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবার পুরোপুরি জোট থেকে বেরিয়ে যেতেও নারাজ বামেরা। সমন্বয় কমিটির বাইরে থেকেও জোটসঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। গত কয়েকদিনে জোটের তিনজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন সীতারাম। গত ১৪ সেপ্টেম্বর এনসিপি নেতা শরদ পওয়ারের দিল্লির বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ইয়েচুরি। তার আগের দিন ওই বাড়িতেই ছিল ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটির বৈঠক। এরপর আবার গত বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে ইন্ডিয়াকে শক্তিশালী করার কথা বলেন সীতারাম। বৃহস্পতিবার ইয়েচুরি গিয়েছিলেন আরজেডি নেতা লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে। ইয়েচুরির কথা হয় লালুপুত্র তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের সঙ্গেও। শরদ পওয়ার ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির প্রবীণতম সদস্য। আর নীতীশ কুমার এই জোটের অন্যতম প্রধান হোতা। এর বাইরে কংগ্রেসের সঙ্গেও সিপিএম নেতাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে বলে শোনা যাচ্ছে। সিপিএমের বক্তব্য, ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করা সিপিএমের লক্ষ্য। কিন্তু সেজন্য তৃণমূলের সঙ্গে একমঞ্চে যাওয়া হবে না। তাছাড়া এই ধরনের জোটে আলাদা করে যৌথ সাংগঠনিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় না বলেই মত সিপিএমের। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দলের এই দ্বিমুখী অবস্থান আদৌ কর্মীদের বোধগম্য হবে কি। নিচুতলার কর্মীরা এমনিতেই বেশ বিভ্রান্ত। কিন্তু সিপিএমের সাফ কথা, ইন্ডিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই ধরনের বৈঠক চলবে। তবে কোনও সাংগঠনিক কাঠামোতে পার্টি থাকবে না। সেই সঙ্গে এড়াতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

১০ কোটি পাকিস্তানি চরম দারিদ্রের কবলে!

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ঋণজর্জর পাকিস্তান। ক্রমেই অন্ধকারের দিকে চলেছে। এই মুহূর্তে সেদেশের সাড়ে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ বাস করছেন প্রবল দারিদ্রের মধ্যে। খবর বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টের। আর এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জিও জানানো হয়েছে ব্যাঙ্কের তরফে। ভারতের চন্দ্রযান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার সময় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে পাকিস্তানের এক ইউটিউবারকে রসিকতা করে বলতে দেখা গিয়েছিল, চাঁদে জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ নেই। তা নেই পাকিস্তানেও। সুতরাং তাঁরাও আসলে পাকিস্তানেই রয়েছেন। আর সেটাই যেন পরিস্কার হয়ে গেল বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিবৃতিতে। গত শুক্রবার যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে, সেদেশের দারিদ্রের হার ৩৪.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯.৪ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে চরম দারিদ্রের কবলে পড়েছেন ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষ। তাঁদের দৈনিক রোজগার ৩.৬৫ ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রার হিসেবে তা প্রায় ৩০০ টাকা। বিশ্ব ব্যাঙ্কের শীর্ষ পাক অর্থনীতিবিদ তোবিয়াস হক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মডেল আর দারিদ্রে রাশ টানতে পারছে না। গোটা দেশজুড়ে জীবনধারণের মান ক্রমেই নিম্নমুখী।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে খোঁচা শুভেন্দুর, পাল্টা জবাব কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলার জন্য লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের লক্ষ্য নিয়ে আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফেরার পর ফের স্ব হ্যান্ডলে খোঁচা দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে নাম না করে এক জনপ্রতিনিধির কথা উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু। তাঁর কটাক্ষ, ভালভাবে জনতার সঙ্গেই পরিচিত না হয়েও ওই জনপ্রতিনিধি আকাশে উড়ছেন। অথচ তাঁর কাছে কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও একবারও বিদেশ যাননি। পাসপোর্টে একটিও ভিসা স্ট্যাম্প নেই। বিরোধী দলনেতার এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের পালটা টুইট, বারবার বিদেশ সফরের সুযোগ ফসকানোর আক্ষেপ আমরা বুঝি। তবে আপনারও সময় আসবে। রবিবার সকালেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দুর এহেন পোস্টের জবাব দিয়েছিলেন রাজ্য তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। ওই পোস্ট শুভেন্দুর নিজস্ব হতাশারই বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করে স্ব হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ফ্রাস্ট্রেশনের চূড়ায় বসে রোজ রাত্রে অঙ্ক কষে! দাদা আবার ক্ষেপেছে টুইট ছুড়ে মেরেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে বিরোধীরা গোড়া থেকেই নানা কটাক্ষ করে আসছেন। বিশেষত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে। বিদেশ থেকে লগ্নি টানতে আদৌ কতটা সক্ষম হবেন মুখ্যমন্ত্রী, সেসব প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। এবার স্ব হ্যান্ডলে তাঁর পোস্টের পালটা জবাব দিল তৃণমূল।

এনআরএস হাসপাতালে দালাল চক্র! পুলিশের জালে ধরা পড়ল ২

দুরন্ত বার্তা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ দালাল চক্রের হাতে পড়ে অনেক সময় প্রাণ চলে যায় রোগীর। সাগর দত্ত হাসপাতালে সেই ধরনের ঘটনার পরেই শনিবার রাতে খাস কলকাতার দুই হাসপাতাল চত্বরে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা। এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বর থেকে কোনও দালালকে ধরা না গেলেও নীলরতন সরকার হাসপাতাল চত্বর থেকে দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিস। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শনিবার রাতে এসএসকেএম হাসপাতালে অভিযান চালায় গুন্ডাদমন শাখার কর্মী ও আধিকারিকরা। সেখান রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। খোঁজ খবর নেন। কিন্তু রাজ্যের সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বর থেকে কোনও দালালের হদিশ তারা পায়নি। একই সময় অভিযান চালানো হয় এনআরএস হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, সেখানে রোগীদের থেকে খোঁজখবর নিয়ে পুলিশ কর্মী-আধিকারিকরা জানতে পারে, গত কয়েক দিন যাব চিকিৎসার জন্য একাধিক ব্যক্তি ২-৪ হাজার করে দিতে হয়েছে কয়েকজন রোগীর আত্মীয়কে। এরপরই তাঁদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সন্দেহভাজন দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন গৌতম সরকার ও বিলাস সিং সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ তথা এনআরএস হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শান্তনু সেন জানিয়েছেন, এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। এধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। এনআরএস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আরও কড়া পদক্ষেপ করবে। পুলিসও তদন্ত করছে।

এখনও সাড়া নেই বিক্রম-প্রজ্ঞানের! ১৪ দিন অপেক্ষা করবে ইসরোর টিম

২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাত শেষ হয়ে চাঁদের মাটিতে শুরু হয়েছে দিন। এই সময়ই চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞানকে জাগিয়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল ইসরোর। সেদিকেই চোখ ছিল দেশবাসীর। কিন্তু এখনও জাগানো যায়নি বিক্রম-প্রজ্ঞানকে। এই পরিস্থিতিতেও আশা ছাড়ছেন না বিজ্ঞানীরা। ইসরোর তরফে জানানো হল, আরও ১৪ দিন অপেক্ষা করবে তারা।

বিজ্ঞানীদের আশা, চাঁদের মাটিতে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করলে হয়তো কর্মক্ষম হয়ে উঠবে বিক্রম-প্রজ্ঞান। ৬ অক্টোবর ফের চাঁদের মাটিতে সূর্যাস্ত হওয়ার কথা। তার আগে পর্যন্ত সময় রয়েছে হাতে। ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ জানিয়েছেন, আমরা জানি না কখন

এটি জেগে উঠবে। আগামিকাল হতে পারে অথবা চান্দ্র দিবসের শেষ মুহূর্তেও হতে পারে। তবে আমরা চেষ্টা করছি। ল্যান্ডার এবং রোভার জেগে উঠলে সেটা একটা বিরাট প্রাপ্তি হবে। প্রথমে ঠিক ছিল, শুক্রবার থেকেই বিক্রম-প্রজ্ঞানকে জাগানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। কিন্তু পরে জানানো হয় অনির্বার্য কারণবশত সেই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হচ্ছে। কিন্তু এরপর চেষ্টা শুরু হলে দেখা যায় সাড়া মিলছে না। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনও ঘুম ভাঙেনি তাদের। যদি শেষপর্যন্ত ইসরোকে সংকেত পাঠাতে পারে প্রজ্ঞান, তাহলে আবারও নতুন তথ্য জানা যেতে পারে। তা না হলে চাঁদের দক্ষিণ মেরু বিজয়ের প্রতীক হিসাবেই চঃ দ্রপৃষ্ঠে থেকে যাবে চঃদ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার ও রোভার।

ক্ষমতায় এলে পুরনো ভবনে ফিরবে অধিবেশন ঃ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ শেষ হয়েছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। নতুন সংসদ ভবনেই হয় এই অধিবেশন। যেখানে পাস হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। অধিবেশন শেষ হতেই নতুন ভবন নিয়ে শুরু হলো রাজনৈতিক চাপানউতোর। নতুন ভবনকে মোদি মাল্টিপ্লেক্স' বলে বলে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। ২০২৪ সালে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে পুরনো ভবনেই ফিরে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ জয়রাম রমেশ। তাঁর দাবি, দমবন্ধ' এই ভবনে কখনই অধিবেশন করবে না ইন্ডিয়া জোট। তারা ক্ষমতায় এলে পুরানো ভবনেই ফিরে যাবে। কংগ্রেসের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্য কী ছিল তা এখন জলের মতোই পরিস্কার। জয়রামের কথায়, এই মোদি মাল্টিপ্লেক্সে দম বন্ধ লাগছে। রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে যে সহজ সমন্বয় ছিল পুরনো সংসদ ভবনে তা নতুন ভবনে হারিয়ে গিয়েছে। কোনও স্থাপত্য যদি গণতন্ত্রকে হত্যা করতে সফল হয়, তাহলে বুঝতে হবে নতুন করে সংবিধান না লিখেও মোদি তাতে সফল হয়েছেন। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই নয়া পীঠস্থানকে বৃহস্পতিবার সাত তারা হোটেল বলে কটাক্ষ করেছিলেন সপা সাংসদ জয়া বচ্চন। প্রবীণ সাংবাদিক থেকে শুরু করে দল নির্বিশেষে বহু সাংসদ নতুন পার্লামেন্ট ভবনকে নিষ্প্রাণ বলতে শোনা গিয়েছে। জয়রামের কথায়, নতুন ভবন এমনই যে পরস্পরকে দেখতে বাইনোকুলার লাগবে। পুরনো ভবনের ঐতিহ্য ছিল শুধু তা

নয়, সেখানে পারস্পরিক আলোচনার অপার সুযোগ ছিল। গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডই হল আলোচনা ও বিতর্ক। এ কথা বলেই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এদিন বলেছেন, ২০২৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতার পরিবর্তন হবেই হবে। কারণ দেশের মানুষ এই সরকারের কাণ্ডকীর্তি দেখছেন। তারাই জবাব দেবেন। তার পর এই নতুন ভবনকে অন্য কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা ভাবতে হবে। অর্থাৎ সরকার বদল হলে পুরনো সংসদ ভবনে ফিরে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে চেয়েছেন জয়রাম। পুরনো সংসদ ভবনের অলিন্দ বা লবি যাঁরা ঘুরে দেখেননি তাঁদের কাছে এই ফারাক বোঝা সম্ভব নয়। আসলে পুরনো ভবনের অলিন্দ ও লবি ছিল যেন এক মিলনক্ষেত্র। দেখা যেত, অলিন্দের ইতিউতি সাংসদরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। বা দোতলার বারান্দায় এক কাপ চা হাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। নতুন ভবনে সেই সব সুযোগ একেবারেই নেই। প্রশস্ত করিডর এমন ভাবে সাজানো যে বাকি সব কিছু কেমন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন রাজনীতিক ও সাংবাদিকদের অনেকেই। জয়রামের কথায়, এটা শুধু আমার মত নয়, বিজেপির অনেক সাংসদও সেটাই মনে করেন। সংসদ ভবনের কর্মীদের মতও বেশিরভাগেরই মতো তাই। এই ভবন দেখে কেবল তাঁরাই আহা আহা করতে পারেন, যাঁরা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। পর্যবেক্ষকদের মতে, পুরনো ভবন হল নেতা, সাংবাদিক, আমলাদের কাছে বহুদিনের এক অভ্যাস। জয়রামদের নতুন ভবন স্বাভাবিক কারণেই যান্ত্রিক মনে হচ্ছে। যদিও কংগ্রেসের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি বিরোধীরা।

সপ্তদিনব্যাপী শ্রীমদ ভগবত কথার শুভারম্ভ

হাওড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃহাওড়ার নয়া মন্দির, বান্ধাঘাট-এ শ্রী দিদওয়ানা নাগরিক সভার আয়োজনে সাত দিনব্যাপী শ্রীমদ ভগবত কথা অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ হয়েছে। এ বিষয়ে তথ্য প্রদান করে সংগঠনের সভাপতি অরুণ প্রকাশ মাল্লাওয়াত বলেছেন, প্রধান যজমান নাগোরী পরিবার দ্বারা যজ্ঞাচার্যজীর নির্দেশে গণেশ-গৌর্যদি শোদসামাত্রিকা-নবগ্রহ মণ্ডলের আহ্বান ও পূজার্চনা করা হয়েছে।শনিবার বিকেলে বঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির চত্বরে শোভাযাত্রা সহকারে মঞ্চে স্থাপনা করা হয়েছে ভগবতজিকে। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে ভগবত কথার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই সময়, সুপরিচিত শিল্পপতি ও সমাজকর্মী সুধীর জি জালান, গোবিন্দ জি সারঙ্গা, মহেশ শর্মা (প্রাকৃতিক গোষ্ঠী), যুগল কিশোর কোটদিওয়াল, রমেশ লাখোটিয়া, রাজ গোপাল পানসারি, ডক্টর শ্রীবল্লভ নাগোরি এবং অরুণ প্রকাশ মাল্লাওযাত উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, বেদপতি ঋষিকুমারগণ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন।প্রতিদিন বিকাল ৩টে থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলা এই কথামালায় উপবিষ্ট পণ্ডিত হরিশ তিওয়ারিজি তাঁর সুরেলা কণ্ঠে শ্রীমদ ভগবতজির কথা শোনাবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অলকা কাকড়া। অনুষ্ঠানে প্রধান আয়োজক পরিবারের রাজেশ নাগোরি ও নরেশ নাগোরি সহ মহানগরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্পত মান্ধানা, মনোজ কাকড়া, ঈশ্বর ধিয়াওয়ালা, দীনেশ ভারুকা, দেবেন্দ্র মাহনোত, শ্যাম সুন্দর দালাল, মনোহর ভারুকা সহ নাগরিক সভার কর্মকর্তা ও কর্মীরা সক্রিয় ছিলেন।

রাজস্থানে স্কুলবাস দুর্ঘটনায় মৃত ছাত্র ও শিক্ষক

বারমের, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ২। ঘটনাটি ঘটেছে, রাজস্থানের বারমের জেলায়। শনিবার রাতে রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা একটি ট্রাককে ধাক্কা মারে একটি স্কুলবাস। তাতেই এক শিক্ষক ও এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাসটি শনিবার রাত ৮টা নাগাদ ২৯ জন যাত্রী নিয়ে আসছিল, রাস্তায় ট্রাকের সঙ্গে আচমকাই ধাক্কা মারলে এক পড়ুয়া ও শিক্ষকের মৃত্যু হয়। মৃত শিক্ষকের নাম মহম্মদ ইব্রাহিম ও ছাত্রীর নাম সাভিনা।পুলিশ জানিয়েছে, বাসটিতে স্বামী বিবেকানন্দ গভর্নমেন্ট মডেল স্কুলের ২৪ জন পড়ুয়া সহ একজন অধ্যক্ষ ও তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একজন হেলপারও ছিল। এরা সকলেই রানীওয়ারার একটি টুর্নামেন্ট থেকে ফিরছিল। বাস চালক সেহলাউ গ্রামের কাছে ভারত মালা রোডের পাশে দাঁড়ানো একটি ট্রাককে দেখতে না পেয়ে আচমকাই ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

হাইলাকান্দিতে এবার আট লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি উদ্ধার, বাজেয়াপ্ত দুটি ট্রাক

হাইলাকান্দি (অসম), ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ অবৈধ বারিমজ সুপারির বিরুদ্ধে হাইলাকাঃিদ পুলিশের অভিযান তীব্রগতিতে চলছে। শিরিসপুর ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে এবার উদ্ধার হয়েছে ৩৬ বস্তায় প্রায় ৮ লক্ষ টাকার বারিমজ সুপারি। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অবৈধ সামগ্রী পাচারে ব্যবহৃত দুটি ট্রাক। তবে পুলিশি অভিযানের আগাম খবর পেয়ে ট্রাক দুটির চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে দলবল নিয়ে শিরিসপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উজানকুপায় অভিযান চালিয়ে এএস ২৪ এসি ৩৮১৮ এবং এএস ১১ ডিসি ৯১০৪ নম্বরের বার্মিজ সুপারি বোঝাই দুটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করেন। ট্রাক দুটি থেকে ৩৬ বস্তা বারিমজ সুপারি উদ্ধার করেছে অভিযানকারী পুলিশের দল। বাজেয়াপ্তকৃত বার্মিজ সুপারিগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে আট লক্ষা টাকা হবে বলে ধারণা করছেন পুলিশ অফিসার। এদিকে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে খবর পেয়ে ট্রাক দুটি ছেড়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে দুই চালক।

আটলান্টায়বন্দুকধারীর গুলিতে মৃত ৩

আটলান্টা, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ আমেরিকায় জর্জিয়ার রাজধানী আটলান্টায় গুলিতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার আটলান্টায়একটি শপিং মলের কাছে। গুলিতে এক কিশোরসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।দক্ষিণ-পশ্চিম আটলান্টার ইভান্স স্ট্রিটে একজনকে গুলি করা

বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,২৪সেপ্টেম্বরঃবিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায়। একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে। বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি। এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে। এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে। যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম। কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে। ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয়।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে। এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে। বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ। এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি। অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে। তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য। (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়)। ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে। ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও। এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায়। ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে। তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না। যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয়। কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয়। আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত। প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয়। বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায়। অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান। এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয়। কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে। ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া। তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে। চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন। স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায়। চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প। সম্পদই শক্তি। আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে। চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে। তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা। ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে। তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে। তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি। তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায়।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব। এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে। কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন। একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না। সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটো মোবাইল ডেটা। যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে। তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম। একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর। প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির। এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য। ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে। সে স্থানীয় কলেজে পড়ে। বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে। একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার)। কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে। শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই। কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে। থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি। কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও। চোপড়া বলছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয়। কনকরাজতো চমকেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে। কনকরাজ প্রথমে ভেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে। আর আছে মহাজন। স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমাত্রায় সুদে টাকা ধার করে। আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে। চন্দ্রিকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে। বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেছে পরিবারের কাঁধে। এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই। মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার। আবার ঋণ না থাকলেও ৩৮ বছরের শিবান্না এন ছোটবেলায় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প। টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে। তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া। কন্নড় ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বাকভঙ্গির রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষ্মা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায়। আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই ঠিকঠাক তথ্য পেয়ে যাবেন। যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফ্ট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান। ফেব্রুয়ারিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। মারাঠি, তেলুগু, হিন্দি, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেট তৈরি করা হচ্ছে। এরলক্ষ্য, একটি চ্যাটবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়

আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ২৪সেপ্টেম্বরঃআগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজ মেন্ট কে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে। বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপানাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক

বারাণসী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একগুচ্ছ ক্রীড়াবিদ

বারানসি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গত শনিবার বারাণসীর নতুন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর, সুনীল গাভাসকর, কপিল দেব, রবি শাস্ত্রী, দিলীপ বেঙ্গসরকর, মদন লাল, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ।একইসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয় শাহরাও।এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বারাণসী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ''নমো'' লেখা ভারতের জার্সি তুলে দেন সচিন তেন্ডুলকর। আরপ্রধানমন্ত্রীকে স্মারক হিসেবে একটি ব্যাট উপহার দেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি ও বিসিসিআই সচিব জয় শাহ।

'আয়ুষ্মান ভব' প্রচারাভিযান পিএম-জেএওয়াই সম্পর্কে দৃষ্টি দেবেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ'আয়ুস্মান ভব' প্রচারাভিযান প্রধান মন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (পিএম-জেএওয়াই) সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়ার একটি নিবন্ধের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'আয়ুস্মান ভব' প্রচারাভিযান দুর্দান্ত কাজ করবে। পিএম-জেএওয়াই সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবে, স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট আইডি তৈরি করবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করবে। গ্রামগুলির পাশাপাশি শহুরে ওয়ার্ডগুলিতে স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহের পরিষেবা দুর্দান্তভাবে পালন করবে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়ার এক্স-এ একটি পোস্ট শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী এই কথাগুলি উল্লেখ করেন।মোদী লেখেন, স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট আইডি তৈরি করা এবং গ্রামের পাশাপাশি শহুরে ওয়ার্ডগুলিতে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উপর দৃষ্টি দেওয়া হবে।

অসমে পালিত শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৫৭৫-তম আবির্ভাব তিথি

নগাঁও (অসম), ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ অসমে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পালিত হচ্ছে আধ্যাত্মিক গুরু, সমাজ সংস্কারক মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৫৭৫-তম আবির্ভাব তিথি। আজ রবিবার গোটা অসম জগদগুরু শ্রীমন্ত শংকরদেবের আবির্ভাব তিথি পালন করছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত সব সত্র ও নামঘরে ভক্তপ্রাণ মানুষ মহপুরুষের গুণানুকীর্তনে মাতাল। হরিনামের ধ্বনিতে মুখরিত রাজ্যের সত্র, নামঘর, মন্দিরগুলি। এদিকে গুরুদেবের জন্মস্থান বটদ্রবায় অনুষ্ঠিত মহোসবে সপার্ষদ অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক অসমের আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান বটদ্রবা আজ উসব-মুখরিত। আজ থেকে কয়েকদিন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলবে ৫৭৫-তম গুরুজয়ন্তী উসব। সে অনুযায়ী আজ রবিবার ভোরে গুরুদেবের জন্মস্থান বটদ্রবা থানে খোল-তাল, মহিলাদের উষাকীর্তন মঞ্জিরার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে দিনের কার্যক্রম। এরই মধ্যে প্রায় ৯-টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বটদ্রবা থানে এসে সত্রাধিকারদের জন্য নবনির্মিত বিশ্রামগৃহ, অতিথিশালা, সভাগৃহ এবং কার্যালয় ঘরের শুভ উদ্বোধন করেছেন। অন্যদিকে ভক্তিরস অমিয়া সুর গুঞ্জিত হচ্ছে রাজ্যের বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচির প্রতিটি নামঘর ও সত্রে। বিশেষ করে শুয়ালকুচির ঐতিহাসিক তথা উত্তর অসমের একমাত্র উদাসীন সত্র ঈশ্বর শ্রীশ্রী হাটি সত্রে আজ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় দিন বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে উদযাপিত হবে শ্রীশ্রী শংকবদেবের জন্মোসব। শুয়ালকুচির শ্রীশ্রী শংকবদেব মন্দিরে এবার গুরুজনার জন্মোসব উদযাপনের ১০০ বছর পূর্ণ হবে। জানা গেছে, ১৯২৩ সালে এই মন্দিরে প্রথম গুরুদেবের জন্মসব পালিত হয়েছিল। শতবর্ষ পূর্ণ উপলক্ষ্যে ওই মন্দিরে আজ থেকে বছর ব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হবে উৎসব। এদিকে গুরুদেবের একান্ত শিষ্য মাধবদেবের স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রেও সম্পূর্ণ সত্রীয়া রীতি পরম্পরায় শংকরদেবের আবির্ভাব তিথি মহোসব পালিত হচ্ছে। বরপেটা সত্রের সত্রীযা. রীতি পরম্পরা অনুযায়ী আজ দিনব্যাপী কার্যসূচির মাধ্যমে পালিত শ্রীমন্ত শংকরদেবের ৫৭৫-তম জন্মোসব উপলক্ষ্যে সত্রের প্রধান সত্রীয়া গৌতম পাঠক ভোরে নামপ্রসঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে গুরু বন্দনায় মুখরিত সত্রনগরী মাজুলির আকাশ-বাতাসও। মাজুলির ভোগপুর, উত্তর কমলাবাড়ি, নতুন কমলাবাড়ি সত্র সহ ৩৩টি সত্র ও চার শতাধিক নামঘরে আজ রবিবার ভোররাত থেকে চারনাম চৌদ্দ প্রসঙ্গ, খোল-তাল, কীর্তনঘোঁষা, গায়ন-বায়ন, বিহার নৃত্য, ওজাপালি, গুরুদেবের অমর সৃষ্টি ভাওনা, বরগীত ইত্যাদির অমীয় সুরে মুখরিত হয়ে পড়েছে।

টানা বৃষ্টিতে সিকিমগামী জাতীয় সড়কে ধস, শ্বেতিঝোরায় বন্ধ যান চলাচল

গ্যাংটক, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে সিকিমগামী জাতীয় সড়কে ধস। শ্বেতিঝোরায় রাস্তার একটি অংশ তলিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে রাস্তাটির জরুরি মেরামতের জন্য জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে বন্ধ যান চলাচল। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তা মেরামত হওয়া পর্যন্ত সিকিম থেকে শিলিগুড়িডুয়ার্স পর্যন্ত ছোট যানবাহনগুলি যেকোনও রুটে সুবিধামত চলাচল করতে পারবে। তবে সিকিম থেকে শিলিগুড়িগামী ভারী যানবাহন গুলি শুধুমাত্র সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টার মধ্যে চলাচল করতে পারবে।শনিবার রাত থেকে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সহ প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে সমতলে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাড়িভাষা, হাতিয়াডাঙা, একতিয়াশালের একাংশ জলমগ্ন হয়ে পাছে। নিম্নচাপের জেরে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

ঝাড়খণ্ডের লাতেহারে মুরি-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে লুট, মহিলাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার

লাতেহার, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলায় মুরি-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ লাতেহার-বারওয়াড়িহ স্টেশনের মধ্যে মুড়ি-জম্মু তাওয়াইগামী মুড়ি এক্সপ্রেসে ডাকাতি করে লুটপাট চালায় ডাতাকরা। তারা প্রায় ৫০ জন ট্রেনযাত্রীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা লুট করে। অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে এই লুটপাট চালায় ডাকাতরা। ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে ডাকাতরা প্রায় ১০ বার গুলি ছোড়ে।ডাকাতরা যাত্রীদের কাছ থেকে শুধু টাকা ও মালপত্রই লুট করেনি, তাদের মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। যাত্রীরা অভিযাগ করে যে লাতেহার স্টেশন থেকে প্রায.১০ জন দুস্কৃতী এস ৯ বগিতে উঠে। ট্রেনটি লাতেহার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুটপাট শুরু করে ডাকাতরা। শুধু লুটপাটই নয়, মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করা হয়। ডাকাতির পর বারওয়াড়িহ স্টেশনের আগে চেন টেনে নেমে পড়ে তারা।

অরুণাচলে গাছ পড়ে অসমের দুই শ্রমিকের মৃত্যু

ইটানগর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) অরুণাচল প্রদেশের দেওমালিতে কর্মরত শ্রমিকদের উপর গাছ পড়ে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। নিহত দুই শ্রমিক অসমের বাসিন্দা। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও পাঁচ শ্রমিক।ঘটনা শনিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। অয়েল ইন্ডিয়ার এক সার্ভে কোম্পানির হয়ে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। সে সময় আচমকা লাগোয়া পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড একটি গাছ তাঁদের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৫সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ৭আশ্বিন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৫সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৬আশ্বিন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭আশ্বিন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫আশ্বিন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৪৬শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২১ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন ।
বৃষভ রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে তর্ক করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন তর্কে পাওয়ার কিছু নেই বরং কেবল হারাবার আছে।
মিথুন রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন।
কর্কট রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয় করা এড়ানো। সংসারে শান্তি হবে।
সিংহ রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। ব্যস্ততার মধ্যে বিনিয়োগ করবেন না- তাতে লোকসান হবেই যদি না আপনি বিনিয়োগ সময় সব দিক লক্ষ্য রাখেন।। শুভদিন
কন্যা রাশিঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্তেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে।
তুলা রাশিঃআপনার প্রফুল্ল স্বভাব অন্যদের খুশি করবে। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃসংসারে শান্তি হবেই।
ধনু রাশিঃআপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্খিত ফলাফল পেতে পারেন।
মকর রাশিঃমেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের
কুম্ভ রাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। শুভ রং লাল।
মীন রাশিঃনিজেকে কিছু খেলাধূলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। জীবনের অন্ধকার সময়ে.অর্থ আপনাকে চালিয়ে.যেতে সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে আপনার

তারাতলায় অজ্ঞাত পরিচিত যুবকের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ নিউ আলিপুর এলাকার তারাতলা মোড়ের কাছে এক যুবকের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার ওই যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। জানা গেছে, এদিন দুপুর নাগাদ তারাতলা মোড়ের ট্রাফিক কিযস্কের অদূরে রাস্তার পাশে একটি যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। দেখা মাত্রই তারাতলা পুলিশ স্টেশনে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ওই যুবককে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যুবকের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। কীভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকের দেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে সেটাই মৃত্যুর কারণ কিনা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই বলা যাবে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওই যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মোদী ম্যাজিক এখন উবে গিয়েছে, হাওড়ায় মন্তব্য সায়নীর

শ্রেয়া আদক, ২৪ হাওড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ মোদী ম্যাজিক এখন মোদী ট্র্যাজিক হয়ে গেছে হাওড়ায় মন্তব্য সায়নীর। ২০২৪ এ বাংলা থেকে ৪২ এ ৪২ এর টার্গেট দিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। রবিবার বিকেলে হাওড়ার বালির এসি ময়দানে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে এসে সায়নী ঘোষ এই লক্ষ্যমাত্রা দেন। তিনি বলেন, মোদী ম্যাজিক এখন মোদী ট্র্যাজিক হয়ে গেছে। এখন মোদীকে দেখে লোক পালিয়ে যাচ্ছে। ভোট এলেই ওরা গ্যাসের দাম কমায়। তাই এখন গ্যাসের দাম আড়াইশো টাকা কমিয়ে দিয়েছে। মোদীকে ইঙ্গিত করে সায়নী ঘোষ বলেন, যিনি প্রকৃত লিডার হবেন তাঁকে সমস্ত কিছুর দায় নিতে হবে। ভালোর দায় নিতে হবে, খারাপের দায়ও নিতে হবে। যতই দম্ভ, যতই অহংকার থাকুক মানুষের সামনে তোমাকে এসে মাথানত করতেই হবে কারণ মানুষ আশীর্বাদ না করলে তোমায় ফুটপাতে বসতে হবে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যতই কেন্দ্রীয় এজেন্সি নামানো হোক যতই নোটের খেলা ভোটের খেলা করা হোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এসব করে চক্রান্ত

করে দমিয়ে রাখা যাবেনা। এদিন সায়নী ঘোষ আরো বলেন, এখন তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে। ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পেয়ে গেছে ভারতীয় জুংলা পার্টি বিজেপি। সায়নী এদিন দলের যুব কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পুরনো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের সম্মান করতে হবে। প্রকৃত সম্মান করতে হবে। সাধারণ কর্মীরা আমাদের কাছ থেকে কিছু চায়না। সাধারণ কর্মীদের সম্মান দিতে হবে। আমাদের দলের নেতৃত্বকে বলবো বুথ লেভেল অবধি যোগাযোগ রাখুন ফিডব্যাক নিন। আগামী দিন যে কোনও ভোটে দলের তরফ থেকে যিনিই প্রার্থী হোন জেনে রাখবেন সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী। তাই সেই প্রার্থীকেই সমর্থন করতে হবে এবং তাঁকে ভোটে জেতার জন্য সকলে এক হয়ে কাজ করতে হবে। বিরোধীরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসকে হেনস্তা করার চেষ্টা করছে। যতই ওরা সেটা করুক ওদের উদ্দেশ্যে বলি আমাদের গর্ব আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বালি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বালি এসি ময়দানে রবিবার বিকেলে এক যুব সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ, রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সহ হাওড়া জেলার অন্যান্য নেতৃবন্দদ। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, নঃিদতা চৌধুরী, ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা তফজিল আহমেদ, রিওয়াজ আহমেদ, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, বালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুরজি চক্রবর্তী প্রমুখ।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি চালকদেরও মেনে চলতে হবে ট্রাফিক নিয়ম ঃ ডিসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা পুলিশের ডিসি (ট্রাফিক) ওয়াই এস জগন্নাথরাও জানান, জনসাধারণের পাশাপাশি চালকদেরও ট্র্যাফিক নিয়ম মেনে চলা উচিত। তিনি আরও বলেন, রাস্তায় সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলিতে চালকদের সহায়তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। শনিবার তিনি কলকাতার সঙ্গে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ক কনসার্ন ফর ক্যালকাটা যৌথভাবে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারেই কলকাতা পুলিশের ডিসি জগন্নাথরাও একথা বলেন। জগন্নাথরাও আরও বলেন, কলকাতায় মাত্র ৭ শতাংশ রাস্তায় জায়গা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নির্বিঘ্নে যান চলাচল করানোর জন্য প্রতিদিন যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। সহকারী কমিশনার (ট্রাফিক) দেবাশীষ ঘোষ জানিয়েছেন, বাস, ট্যাক্সি, উবের,

কনসার্ন ফর কলকাতা এবং রোটারি ক্লাব অফ নিউ আলিপুরের সদস্যরা ট্রাফিক সচেতনতা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। কনসার্ন ফর কলকাতার সভাপতি কে এস অধিকারী বলেন, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণ এবং চালকদের ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা। সমাজকর্মী এবং সংগঠনের উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান নারায়ণ জৈন এবং নাইজার প্রজাতন্ত্রের অনারারি কনসাল রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়ালও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। দক্ষিণ ট্রাফিক গার্ডের ওসি নীলেশ চৌধুরী জয়িতা বসুর সঙ্গে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। রোটারিয়ান অলোক ঝুনঝুনওয়ালা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমীর দত্ত, পবন পাহাড়িয়া, অশোক পুরোহিত (সচিব), গোপেশ্বর আগরওয়াল, ডিসি চৌধুরী, শর ঝুনঝুনওয়ালা, বিএল দুগাদ, রমেশ মহাজন, অন্নপূর্ণা মিশ্র ভাওয়ানির মতো কর্মীরা এই কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

এনডিআরএফ টিমের সাথে মেট্রো টানেলের ভিতরে যাত্রী উচ্ছেদ মক ড্রিল প্রস্তুতি পরীক্ষা

কলকাতা,২৪ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে সর্বদা যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। মেট্রো টানেলের অভ্যন্তরে ট্রেনে রাসায়নিক বিপর্যয়ের মতো যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য এবং যাত্রীদের আহত হওয়ার জন্য, মেট্রো টানেলের অভ্যন্তরে জাতীয় বিপযয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) কর্মীদের সাথে যৌথভাবে একটি যাত্রী উচ্ছেদ মক ড্রিল পরিচালিত হয়েছিল। বেলগাছিয়া এবং শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের মধ্যে ২৩.০৯.২০২১ রাতে বাণিজ্যিক সময়ের পরে। মেট্রোম্যানদের এনডিআরএফ দল দ্বারা প্রশিক্ষিত এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে কীভাবে টানেলের ভিতরে এবং মেট্রো স্টেশনগুলিতে চলমান রেকগুলিতে রাসায়নিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এই মক ড্রিলের উদ্দেশ্য ছিল এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিতে মেট্রোমেনের সতর্কতা এবং প্রস্তুতি পরীক্ষা করার পাশাপাশি সরিয়ে নেওয়ার দক্ষতা উন্নত করা। এই মহড়ায় মেট্রোর বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টানেলের ভিতরে, ভায়াডাক্টে নিয়মিত এই ধরনের মক ড্রিল করে থাকে। এরই পাশাপশি মেট্রো রেলওয়ে ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত স্বচ্ছতা পাখওয়াদা' পালন করছে। এই পাখওয়াদা চলাকালীন, স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হচ্ছে। ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন এবং পার্পল লাইনের সমস্ত স্টেশনে আজ অর্থাৎ ২৪.০৯.২০২৩ তারিখে একটি স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। আমাদের জীবনে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে বারবার ঘোষণা করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

ভোপাল, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রবিবার ভোপালের ভেল এলাকার জাম্বোরি গ্রাউন্ডে, প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিযে দেখেন।রাজধানী ভোপালের ভেল এলাকার জাম্বোরি গ্রাউন্ডে রবিবার আসেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার জন্যই তিনি জাম্বোরি গ্রাউন্ডে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী জাম্বোরি মাঠের মঞ্চ, বসার ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সব ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী চৌহান জাম্বোরি হেলিপ্যাডও পরিদর্শন করেন।

হাওড়ায় দুর্ঘটনার কবলে সরকারি বাস,আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের খেজুরতলায় দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কবলে পড়লো সরকারি বাস। জানা গেছে, সামনে চলে আসা একটি বাইককে বাঁচাতে গিয়ে সরকারি বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। রাস্তার ধারের একটি পোস্টে বাসটি সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় জখম হন বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী। আহতদের আনা হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। জানা গেছে, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ওই সরকারি বাসটি রবিবার সকালে কলকাতার ধর্মতলা থেকে আসানসোল যাচ্ছিল। এদিন দুর্ঘটনা ঘটলেও বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের এক যাত্রী বলেন, সামনে একটা বাইক ছিল। সেটিকে বাঁচাতে গিয়ে বাসের ব্রেক ফেল করে। তাতেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। গাড়িটি ধর্মতলা থেকে আসানসোলে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনায় ৪-৫ জন জখম হয়েছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আরেক ব্যক্তি জানান, সরকারি বাসটি যাত্রী নিয়ে আসছিল। হঠাৎ বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পোস্টে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন যাত্রী জখম হন। তাদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে

যাওয়া হয়।

অন্যদিকে, হাওড়ায় কোনা রোডে দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মৃতের নাম সৌরভ ঘোষ। বাড়ি হাওড়ার সালকিয়ার মালিপাঁচঘড়া থানার অন্তর্গত গোপাল ঘোষ লেনে। মৃতের পরিবার সূত্রের খবর, উনি প্রায়ই নেশা করতেন। শনিবার রাতে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। এরপর লিলুয়া থানা সূত্রে থেকে সৌরভের মৃত্যুর খবর পরিবারকে দেওয়া হয়। অনুমান, রাস্তা পারাপারের সময় কোনও গাড়ির ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

করিমগঞ্জ শহর মণ্ডল কৃষক মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

করিমগঞ্জ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতবর্ষের প্রতিটি এলাকায. কৃষকদের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ আরও বেশি করে কৃষিকাজে যুক্ত হতে পারেন। সেজন্য কৃষি বিভাগ অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তাকে সামনে রেখে আজ রবিবার করিমগঞ্জ শহর মণ্ডল কৃষক মোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা বিজেপি কার্যালযে. করিমগঞ্জ শহর মণ্ডল কৃষক মোর্চার সভাপতি সোমনাথ দাসের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নবগঠিত কমিটির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করে তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান বিজেপি কৃষক মোর্চার জেলা প্রভারী শ্যামল ভট্টাচার্য, বিজেপির শহর মণ্ডলের সভাপতি কিশোর দে, অনুপ সেন প্রমুখ। নবগঠিত কমিটির পদাধিকারীরা যথাক্রমে সভাপতি সোমনাথ দাস, উপ-সভাপতি পদে পুলকরঞ্জন দাস ও রাজীব চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক পদে প্রীতম দেব, সম্পাদক পদে সোনালী রায় ও সুজি পাল, সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ পদে চমক পাল, মিডিয়া ইনচার্জ সুব্রত ভৌমিক, আইটি ইনচার্জ বিশ্বদীপ ঘোষ, অফিস সম্পাদক পদে দীপ ভৌমিক। এছাড়া কমিটিতে রয়েছেন বিশাল দেব, বিপ্লব চন্দ্র, দীপা নাথ, মনালিকা রায়, লাভলী রায় প্রমুখ।

দত্তপুকুরে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মাকে খুন, তদন্ত শুরু পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, দত্তপুকুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের মাকে খুনের অভিযোগ। রবিবার ভোরে দুই দুষ্কৃতী বাড়ির ভিতরে ঢুকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধাকে খুন করে। তাঁর মাথায়, মুখে আঘাত করা হয়েছে। শ্বাসরোধ করে দুষ্কৃতীরা বৃদ্ধাকে খুন করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দত্তপুকুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান দেবযানী সর্দার। বর্তমানে তিনি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পদে রয়েছেন। তাঁর মা বেবি রানি সর্দার (৬৫) কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। রবিবার ভোরে নাতনির সঙ্গে সেখানেই ঘুমোচ্ছিলেন। অভিযোগ, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন দুই দুষ্কৃতী। তাঁদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। বৃদ্ধাকে খুন করে পালিয়ে যান দু'জনই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দত্তপুকুর থানার পুলিশ। তারা দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, চুরি করতে ঢুকেছিলেন দুষ্কৃতীরা। ডাকাতির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আবার, এর নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, রাজনৈতিক কোনও শত্রুতা রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ।

রাজ্যে ডেঙ্গির বলি আরও ১, এবার প্রাণ গেল দক্ষিণ দমদমের প্রৌঢ়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে ডেঙ্গির বলি আরও একজন। এবার ডেঙ্গি প্রাণ কাড়ল দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক প্রৌঢ়ার। ফলে ওই এলাকায় মোট ডেঙ্গিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগরের বাসিন্দা রুনা বসাক। তাঁর বয়স ৫৩ বছর। গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁকে ভর্তি করা হয় নাগেরবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। পরবর্তীতে ডেঙ্গি পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট পজিটিভ আসে। গত ২১ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ার। তাঁর মৃত্যুর শংসাপত্রে কারণ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে, ডেঙ্গি, এনএস ১-এর। এই নিয়ে দক্ষিণ দমদমে ডেঙ্গির বলি হলেন ৬ জন। প্রসঙ্গত, গত বুধবারই শ্যামনগর অঞ্চলের বছর ১২-এর এক কিশোরীর মৃত্যু হয় ডেঙ্গিতে। একের পর এক ডেঙ্গিতে মৃত্যু আতঙ্ক বাড়িয়েছে স্থানীয়দের।

জাল নোট সহ ইডেন গার্ডেন্সের কাছ থেকে গ্রেপ্তার পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ খোদ কলকাতা থেকে উদ্ধার হল প্রচুর জাল নোট। ইডেন গার্ডেন্সের কাছ থেকে ব্যাগ ভর্তি জাল নোট-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। তার কাছ থেকে প্রচুর জাল নোট উদ্ধার হয়েছে বলে খবর মিলেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে ইডেন গার্ডেন্সের কাছে গোষ্ঠ পাল সরণীতে হানা দেয় ময়দান থানার পুলিশ। সেখান থেকে মজিবুর রহমান ওরফে মোজাহারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, তিনি মালদার বাসিন্দা। মোজাহারের কাছে ৫০০ টাকার জাল নোটের বান্ডিল উদ্ধার হয়। ৩০০টি জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। যার মূল্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কী উদ্দেশ্যে তিনি জাল নোট নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তা এখনও অজানা। রবিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, নেপাল থেকে সেই উত্তরবঙ্গেই চোরাপথে পাচার হচ্ছে জাল নোট। কিন্তু জাল নোট শিলিগুড়ি হয়ে মালদহের দিকে না গিয়ে চলে যাচ্ছে কোচবিহারের দিকে। ওই জেলার বেশ কিছু সীমান্তবর্তী অঞ্চল বেছে নিয়েছে পাচারকারীরা। জাল নোট সীমান্ত পেরিয়ে এজেন্ট মারফৎ পাচার হচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তের জেলাগুলি থেকে সেগুলি রংপুর হয়ে পৌঁছচ্ছে চাপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে। ওই দুই জেলা থেকে চোরাপথে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে পাচার হচ্ছে জাল নোট।

এশিয়ান গেমসে রূপো জয় হুগলির বৈদ্যবাটির মেয়ে মেহুলির

বনস্পতি দে, বৈদ্যবাটি হুগলি,২৪ সেপ্টেম্বর ঃ চিনে আয়োজিত এশিয়ান গেমসের শুরু থেকেই পদক আসতে শুরু করেছে ভারতের ঝুলিতে। এর মধ্যে প্রথম পদক এসেছে মেয়েদের দলগত শুটিং ইভেন্ট থেকে। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে রূপো জিতেছেন মেহুলি ঘোষ, অশি চোকসে এবং রমিতা ক্লিঞ্চ। মেহুলি হুগলি জেলার বৈদ্যবাটির বাসিন্দা। মেয়ের এই সাফল্যে খুব খুশি বৈদ্যবাটির ঘোষ পরিবারের সদস্যদের। যদিও শুটিংয়ের ব্যক্তিগত ইভেন্টে একটুর জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে মেহুলির। ব্যক্তিগত ইভেন্টে চতুর্থ হয়েছেন তিনি। মেহুলির পদক জয়ের স্বাক্ষী হতে রবিবার সকাল থেকেই টিভিতে চোখ রেখেছিলেন তাঁর মা, বাবা, দিদা। এখন মেহুলির সঙ্গে কথা বলার জন্য মুখিয়ে আছেন তাঁরা। মেহুলির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোটবেলা থেকেই শুটিংয়ে ঝোঁক ছিল মেহুলির। ছোটবেলায় বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটাতে ভালবাসতেন। তা দেখেই মেহুলির দিদা মঞ্জু পাল তাঁকে একটি রাইফেল কিনে দেন। সেই শুরু। তার পর শুটিংকেই ধ্যানজ্ঞান করেছিলেন মেহুলি। সে জন্যই কমনওয়েলথ গেমস, ইয়ুথ অলিম্পিক, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন মেহুলি। এ বার তাঁর লক্ষ্য বিশ্বের সবথেকে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অলিম্পিক। মেয়ের সাফল্যের বিষয়ে মেহুলির বাবা নিমাই ঘোষ বলেছেন, দলগত ইভেঃেট রূপো জিতেছে। খুব ভালো লাগছে। ব্যক্তিগত ইভেঃেট পদক পায়নি। ও যে রকম খেলে শুরুতে অতটা ভালো হয়নি। কিন্তু ঠিক আছে। ম্যাচের আগে আমাদের সঙ্গে কথা হয়নি। ম্যাচের আগে ফোন করে ওকে বিরক্ত করি না। যাতে ওর মনসংযোগ ঠিক থাকে। মেহুলির মা মিতালি ঘোষ বলেছেন, একটু হতাশ হলেও মেয়ের সাফল্য খুশি। সব সময় তো আর পদক আসে না। ব্যক্তিগত ইভেন্টে না পারলেও দল ইভেন্টে রূপো জিতেছে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে ও ষষ্ঠ স্থান থেকে যেভাবে চতুর্থ স্থানে লড়াই করে পৌঁছেছে, তার জন্য আমি গর্বিত। মেহুলির দিদা মঞ্জু পাল বলেছেন, ছোট থেকেই ওর শুটিংয়ে আগ্রহ ছিল। মেলায় গেলেই রাইফেল নিয়ে বঃদুক ফাটাতো। খুব ট্যালেন্টে ডও। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ও আমাদের গর্ব।

এগারোটি রাজ্যে যোগাযোগ ও পর্যটন বৃদ্ধি করতে প্রধানমন্ত্রী আজ শুভসূচনা করলেন নয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের

মালিগাঁও, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নয়টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভসূচনা করেন। যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধা প্রদান এবং দেশজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবায়নের একটি পদক্ষেপ হলো এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি। এই নয়টি ট্রেন রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও গুজরাট এই এগারোটি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে। জন সমাবেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আজ চালু হওযা বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি দ্বারা যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতির পাশাপাশি ভারতজুড়ে পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে। তিনি বলেন, যাতাযাতের সময় যাতে কম হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার মাল্টি-মডেল সংযোগ এবং ভ্রমণের সহজতার দিকে মনোনিবেশ করছে। শনিবার সূচনা হওয়া নতুন বন্দে

ভারত ট্রেনগুলি হলো উদয়পুর-জয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, তিরুনেলভেলি-মাদুরাই-চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, হায়দরাবাদ-বাঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বিজয়ওয়াড়া-চেন্নাই (ভায়া রেনিগুন্টা) বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, কাসারগড়-তিরুবনন্তপুরম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাউরকেল্লা-ভুবনেশ্বর-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, রাঁচি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং জামনগর-আমেদাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এই বন্দে ভারত ট্রেনগুলি নিজেদের পরিচালনার রুটে দ্রুততম ট্রেন হবে এবং যাত্রীদের যথেষ্ট সময় বাঁচাতেও সাহায্য করবে। সংশ্লিষ্ট রুটগুলিতে বর্তমানের দ্রুততম ট্রেনগুলির তুলনায় রাউরকেলাল-ভুবনেশ্বর-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং কাসারগড়-তিরুবন্তপুরম বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস প্রায় ৩ ঘণ্টা দ্রুত, হায়দরাবাদ-বাঙ্গালুরু বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস ২.৫ ঘণ্টারও অধিক দ্রুত, তিরুনেলভেলি-মাদুরাই-চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ২ ঘণ্টারও অধিক দ্রুত, রাঁচি-হাওড়া বঃেদ ভারত এক্সপ্রেস, পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং জামনগর-আমেদাবাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রায় ১ ঘণ্টা দ্রুত এবং উদয়পুর-জয়পুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রায় আধা ঘণ্টা দ্রুত। দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়স্থলগুলির উন্নয়নের যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী ধার্য করেছেন তার সাথে সঙ্গতি রেখে রাউরকেল্লা-ভুবনেশ্বর-পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও তিরুনেলভেলি-মাদুরাই-চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শহর পুরী ও মাদুরাইকে সংযুক্ত করবে। পাশাপাশি, বিজয়ওয়াড়া-চেন্নাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রেনিগুন্টা রুট হয়ে চলবে এবং তিরুপতি তীর্থযাত্রা কেন্দ্রে সংযোগ প্রদান করবে। এই বঃেদ ভারত ট্রেনগুলি চালু করার ফলে দেশে রেল পরিষেবার এক নতুন মানদণ্ডের সূচনা করবে। এই ট্রেনগুলি বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক সুরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কবচ প্রযুক্তির সাথে সজ্জিত। যা সাধারণ মানুষ, পেশাদার ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, ছাত্র-ছাত্রী ও পর্যটকদের আধুনিক, দ্রুত ও আরামদায়ক ভ্রমণের মাধ্যম প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে।

আগরতলার রামপুর সীমান্তে নির্মাণশ্রমিকদের ওপর সশস্ত্র হামলা, গুরুতর আহত পাঁচ

আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ঠিকাদারের অধীনে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর সশস্ত্র হামলা চলিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আহত হয়েছেন পাঁচ শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে আগরতলা শহরের বর্ডার গোলচক্কর রামপুর এলাকায়। হামলাকারীদের কাছে পিস্তলও ছিল বলে পুলিশকে জানানো হয়েছে।রামপুর এলাকায় ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার একটি নির্মাণ কাজ চলছে। সেখানে বিদ্যুতায়নের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার মণিদীপ পাল জানিয়েছেন, শনিবার রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ সেখানে তাঁর অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের ওপর চার দুষ্কৃতী হামলা চালিয়েছে রড, শাবল ইত্যাদি নিয়ে। হামলাকারীদের মধ্যে একজনের কাছে পিস্তলও ছিল। শ্রমিকরা যখন ঘরে ঘুমিয়েছিলেন তখন ওই চার দুষ্কৃতী হামলা চালায়। বেধড়ক মারধর করা হয়। তাদের কাছ থেকে চার হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা, জানিয়েছেন ঠিকাদার মনিদীপ পাল।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পশ্চিম আগরতলা থানায় জানান।পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে. আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। আজ রবিবার সকালে তিনি আহতদের সাথে নিয়ে পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। হামলার পর খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা এলাকারই একটি নির্মাণ কাজে নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্বে রয়েছে। হামলাকারীদের মধ্যে দুজনের নাম জানা গিয়েছে। তারা কিংকর ঘোষ এবং আশিস ঘোষ। তাদের সাথে আরও দুজন ছিল। তাদের নাম জানা যায়নি। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৯৬ সংখ্যা, সোমবার, ৭ আশ্বিন, ১৪৩০

লোকসভার ভোটের আগেই পিকে কি তৃণমূলে ?

সম্পাদকীয়

লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসে আবার ফিরে আসছেন নির্বাচনী কৌশলী প্রশান্ত কিশোর। এখন তো ভোট করে না কোনও রাজনৈতিক দল। তাদের হয়ে ভোট পরিচালনা করে থাকে আইপ্যাকের মতো পেশাদারি সংস্থা। আইপ্যাককের কাজের ওপরে ভরসা রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যাযও এখনও আইপ্যাকের ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছেন। প্রশান্ত কিশোর একেবারে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সরে যাননি। তিনি বেশ কয়েক মাস নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন মাত্র। আবার তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে একটি মৈত্রী চাইছিলেন। সেটাই শেষ পর্যন্ত হলো। কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী প্রশান্ত কিশোরকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তিনি তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে প্রশান্ত কিশোর তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট। বিহারে নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর। তিনি আবার লোকসভার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতে পারেন। বিহারের বিধানসভায় প্র শান্ত কিশোরের গড়া রাজনৈতিক দলটি সেখানে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আইপ্যাকের সঙ্গে তিনি আর যুক্ত থাকবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর তৈরি সংস্থা আইপ্যাক এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে আইপ্যাক কাজ করেছিল। এবারে লোকসভায় আইপ্যাক কাজ করে চলেছে। ইণ্ডিয়া জোট নিয়েও আইপ্যাক কাজ কবেছে তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্ট হয়ে। বিহারে জনসুরাজ নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেছেন প্রশান্ত কিশোর। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে জনসংযোগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে গিয়েছে আইপ্যাক। লোকসভার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক পরিবর্তন হবে তাতে আইপ্যাক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতির হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করে রাজনৈতিক স্বচ্ছতাকে নিয়ে আসা যায় তা নিয়েও ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে আইপ্যাক। তবে লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে একটি বিশাল নির্বাচন। এই নির্বাচনকে দলীয় দিক দিয়ে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে প্রশান্ত কিশোরকে আবার ডেকে নেওয়া যেতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। যদিও পুরসভার নির্বাচন কালে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরানো নেতাদের ওপরে বেশি ভরসা করেছিলেন। কিন্তু প্রশান্ত কিশোর একেবারে সেখানে নয়া মুখ নিয়ে আসার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছিলেন। প্রশান্ত কিশোরের পরিকল্পনায় এখন তৃণমূল কংগ্রেস এখনও চলছে সেটার প্রমাণ দিতে লাগবে না। প্রশান্ত কিশোরের কথাবার্তার মধ্যেই তা ধরা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গোয়াতে যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে তাদের কাছে বিজেপি শত্রু নয়। কংগ্রেস দলটাই হচ্ছে শত্রু। এই দলটাকে নিকেশ করতে হবে। সেই কারণে প্রশান্ত কিশোর পরিকল্পনায় তৃণমূল কংগ্রেস এখন পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে ভিন রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করার পরিকল্পনা একেবারে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের বলে মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। প্রশান্ত কিশোর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় যেমন সরাসরি নির্বাচন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবারে তিনি খানিকটা অদৃশ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই দলকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

পাকিস্তান বিপদে

ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গি পুষতে গিয়ে পাকিস্তানকে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু আয় ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছিল সেই দিকে পাকিস্তান সরকার একবার নজর দেয়নি। তার ফলে পাকিস্তনের আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য পাকিস্তান সরকার দায়ী। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে অতি সক্রিয় করে তুলেছিলেন শাহবাজ। বাদ ছিল না পাকিস্তানের আগেকার শাসকেরা। তারা কিন্তু ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার পথকে পরিহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তানের যা বর্তমান পরিস্থিতি তা এর আগে কোনও সময়ে তৈরি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতায় জেরবার হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের অর্থনীতি। বহু বিদেশি ঋণে জর্জরিত ছিল পাকিস্তান সরকার। ভারতের প্রতিবেশী দেশটির আর্থিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। হুহু করে দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের। বন্যার দরুণ কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। তৈরি হয়েছে খাদ্য সঙ্কট। আমাদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রপ্তানি বলতে গেলে কিছুই নেই। উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সঙ্কট ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। এদিকে চিন হাত ধুঁয়ে বসে রয়েছে। তারা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে পাকিস্তানকে ঋণ দিতে পারে যদি পাকিস্তান তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জমি বিক্রি করে দিতে পা লিজ দিতে পারে। করাচি বন্দর ব্যবহার করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চিন সরকার। শ্রীলঙ্কার একটি বন্দরকে যেমন চিন লিজ নিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে ঠিক সেই রকম চিন এবারে পাকিস্তানের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে গিয়েছে। এদিকে চিন পাকিস্তানের কাছে আর্থিক করিডর তৈরি করে মুশকিলে পড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান আর্থিক করিডর তৈরি করতে চিনকে সবুজ সঙ্কেত দিলে ভারত তাতে বাধা দিতে শুরু করেছে। ভারত থেকে এর প্রতিবাদ উঠতে শুরু করেছে। তার ফলে চিন এখন আর্থিক করিডর তৈরি করতে সময় নিচ্ছে।পাকিস্তান দেশ দেউলিয়ায় পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। এখন সবার উচিত হচ্ছে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো। সরকরের ওপরে কোনও ভরসা করার দরকার নেই। সরকারের ওপরে ভরসা করলেই তার মৃত্যু অবধারিত বলেছিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি আবার মুসলিম লীগের নেতা। তিনি বলেছেন, আমরা এখন একটি দেউলিয়া দেশের অধীনে বাস করতে শুরু করে দিয়েছি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে।

‘ভারত কেশরী’ বালগঙ্গাধর তিলক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
রবীন্দ্রকুমার শীল

১৮৯৫ সালের আইন অনুসারে নির্বাচন হল। তিলক প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে নামলেন। রানাডে এবং গোখলের দল তাঁর বিরুদ্ধে একজন সরকারি কর্মচারিকে দাঁড় করালেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ওই প্রার্থীর হয়ে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখতে পাওয়া গেল তিলকই জয়লাভ করেছেন। তিলক পেয়েছিলেন ৩৫টি ভোট। আর গরুড় পেয়েছিলেন ২৬টি ভোট। আর রানাডে ওবং গোখলে সমর্থিত প্রার্থী পেয়েছিলেন ২টি ভোট। তিলক নিবাচিত হতেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি এবং সরকারি মহল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করে। ‘টাইমস অব ইণ্ডিয়া’ এবং ‘বোম্বে গেজেট’-এর মতো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি তিলকের নির্বাচনকে বাতিল করে দেওয়ার অনুরোধ করতে শুরু করে দিল। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছিল তিলকের মতো একজন রাজদ্রোহী গভর্নর কাউন্সিলের আসন পাবেন এর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর আর হতে পারে না। ১৮৯২ সালে সংস্কার আইন অনুসারে সেই ক্ষমতা গভর্নরের ছিল। তিলকের জনপ্রিয়তার কথা তিনি জানতেন। তিলকে আইনসভায় স্থান দিলে যদি কিছুটা উত্তাপ কমে সেই আশায় তিনি তাঁর নির্বাচনকে মঞ্জুর করলেন। তিলক গভর্নরের আইনসভায় যোগ দিলেন। এতদিন ধরে কাউন্সিলররা সরকারি প্রস্তাবে সমর্থনের মত দিয়ে নিজেদের খেতাব বজায় রাখতেন। কিন্তু তিলক কাউন্সিলে যোগ দিয়ে বাজেটের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করে দিলেন। এইভাবে ভারতে সংসদীয় রাজনীতি শুরু হল বলা যেতে পারে। এই নীতিই পরে মতিলাল নেহরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য বিকাশ লাভ করে। দুই বছর বাদে ১৮৯৭ সালে কাউন্সিলের নির্বাচন হল। তখন তিনি সগৌরবে তিলক নির্বাচিত হলেন। দেখা গেল সেদিন সারা মহারাষ্ট্রে তাঁর মতো কোনও যোগ্য কেউই ছিল না। পরে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে স্বেচ্ছায় এই পদ থেকে সরে আসেন।

১৮৯৫ সালে দক্ষিণ ভারতে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সেখানে কৃষকদের দুরাবস্থার কথা বেশি গুরুত্ব লাভ করলো। তিলক এই বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন-“ প্রজাদের খাজনা অনেকক্ষেত্রে সাত গুণ বাড়ানো হয়েছে। ভারত-সচিব রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমান যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এতে তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। প্রজাদের দুরাবস্থার প্রতিকার হওয়া চাই।” পরের বছর আনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আর সন্দেহ রইল না। দুর্ভিক্ষ সাহায্য আইন’ দুর্ভিক্ষ এলাকায় খাজনা মুকুব করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালেক্টররা ওই আইন কার্যকরী করতে রাজি হল না। তারা প্রজাদের ওপরে জুলুম করে খাজনা আদায় করতে শুরু করে দিল। প্রজারা তাদের ঘর বাড়ি ঘটি বাটি বিক্রি করে খাজনা মেটাতে শুরু করে দিল। প্রজাদের দুরাবস্থা এবং লাঞ্ছনার সীমা থাকলো না। ১৮৭৬ সালে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেখানে সাহায্য করার জন্য ইংল্যাণ্ডেও একটি দুর্ভিক্ষ তহবিল খোলা হয়েছিল। এবারে সেই রকম তহবিল খোলার দাবি উঠতে শুরু করলো সারা ভারত জুড়ে। এদিকে ইরেজ সরকার ওই রকম তহবিল খোলার প্রয়োজন নেই বলে বারবার ঘোষণা করতে শুরু করে দিল। শুধু তাই নয় ইংল্যাণ্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়ার ষাট বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে তাঁর জন্ম জয়ন্তী পালন করার জন্য দেশময় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিল সরকার। সরকারের এই নির্লজ্জ হৃদয়হীনতাকে তিলক সহ্য করতে পারলেন না। তিনি তাঁর কাগজে এই ব্যাপারে নির্ভীক সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ করতে শুরু করে দিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষ আইনের ধারা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে শুরু করে দিলেন। সার্বজনিক সভার সদস্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রজাদের বোঝাতে শুরু করে দিলেন যে দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাদের খাজনা মুকুব করার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ কালেক্টররা সেই সরকারি ব্যবস্থাকে কার্যকর করছে না। তারা অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে সরকারের কাছ থেকে বহবা নিয়ে নিজেদের পদোন্নতি করতে চায়। এই অবস্থায় খাজনা দিতে না পারলে গ্রামবাসীরা যেন খাজনা না দেয় এবং আইনের সাহায্য যেন তরা গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে রাশি রাশি প্রচারপত্র প্রকাশ এবং পুস্তিকা বিলি করা হলো। তিলক এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা এই রকম প্রচার কার্য চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে সরকার অসুবিধায় পড়ল। সার্বজনিক সভার সদস্যদের সরকার গ্রেফতার করতে শুরু করলো। অনেকের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে এলো সরকার। তা সত্ত্বেও তিলক এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের অভিযান সফল হলো। বড়লাট মহারাষ্ট্র পরিদর্শন করতে বাধ্য হলেন। ইংল্যাণ্ডে একটি দুর্ভিক্ষ তহবিল খোলা হল। সেখানকার ভারতীয়রা সেই তহবিলে নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ দান করতে শুরু করলো। প্রজারা দুর্ভিক্ষ আইন সম্পর্কে সচেতন হতে থাকলো। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন বসলো। কংগ্রেসের অধিবেশনে দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থীরা সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করতে ভয় পেতে শুরু করে দিলেন। এতে তিলক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করতে পিছু পা হলেন না। তিনি কংগ্রেসের নীতির তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করে দিলেন তাঁর কেশরী পত্রিকাতে। তিনি লিখলেন- “ গত বারো বছর যাবৎ চেঁচিয়ে কংগ্রেসের গলা ধরে গেল, কিন্তু সরকার তার কথা কর্ণপাত করলো না। ..আমাদের শাসকেরা আমাদের কথা অবিশ্বাস করে না সেই রকম মনোভাব দেখান। এখন আমাদের উচিৎ কোনও শক্তিশালী গঠনাস্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের কানে আমাদের অভিযোগগুলি জোর করে প্রবেশ করানো। সেজন্য অবশ্যই আমাদের অজ্ঞ গ্রামবাসীদের যথাসম্ভব রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, তাদের সঙ্গে সমান হয়ে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। কিভাবে গঠনতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম করতে হয়, তাও তাদের শেখাতে হবে। কেবল তাহলেই সরকার বুঝবে যে কংগ্রেসকে ঘৃণা করাই হলো ভারতবাসীকে আঘাত করা। কেবল তখনই কংগ্রেসী নেতাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে।”

তিনি যেদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মহারাষ্ট্রের অঞ্চলের প্রজাদের খাজনা দিতে নিষেধ করে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তাকে সরকারি নথিতে ‘খাজনা বন্ধ অভিযান’ নামেই অভিহিত করা হয়েছিল। এবারে মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা এসে পড়লো। সেটাই ঘটে ছিল মহারাষ্ট্রে। দুর্ভিক্ষে আট হাজার লোক মারা গিয়েছিল । গাবাদি পশুও মারা গিয়েছিল। সেটাই যথেষ্ট ছিল না। দুর্ভিভের পিছনে এসে উপস্থিত হল প্লেগ মহামারি। ১৮৯৬ সালে প্লেগ মহারমারি দেখা দিল মহারাষ্ট্রে। প্রথমে দেখা গিয়েছিল বোম্বাইতে। তারপরে সেটা পুণাতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। প্লেগের বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ল দক্ষিণ ভারত। রাজনৈতিক নেতারা পুণা ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। ধনী এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা মহারাষ্ট্র ত্যাগ করতে শুরু করলো। কিন্তু তিলক মহারাষ্ট্র ছেড়ে চলে গেলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রে থেকে নির্ভীক চিত্তে আর্তদের সেবা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি তখন মহারাষ্ট্রে বাসীদের অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হলেন। এদিকে প্লেগ সম্পর্কে সরকার নির্বিকার ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে যেসব জাহাজ ইউরোপে গিয়েছিল সেই সব জাহাজ ইউরোপের বন্দরে ঢুকতে দেওয়া হল না। প্লেগের আতঙ্ক ছড়িে. পড়তে শুরু করলো গোটা ইউরোপ জুড়ে। এই অবস্থায় সরকার ‘মহারাষ্ট্র ব্যধি আইন’ পাশ করলো। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্লেগ রোগকে বন্ধ করা। প্লেগ রোগীদের থেকে নিরোগদের পৃথক করার কাজ শুরু হয়ে গেল। যাদের রোগ হয়নি তাদেরকে নিরাপদে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে শুরু করে দিল সরকার। কিন্ত সরকারের এই আইন জনগণের ওপরে খড়্গের মতো নেমে আসতে শুরু করলো। এই আইন অনুসারে র‌্যাণ্ড সাহেব প্লেগ কমিশনার নিযুক্ত হয়ে মহারাষ্ট্রে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হৃদয়হীন নির্বুদ্ধিতাই বোম্বাই এবং পুণাতে বিভীষিকার সৃষ্টি করলো। রোগীদের থেকে নিরোগীদের পৃথক করতে গিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি হলো। বিনা কারণে পিতামাতার কাছ থেকে সন্তানকে, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে, পুত্রের কাছ থেকে বৃদ্ধ পিতামাতাকে নির্দয়ভাবে ছিনিয়ে অন্যত্র পাঠাতে শুরু করলো সরকার। বাড়ি তল্লাসির নাম করে গোরা সেনারা ঘরে ঢুকে লুটপাট করতে শুরু করে দিল। তারা অংসখ্য পরিবারের ঘরের বিছানা থেকে শুরু করে আসবাসপত্র পোড়াতে শুরু করে দিল। বহু স্ত্রীলোক লাঞ্ছিত হতে শুরু করলো। এইভাবে লুণ্ঠন, তাণ্ডব এবং ধ্বংসলীলা চলতে শুরু করলো মহারাষ্ট্রে। পথে ঘটে মৃতদেহের স্তুপাকার হয়ে গেল। তিলক সেই সময়ে সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্লেগ রোগকে রোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে একটি হাসপাতাল খুললেন। সেখানে প্লেগ রোদীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো। মহারাষ্ট্রের চিকিৎসকদের প্লেগ রোগ থেকে সবাই সুস্থ করে তোলার ডাক দিলেন। বহু চিকিৎসকরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহারাষ্টের প্লেগ রোগীদের চিকিৎসা করতে শুরু করে দিল। তিনি ‘কেশরী’ এবং ‘মারাঠা’ পত্রিকাতে মহারাষ্ট্রের প্লেগ নিয়ে লেখা লিখতে শুরু করে দিলেন। তিনি লাটসাবেহের কাছে এ ব্যাপারে চিঠি দিলেন। তিলক লিখলেন, “মনুষ্যরূপধারী যে মহামারী এখন নগরে রাজত্ব করছে, প্লেগের মহামারীও অনেক সহৃদয়।” কিন্তু র‌্যাণ্ডের আমানসিক কার্যকলাপ অবিরাম চলতে থাকলো। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা টাইমস অব ইণ্ডিয়া তিলক সম্পর্কে অপপ্রচার করতে শুরু করে দিল। তিলক যে ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাঁকে অবিলম্বে রাজদ্রোহী ঘোষণা করে দণ্ডিত করা উচিত, এই রকম কথা লিখতে এই পত্রিকা দ্বিধাবোধ করলো না। তিলকের বিরুদ্ধে ইংরেজি কাগজগুলি অবিরাম অপপ্রচার করতে শুরু করে দিল। অবশেষে প্লেগ রোগও ক্ষান্ত দিল না। তিনি এবারে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পুনা ত্যাগ করে সিংহগড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি তখনও জানতেন না যে তাঁর জীবন নাট্যে ভয়ঙ্কর এবং করুণ দৃশ্য উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিলক তাঁর সম্পদকীয়তে এবং প্রবন্ধে ব্রিটিশ সরকারের স্বরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন এংব দেশবাসীদের সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মহারাষ্টে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ মহামারী সময়ে অব্যবস্থা এবং অত্যাচার এবং সেই সময়ে ভিক্টোরিয়ার হীরক জন্ম জয়ন্তী পালন নিয়ে সরকার বিরোধী সমালোচনা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে সরকার বেশ অসুবিধায় পড়তে থাকে এবং সেই সময়ে সরকার তিলকে শত্রু বলে মনে করতে থাকে। (ক্রমশ)

ভারতীয় গোয়েন্দা দফতরকে শক্তিশালী করছে মোদি সরকার

ভারতের চারদিকে যেভাবে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত সরকার এখন আর নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারছে না। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। চিন, পাকিস্তান এর পাশাপাশি এখন আবার নতুন করে কানাডা সরকার ভারতের শত্রু দেশে পরিণত হওয়ার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আবারও ভারতের দিকে তাক করে বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছেন। যদিও ভারত বারবার সেই কথার জবাব দিয়েছে। তবুও কিন্তু ট্রুডো থেমে থাকছেন না। তিনি এবারও যে যেসব অভিযোগ তুলেছেন তার যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য। ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে আগে কথা হয়েছিল। ভারত থেকে তার কোনও জবাব পাওযা যায়নি। ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে যৌথভাবে কাজ করতে কানাডা সরকার উৎসাহী। কানাডার প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যকে ফেরাতে একেবারে ইচ্ছুক নন সেটা পরিস্কার। ভারত একে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো তাতে সন্তুষ্ট নন। যেভা‌ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো প্রকাশ্যে ভারতের সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে কানাডার সহেগ ভারতের মৈত্রী একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছাতে পারে বলে বুঝতে পারা যাচ্ছে। ভারত ইতিমধ্যে নিরাপত্তার বিষয় তুলে কানাডাবাসীদের ভিসা দেওয়া আপাতত স্থগিত রেখেছে। তবে যারা আগে ভিসা পেয়েছে তারা ভারতে আসতে পারে। এদিকে কানাডা সরকার সেখানকার বাসিন্দাদের ভারত সফর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে হরদীপ সিংহ নিজ্জর হত্যার পিছনে ভারতের হাত রয়েছে। নিজ্জর কানাডায় বসে খলিস্তান সংগঠনকে চাঙ্গা করতে শুরু করে দিয়েছিল। সে পাকিস্তানের আইএসআই এর সাথে হাত মিলিয়ে ভারতের মধ্যে অশান্তির বীজ বোপন করার চেষ্টা করতে থাকে। ভারতের কৃষক আন্দোলনেও খলিস্তানপন্থীরা সরকার বিরোধী উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছিল যার ফলে ভারতের রাজধানি দিল্লি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের উস্কানি দিয়েছিল খলিস্তানপন্থী নেতারা এবং তার সঙ্গে ছিল পাকিস্তানের আইএসআই গোয়েন্দারা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হামলার ছক কষতে শুরু করে দিয়েছিল হরদীপ। আশির দশকে একজন গুণ্ডা কীভাবে জঙ্গিতে পরিণত হলো সেই তথ্য তুলে ধরেছে ভারত সরকার। ১৯৯৬ সালে পাসপোর্ট জাল করে কানাডায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল হরদীপ। সেই সময়ে ট্রাক চালক হয়ে সে কাজ করতো। তার পরে সে পাকিস্তান থেকে অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। পাঞ্জাবের জলন্ধরের হরদীপ গুরনেক সিংহের তত্ত্বাবধানে থেকে আন্তর্জাতিক কুখ্যাত হয়ে যায়। কানাডা, চিন, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলো ক্রমশ ভারত বিরোধী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তাতে ভারতের নিরাপত্তা ক্রমশ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। সেই কারণে ভারত সরকার এখন গোয়েন্দা বিভাগকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইন্দিরা গান্ধির সময়ে রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস উইংকে শক্তিশালী করা শুরু হয়েছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি হত্যা হওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ‘র’কে আরও শক্তিশালী পাল্টা মার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে ‘র’ দুটো টিম তৈরি করেছিল। একটি হচ্ছে ‘টিম এক্স’ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘টিম জে’। প্রথমটির কাজ ছিল খলিস্তান মদতকারী পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দেওয়ার। আর দ্বিতীয়টির কাজ ছিল খলিস্তানপন্থীদের নিকেশ করে দেওয়ার। ভারতের মাটিতে খলিস্তানপন্থীদের জবাব লাহোর বা করাচির মাটিতে জবাব দেওয়া হতো। ভারত সরকার খলিস্তান টাইগার ফোর্স সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছিল। আর সেই নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা ছিল হরদীপ সিংহ নিজ্জর। ব্রিটিশ কলম্বিয়া গুরুদ্বারের সমানে নিজ্জরকে হত্যা করা হয়েছিল। তিন মাস পরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন যে কানাডার নাগরিক নিজ্জরকে খুন করেছে ভারতের এজেন্ট। কানাডার বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে ভারতীয় কূটনীতিক পবন কুমারকে ‘র’ এর স্টেশন চিফ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁকে কানাডা ছাড়তে বলা হয়েছে। পবন পাঞ্জাব পুলিশের দাবাং অফিসার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ভারত অবশ্য কানাডার কথাকে স্বীকার করেনি। এদিকে একের পর এক খলিস্তানপন্থী নেতারা খুন হতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটেনে, কানাডায় বা পাকিস্তানে। রহস্যজনকভাবে খুন হচ্ছে তারা। এখন সবাই জল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছে যে রাজীব গান্ধির মতো মোদি সরকার কি সত্যিকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ভারতের গোয়েন্দা বিভাগকে শক্তিশালী করবে। লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে ভারতের জাতীয় পতাকা খুলে নিয়েছিল খলিস্তানপন্থী অবতার সিং খাণ্ডা। এক মাসের মধ্যে তাকে বার্মিংহাম হাসপাতালে বিষক্রিয়া মৃত্যু হল। ২০২১ সালে মোহালিতে পাঞ্জাব পুলিশ দফতরে হামলাকারী নেতা হরবিন্দ সিংহ সান্ধু মারা গেল বিষক্রিয়ায়। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স বিমান ছিনতাই জড়িত জাহুর মিস্ত্রিকে কে বা কারা মেরে দিয়ে চলে গিয়েছিল। হিজবুল মুজাহিদিন কমাণ্ডার বসির আহমেদ পীরকে রাওয়ালপিণ্ডতে মেরে ফেলা হয়েছিল। এদিকে সবাই ভাবতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েলের মোসাদের মতো। ভারত সরকার এখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের মতো ভারতকে আত্মরক্ষা করতে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন শীর্ষ কর্তা বলেছেন যে কানাডায় নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারত জড়িত ছিল না। তবে ভারত তার আত্মরক্ষা করতে সদাই প্রস্তুত। সেখানে কোনও আপোষ করা হবে না।

পাঠকের চিঠি

সন্ত্রাসবাদকে দমন করে ভারত সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবে

বিদেশের মাটিতে বসে যদি কেউ বা কোনও সংগঠন বিনা বাধায় ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে থাকে তাহলে সেটা বিদেশের সরকার তার দায় এড়াতে পারে না। কানাডায় বসবাসকারী খলিস্তানপন্থী শিখ একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারত বিরোধী শক্তি, ভারত তাদের বাড়বাড়ন্ত কখনই সমর্থন করে না বা করবে না। কেন যে শিখ নেতা খুন হয়েছে তার দায় ভারতের ওপরে চাপিয়ে মূল বিষয় থেকে সকলের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কীভাবে একজন খুন হয়েছে তা প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু কানাডায় খলিস্তানপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত সকলের জানা। এসব বন্ধ করার জন্য কানাডা সরকারের তরফে কোন সদর্থক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার এই রকম অজুহাত দেখিয়ে কানাডা সরকারের তরফে বলা হচ্ছে সেখানকার নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রয়েছে কথা বলার এবং সংগঠন তৈরি করার। ভারত ভেঙে অন্য রাষ্ট্র তৈরি করার উদ্দেশ্যকে কখনই ভালো চোখে দেখা উচিত নয়। শুধু ভারত কেন কোনও দেশই এই দূরভিসন্ধিকে সমর্থন করবে না। খলিস্তানপন্থীরা কানাডায় বহাল তবিয়তে রয়েছে তাা এখন সবাই জানতে পেরে গিয়েছে। তাহলে কী তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে কানাডা সরকার এই রকম কথা উঠে আসতে শুরু করেছে সর্বত্র। কানাডা সরকার সন্ত্রাসবাদীদের দমন করার পরিবর্তে তাদেরকে কানাডার নাগরিক বলে নিরাপত্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে। নয়াদিল্লিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জি-২০ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব দেশ রুখে দাঁড়াবে। জি-২০ সম্মেলন শেষ হতে না হতেই ভারতে বিরুদ্ধে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন কানাডার প্রধানমমন্ত্রী একজন সন্ত্রাসবাদীর পক্ষ নিয়ে যা বিশ্বের সবার কাছে নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। দেশের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হতে পারে তা দেখার দায়িত্ব সব দেশের রয়েছে। ভারত দেশের নিরাপত্তার কথা ভাবতেই পারে সেটা কোনও রকমভাবে অপরাধ নয়। জঙ্গি নেতা ওসামা বিন লাদেনকে পাক আফগান সীমান্ত থেকে আমেরিকার নৌ সেনা কম্যাণ্ডোরা রাতের বেলায় লাদেনকে হত্যা করে তার মৃতদেহ ওয়াশিংটনে নিয়ে গিয়েছিল সবার অজান্তে। পাকিস্তান সরকার পর্যন্ত তা জানতে পারেনি। তার আগে আমেরিকা বারবার পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিল ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানে রয়েছে কিনা। পাকিস্তান আমেরিকাকে জানিয়েছিল লাদেন পাকিস্তানেই। পরে প্রমাণিত হল যে লাদেন পাকিস্তানের আশ্রয়ে আত্মপোগন করে ছিল পাক আফগান সীমান্তে। সেটা কেউ বলতে গেলে জানতোই না। মাত্র কয়েকজন পাক রাষ্ট্র এবং সামরিক নেতা ছাড়া বিষয়টা জানতো না।

শঙ্করলাল কর্মকার, জেলিয়াপাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০১২।

হেরিটেজ ঃ ঘুঘুডাঙা জমিদার বাড়ি

ঘুঘুডাঙ্গা জমিদার বাড়ি দিনাজপুরের পূর্ণভোবা নদীর তীরে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে পাক সেনারা সেটাকে ধ্বংস করে দেয়। কোটিবর্ষ শহর যেখানে সেখানে গুপ্তপালেব প্রশাসনিক কার্যালয় ছিল। মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করার পর প্রথমে লখনউতে শহর স্থাপন করেন। তারপরে তিনি শহর দেবকোট স্থাপন করেছিলেন। তিনি তিব্বত অভিযান করে ফিরে এসে দেবকোটে মারা যান। ঘুঘুডাঙার জমিদারি থেকে বছরে ইংরেজ সরকার এক লাখ টাকা ইজারা ভাড়া পেত। ঘুঘুডাঙা জমিদারি ১১টি থানা নিয়ে গঠিত ছিল। জমিদার বাড়িটি ইন্দো সারাসেনিক রিভাইভাল স্থাপত্যের শৈলীতে নির্মাণ করা। ১৯৭১ সালের আগে ঘুঘুডাঙার রাজ্যের কিছু জিনিস বাংলাদেশের মিউজিয়ামে রাখা রয়েছে। সেখানে ঘুঘুডাঙার সোনার চেয়ারও রয়েছে। ১০১ গ্রামের সোনার কই মাছও রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাক সেনারা জমিদারি জিনিস লুট করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ঘুঘুডাঙা ভারতের মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইন তৈরি হওয়ার ফলে জমিদারী প্রথা ক্রমশ লুপ্ত হতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সহযোগিতা করার জন্য পাক সেনারা বোমা মেরে প্রসাদকে ধ্বংক করে দেয়। ঘুঘুডাঙার জমিদার ছিলেন নবীর মহম্মদ। তিনি কলকাতার চিৎপুরে চালের ব্যবসা করতেন। তাঁর পুত্র ফুল মহম্মদ চৌধুরী সম্পত্তির বৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই পরিবারের সদস্য মঈনুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

জতুগৃহ দুর্গাপুরে তিমিরে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?' এডিডিএ ভবন পুড়তেই ফায়ার অডিটের তোড়জোড় শুরু করেছে দুর্গাপুর দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভবন তথা আদালত ভবনের। একইরকমভাবে ওই ভবনের অগ্নিনির্বাপক কোন ব্যবস্থাই নেই। শুধু তাই নয়, ভবনটির জরাজীর্ন দশায় আতঙ্কিত আদালতের উকিলবাবুরা। প্রসঙ্গত, গত সোমবার গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে খাক দুর্গাপুরের আসানসোল- দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ ভবন (এডিডিএ)। বিধ্বংসী ওই অগিকান্ডে শোরগোল পড়ছে গোটা শিল্পশহরজুড়ে। তেমনই বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে। আগুনের লেলিহান শিখায় গ্রাস করল এডিডিএ ভবনের গোটা তৃতীয়তল। পুড়ে খাক পর্ষদের ভুমি, পরিকল্পনা ও সিস্টেম বিভাগ। দমকলের ১২ টি ইঞ্জিন প্রায় ৮ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্বে আনে। ওই ঘটনার পর শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারে আরও দুই প্রশাসনিক ভবনের অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যার একটি আদালত ভবন অর্থাৎ মহকুমা শাসকের কার্যালয়। যেটি প্রশাসনিক ভবন-২ ও অপরটি এডিডিএ বিল্ডিংয়ের সামনে প্রশাসনিক ভবন-৩। সবক'টি প্রশাসনিক ভবনই এডিডিএ-র। এছাড়াও চারতলার ওই আদালত বিল্ডিংয়ে রয়েছে অতিরিক্ত পরিবহন দফতর, ট্রেজারি, ডাকঘরের মত গুরুত্বপূর্ন অফিস। আদলতের নতুন ভবন নির্মানের কাজ প্রায় শেষ। পুরোনো ভবনে ৯ টি বিভাগ চলে। স্বাভাবিক ভাবে প্রচুর জনসমাগম হয়। জানা গেছে, আদালতের ১১০০ নথিভুক্ত আইনজীবি রয়েছেন। এছাড়াও ল-ক্লার্ক ও অন্যান্য কর্মী রয়েছেন। দৈনিক হাজার ৩-৪ হাজার লোক যাওয়া আসা করেন। সত্তরের দশকে তৈরী হওয়া ওই বিল্ডিংটি বর্তমানে জরাজীর্ন অবস্থায়। খসে পড়ছে কংক্রিটের চাঙড়া। দেওয়াল বেয়ে উঠছে আগাছার জঙ্গল। বিল্ডিংয়ে ভাঙাচোরা দাহ্য সামগ্রীর পাহাড় হয়ে রয়েছে। এককথায় জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, বিল্ডিং অগ্নিনির্বাপন কোন ব্যাবস্থা নেই। দুর্গাপুর বার অ্যাশোসিয়েশনের সম্পাদক অনুপম মুখোপাধ্যায় বলেন, বিল্ডিংয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। আগুন লাগলে ক্ষয়ক্ষতি হবে। মামলার রেকর্ড হয়তো সবই পুড়ে নষ্ট হবে। আমরা জানিয়েছি নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ দ্রুত শেষ করে সেখানে স্থানান্তরিত করার জন্য। একইরকম অবস্থা প্রশাসনিক ভবন-৩। যেখানে অতিরিক্ত শ্রম দফতর, আঞ্চলিক বিদ্যুত দফতর, মহকুমা ভূমি রাজস্ব দফতর, অতিরিক্ত জেলা শিক্ষা দফতর, পর্যটন দফতর ছাড়াও নিচের তলায় ব্যাবসায়িক একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একইরকমভাবে বিল্ডিংটিতে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা তথৈবচ। আশপাশে তেমন জলের রিজারভারও নেই। আর তাতেই উঠছে প্রশ্ন। যেসমস্ত সরকারি অফিস থেকে সাধারন মানুষের পরিষেবা গুরুত্বপূর্ন নথি মজুত থাকে। সেরকম বিল্ডিংয়ের অগ্নিনির্বাক ব্যাবস্থা মুখ থুবড়ো। প্রশ্ন, এরকম প্রশাসনিক ভাবনে দিনদুপুরে অগ্নিকান্ডের মত বিপর্যয় ঘটলে প্রাণহানিরও আশঙ্কা থেকে যায়। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই জানান, সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় রাজ্য সরকার সম্পূর্ন ব্যর্থ। সিন্ডিকেট, কাটমানিতে ব্যাস্ত। রাজ্য সরকারের সব দফতরই দুর্নীতির আতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। ই-অফিস তৈরীতে গাফিলাতি রয়েছে। প্রশ্ন, এধরনের বিল্ডিংয়ের ফায়ার সেফটি মনিটারিংয়ের দায়িত্ব দমকল বিভাগের। দুর্গাপুর দমকল ওসি সৌভিক চট্টোপাধ্যায় বলেন, রুটিন ফায়ার অডিট হয়। নোটিশও করা হয়। প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা রাখার জন্য বলা হয়। দমকল সূত্রে জানা গেছে, বহুতল আবাসনে আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভার। প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পর্যাপ্ত রাস্তা। অগ্নিনির্বাক ব্যাবস্থা মজুত রাখা। এয়ার টাইট ঘর হলে, স্প্রিংলার অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা রাখা জরুরি। বহুতল আবাসন কিম্বা যেকোন কমার্শিয়াল কিম্বা যেকোন বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা যথাযথ না থাকলে আন্ডার সেকশন ৩৫ ধারায় মামলা দায়ের হয়। ব্যাবসায়িক লাইসেন্স বাতিল করা হয়। এমনকি ওই বিল্ডিং বন্ধ করা হয়। ফায়ার সেফটির ঘাটতি ধরা পড়লে ৫ বছর পর্যন্ত হাজতবাসও হতে পারে। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আদালত ভবন নতুন নির্মানের কাজ প্রায় শেষের মুখে। পুরোনো বিল্ডিং ড্যামেজ হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই নতুন ভাবনে সব স্থানান্তরিত হবে। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, দ্রুত ফায়ার সেফটি অডিট করানো হবে। নতুন বিল্ডিং তৈরী হয়ে গেছে। সেখানে অগ্নিনির্বাপক ব্যাবস্থা পর্যাপ্ত রাখা হয়েছে। আদালত ও প্রশাসনিক অফিস খুব তাড়াতাড়ি নতুন বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত করা হবে। এদিকে দুর্গাপুরে নগরায়ন বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বহুতল আবাসন। পাঁচতলা থেকে পনেরো তলা। বহুতল বাড়লেও প্রযুক্তির যুগে শহরের দমকলের পরিকাঠামো এখনও সেই মাটিতেই। ওইসব বহুতলে অগ্নিকান্ড ঘটলে, সেই নেভাতে যেমন বিপাকে পড়তে হবে দমকল বাহিনীকে। তেমনই দুর্গতদের উদ্ধার করতে গিয়েও দুর্ভোগে পড়তে হবে উদ্ধারকারীদের। দুর্গাপুর দমকল সূত্রে জানা গেছে, দমকলের ৫ টি ইঞ্জিন রয়েছে। যার মধ্যে ১ টি ১২ হাজার লিটারের, ১টি ৯ হাজার লিটার ও ৩ টি ৩ হাজার লিটারের। সব কটা জলপূর্ন ইঞ্জিন এসেও এডিডিএ অগ্নিকান্ডে জলের টান পড়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই পর্যাপ্ত জল মজুত করা ইঞ্জিন জরুরী ছিল। এছাড়াও পর্যাপ্ত দমকলকর্মী নেই। দুর্গাপুর দমকল কেন্দ্রে দমকল ইঞ্জিনের নিরিখে ২২ জন কর্মী থাকা দরকার। অথচ রয়েছে ১৩ জন। তার মধ্যেও আবার ৬ জনকে অন্যত্র শিফটিংয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ কর্মী সবসময় থাকে ৭ জন। স্বাভাবিকভাবে বড় দুর্ঘটনা ঘটলে সমস্যা পড়তে হয় দমকল কর্মীদের। সব থেকে বড় সমস্যা এরিয়াল ল্যাডারের। যেটা দিয়ে বহুতল আবাসনে আগুন নেভানো থেকে উঁচুতলায় দুর্গতদের উদ্ধারে সহজ হয় দমকলকর্মীদের। যেটা দুর্গাপুর দমকল কেন্দ্রে নেই। এছাড়াও অথচ শহরে বহুতল বিল্ডিং দেদার রয়েছে। দুর্গাপুর পলাশডিহা, সিটিসেন্টার, রাঁচি কলোনী, মুচিপাড়া, বিধাননগর এলাকা ছাড়াও আড়া, বামুনাড়া এলাকায় রয়েছে একাধিক ১০ তলার আবাসন। সম্প্রতি শহরে একটি ১৮ তলার আবাসন তৈরী অনুমোদনও দিয়েছে এডিডিএ। আর প্রশ্ন এখানেই, বহুতল গড়ে উঠলেও পরিকাঠামোগত উন্নতি সেভাবে শহরের দমকলকেন্দ্র হয়নি। আর প্রশ্ন এখানেই। নিজেদের পরিকাঠামো উন্নয়ন না করে বহুতল আবাসনের ছাড়পত্র কি ভাবে দেওয়া হয়? দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন, রাজ্য সরকার দমকলের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যর্থ।

ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের অধীন চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা-২০২২ এর কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার এবং শংসাপত্র প্রদান করা হল। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া অঞ্চলের অধীন ধুলিয়াপুর বৃত্তি পরীক্ষা সেন্টার কমিটির তরফে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধুলিয়াপুর পল্লিশ্রী বানী মন্দিরে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তরফে ২০২২ সালে চতুর্থ শ্রেনীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। ধুলিয়াপুর বৃত্তি পরীক্ষা কমিটির তরফে এই সেন্টারে পরীক্ষা দেওয়া কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের এদিন পুরস্কার ও সংশাপত্র প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধুলিয়াপুর বৃত্তি পরীক্ষা সেন্টার কমিটির অন্যতম সদস্য তথা প্রাক্তন শিক্ষক অমল কুমার ঘোড়াই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির পাঁশকুড়া অঞ্চল সভাপতি তপন কুমার জানা, প্রাক্তন শিক্ষক সুনীল জানা, শিক্ষক বিশ্বজিৎ রাউৎ ও ধুলিয়াপুর বৃত্তি পরীক্ষা সেন্টার কমিটির সদস্য শ্যামপদ ডগরা, মধুসদন মাইতি, মুরলী মোহন মাইতি, নিত্যানন্দ ঘড়া প্রমুখ। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অসংখ্য অভিভাকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এদিন শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বর্তমান ভূমিকা ও শিক্ষার উন্নয়নে কি কি বিষয় পাথেয় হতে পারে তা নিয়ে বক্তারা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

ভারী বৃষ্টির জেরে রাস্তা ভাঙল দার্জিলিংয়ে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোর মুখে বাংলার জেলায় দুর্যোগের মেঘ দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে ভারী বৃষ্টি। মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিংলিং, কালিম্পং-সহ নানা জেলায় নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের নানা এলাকা। টানা বৃষ্টির জেরে দার্জিলিংয়ের শ্বেতিঝোরার রাস্তার বড় ধস নেমেছে। তাই বন্ধ করে দিতে হয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। শিলিগুড়ি থেকে সিকিম-কালিম্পং পৌঁছতে ট্রেনগুলিকে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। বানভাসী পরিস্থিতিতে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কারণ আর যদি বৃষ্টি বাড়ে তাহলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে। জলস্তর ইতিমধ্যেই বাড়ছে ডুয়ার্সের নদীগুলিতে। আত্রেয়ী নদীতে জল বৃদ্ধি পাওয়ায় জলমগ্ন বালুরঘাট। সকাল থেকে নাগাড়ে বৃষ্টি লেগেই রয়েছে উত্তরবঙ্গে। পাহাড় ও সমতলে লাগাতার বৃষ্টি চলছে। তাই জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর। এদিকে দার্জিলিংয়ের শ্বেতিঝোরার রাস্তার বড় অংশ ভেঙে গিয়েছে। রবিবার তা দেখে রীতিমত চমকে উঠছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনার জেরে সেখানে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘুরপথে যেতে হচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। এমনকী শ্বেতিঝোরার রাস্তা ভেঙে আজ তিস্তা নদীতে পড়ে গেল একটি গাড়ি। তিস্তা নদীতে নেমে উদ্ধারকারী দল দু'জনের একজনকে উদ্ধার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দুদিন ধরে সিকিম পাহাড়ে এবং সমতলেও নাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। যার জেরে ফুলে উঠেছে তিস্তা নদী। তিস্তার গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১ হাজার ৭৫৯ দশমিক ৯৮ কিউসেক জল ছাড়ায় জলস্তর আরও বেড়ে গিয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের একাধিক রাস্তা খারাপ হয়ে পড়েছে। মালদায় সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও এখন হাঁটু সমান জল, আবার কোথাও কোমর সমান জল নিয়ে কাটাতে হচ্ছে জীবন। নেতাজি মার্কেটে, চিত্তরঞ্জন মার্কেট সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গিয়েছে।

ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্তে উদ্বেগ জেলাজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁকুড়া জেলাজুড়ে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্তে সর্ব স্তরে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে জেলায় এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৭৭। এরমধ্যে বাঁকুড়া পৌর এলাকায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশী। স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধীরা নিশানা করেছেন পৌর প্রশাসনকে। অভিযোগ, তাদের উদাসীনতার কারণেই ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত। বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রীশেখর দানা তীব্র সমালোচনা করে বলেন, পৌরসভা ডেঙ্গু মোকাবিলায় সম্পূর্ন ভাবে ব্যর্থ। এলাকার নর্দমা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। ফলে নর্দমার জল জমে থাকছে এবং এই জমা জলে মশার লার্ভা জন্মাচ্ছে। তার অভিযোগ পুর এলাকার পাশাপাশি প্রতিটি ব্লক থেকে ডেঙ্গুর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার খবরেও তা দমন করার উদ্যোগ সেভাবে চোখে পড়ছে না। আসলে পুর প্রশাসন থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েত গুলিও উদাসীন। তারা কেবল কল্পিত উন্নয়ন নিয়েই মশগুল। জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অরূপ ব্যানার্জি বলেন, পৌরসভার সময় কোথায় এসব পর্যবেক্ষণ করার। তারা নিজেদের ঢাক পেটাতেই ব্যস্ত। বিরোধীদের এই সব অভিযোগের জবাবে পৌরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার বলেন, আমাদের প্রত্যেক কাউন্সিলর প্রতিটি ওয়ার্ডে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। তারা পুর নাগরিকদের সচেতন করছেন। তবু কিছু এলাকার মানুষ এখনও সচেতন হচ্ছে না। তবে পুরকর্মীরা ডেঙ্গু মোকাবিলায় নিরলস ভাবে কাজ করছেন। বিরোধীদের কাজই হলো সমালোচনা করা। এদিকে ডেঙ্গুর মারাত্মক প্রভাব সম্বন্ধে সতর্ক বার্তা শুনিয়েছেন ক্ষুদে পড়ুয়ারা। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের চাতরী নিম্ন বুনিয়াদী আবাসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক উত্তম মন্ডল জানান, ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাচ্ছেন এডিস মশা হচ্ছে ডেঙ্গুর বাহক। আর এই এডিস মশার জন্ম হয় পরিষ্কার জমা জলে। তাই বাড়িতে বা বাড়ির আশপাশে যাতে জল জমে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাড়ি সংলগ্ন ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা, রাতে মশারি ছাড়া না ঘুমানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করছে পড়ুয়ারা বলে জানান।

পানীয় জল সঙ্কট

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন পথ চলতি মানুষ থেকে দোকানদাররা। কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের রথতলায় ট্যাপকল তুলে দেওয়ায় চরম পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। পাঁচ মাস আগে কালনা ২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার চৌরাশিয়াকে লিখিতভাবে জানালেও আজও পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি বলে জানান রথতলার চায়ের দোকানদার বিজন বসু। তিনি বলেন, বারে বারে বিডিও সহ বিভিন্ন স্তরে জানানো হয়েছে কিন্তু কোন কিছু হয়নি। যে টিউবওয়েল গুলি আছে সেগুলিও বিকল। তাই জল না পেয়ে আমাদের চরম সমস্যার মধ্য পড়তে হচ্ছে। বৈদ্যপুর রথতলা মার্কেটার বই বিক্রেতা সুভাষ ঘোষ বলেন, আমার বাড়ি হুগলি জেলার রায়জামনা পঞ্চায়েতের ইনছুড়া কালীবাড়ী থেকে চার পাঁচ কিলোমিটার দূরে। বাড়ি থেকে জল বয়ে নিয়ে এসে খেতে হয়। ছ'মাস আগে পিএইচই-র দপ্তর থেকে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার সময় রাস্তার ধারে যে সমস্ত ট্যাপ কল ছিল সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে চরম সমস্যায় পথ চলতি মানুষ থেকে দোকানদাররা। এই বিষয়ে কালনা ২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার চৌরাসিয়া আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্যাপ কলের পয়েন্ট করে দেওয়া হবে। ৬ মাস কেটে গেছে কোন কলের পয়েন্ট হয়নি। কবে কলের পয়েন্ট হয় সেই দিকেই তাকিয়ে সবাই।

রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তা না জলজমি বোঝা দায়। আড়াই কিলোমিটার রাস্তা যাতায়াতে প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় পথচারীদের। পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার বহু প্রাচীন প্রাথমিক বিদ্যালয় কৃষ্ণদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল ১৯০৫ সালে। তখন এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে বলা হত টোল। পুরাতন সেই টোল আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে ১৯৬০ সালের পর থেকে। এই স্কুলের সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ যেমন হেঁটে গিয়েছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছেন। মহাপুরুষদের পায়ে হাঁটা সেই ঐতিহ্যবাহী রাস্তা আজ নেই বললেই চলে। কাদা আর কাদা, জল আর জল। পিচ রাস্তা থেকে কৃষ্ণদেবপুর বাজার থেকে পুরাতন হাটতলা মোট আড়াই কিলোমিটার রাস্তা। ভালো করে না দেখলে বোঝাই যাবে না এটা জলাজমি না রাস্তা! প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ২২০ জন। কাদাতে এতটাই খারাপ অবস্থা স্কুলে আসতে ভয় পাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুলে এলে পিছলে গিয়ে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অভিভাবকরা সমস্যায় পড়েছেন। টোটো চালকরা টোটো নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। সেই কারণেই টোটো চালকরা ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন এলাকার সকলে। বহুবার বিডিওকে দরবার করেও কোন লাভ হয়নি।.এলাকার জনপ্রতিনিধিকে বারবার বলেও লাভ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ সবাই।

কুনুর ব্রীজ সংস্কার বন্ধ থাকবে সড়ক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুরে কুনুর ব্রীজ মেরামতের কাজে পাঁচদিন যান চলাচল বন্ধ থাকবে পানাগড়-ইলামবাজার রাজ্য সড়ক। এমনই নির্দেশিকা দিয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পানাগড়-ইলামবাজার ১৪ নং রাজ্য সড়কের ওপর কুনুর সেতু। লোহার পাত দিয়ে কোনভাবে ঠেকানো রয়েছে। আর তার ওপর দিয়ে চলছে বালি ও পাথার বোঝাই ভারী যানবাহন। তাতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে ওই সেতু। অবশেষে ওই দুর্বল সেতু সংস্কারের উদ্যোগ নিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। সংস্কারের জন্য পাঁচদিন কুনুর সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ওই সেতুর ওপর দিয়ে আগামী ২৬ সেপ্টম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর যান চলাচল বন্ধ থাকবে। আর তাতেই ধন্দে পড়েছে শিল্পাঞ্চলবাসী। গুরুত্বপূর্ন ওই সড়কটি দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার অন্যতম সড়ক। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদগামী সরকারি বেসরকারী বাস যাতায়াত যেমন করে, তেমনই পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ন সড়ক। তবে পণ্য পরিবহনের ও ছোট গাড়ী যাতায়াতের বিকল্প রুট আপাতত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা গামী বাস, ছোট গাড়ী ইলামবাজারের পর ১১ মাইল মোড় থেকে গুসকরা রুট এনএইচ-২বি ধরে বর্ধমান নবাবহাটের কাছে ১৯ জাতীয় সড়কে উঠবে। এবং পণ্য পরিবাহী গাড়ী এনএইচ-৬০ রুটে দুবরাজপুর, ভীমগড়, পান্ডবেশ্বর দিয়ে রানীগঞ্জ পাঞ্জাবী মোড়ে ১৯ নং জাতীয় সড়কে উঠবে। এছাড়াও দুর্গাপুর থেকে মুচিপাড়া-শিবপুর রোড দিয়ে মলানদীঘি থেকে রঘুনাথপুর মোড়ে উঠবে। আবার একইরকমভাবে ইলামবাজারের পর রঘুনাথপুর মোড় দিয়ে মলানদীঘি দিয়ে দুর্গাপুর মুচিপাড়ায় জাতীয় সড়কে উঠবে। এসিপি ট্রাফিক তুহিন চৌধুরী বলেন, ২৬-৩০ সেপ্টম্বর কুনুর ব্রীজ যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় মোড়গুলিতে ট্রাফিক ব্যাবস্থা থাকবে।

সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী এক বিএসএফ আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তের চকগোপাল বিওপিতে নিজের সার্ভিস রিভলবার দিয়ে বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন বিএসএফ আধিকারিক! শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বিএসএফ আধিকারিকের নাম ওমপ্রকাশ মীনা (৪৮)। বাড়ি রাজস্থানে। তিনি বিএসএফের ১৩৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের সাব-ইনস্পেকটর পদে নিযুক্ত ছিলেন। চকগোপাল বিওপিতে কর্তব্যরত ছিলেন তিনি। নিজের কাছে থাকা সার্ভিস রিভলভার দিয়ে নিজের বুকে পরপর চার রাউন্ড গুলি চালান ওই আধিকারিক। গুলির আওয়াজ পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সহকর্মীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, বিএসএফের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই বিএসএফ আধিকারিক। ঘটনার তদন্ত চলছে। রবিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পাঠানো হবে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ইতিহাসকে আশ্রয় করে এখনও জীবিত

কালিকাপুর জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজো

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ জঙ্গলে ঘেরা কালিকাপুর জমিদারবাড়ির আকর্ষণে এ বাড়িতে ছবি শুটিং হয়েছে। গয়নার বাক্স, গুপ্তধন রহস্য ইত্যাদি ছবির শুটিংও হয়েছে এখানে। এছাড়া মৃণাল সেন পরিচালিত নাসিরুদ্দিন শাহ ও শাবানা আজমি অভিনীত 'খন্ডহর' সিনেমার শুটিং হয়েছে কালিকাপুরের এই জমিদারবাড়িতেই। কিন্তু পুজোর সময়ে বদলে যায় এর আদল। পুজোর ১৫ দিন আগে কৃষ্ণনবমীতে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ঘটে জল ভরে আনার পর শুরু হয় দেবীর বোধন, আজও ঐতিহ্য মেনে নিষ্ঠা ভরে কালিকাপুর জমিদার বাড়িতে পূজিতা হন দেবী। প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো কালিকাপুর জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। এই পুজো এলাকায় সাত ভাইয়ের পুজো নামেই খ্যাত। বর্ধমান শহর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরত্বে কালিকাপুর জমিদারবাড়ি। দুর্গাপুর থেকে দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। ৩৫০ বছরের পুরনো এই বাড়ির প্রতিটি ইট-পাথরে কান পাতলে শোনা যায় পুরনো দিনের ইতিহাস। পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের কালিকাপুর জমিদারবাড়ির পুজোর ইতিহাস সুপ্রাচীন। ৪০০ বছর আগে বর্ধমান রাজার দেওয়ান ছিলেন পরমানন্দ রায়। তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার সুবাদে তাঁর হাতে আসে কাঁকসার একটি বিরাট অংশের জমিদারিত্ব। ঘন জঙ্গল কেটে তৈরি হয় বসতবাড়ি। তৈরি হয় পুকুর, বাগান, দুর্গামন্দির। পরমানন্দ রায় তাঁর সাত পুত্রের জন্য তৈরি করেন সাতমহলা প্রাসাদ, যা কালিকাপুর জমিদারবাড়ি বলে খ্যাত। অনেকে বলেন রাজবাড়ি। সাতভাই একসঙ্গে পুজো করতেন বলে এই পুজো সাতভাইয়ের পুজো নামেই এলাকায় বেশি পরিচিত। তিন দিকে ঘেরা একটি আটচালা মণ্ডপ। অতীতের জৌলুসে কিছুটা ধুলো জমলেও রীতিনীতি রয়ে গিয়েছে একই রকম। পুজোর ১৫ দিন আগে কৃষ্ণনবমী তিথিতে বলি দিয়ে দেবীর বোধন হয়। এছাড়াও, সপ্তমী ও অষ্টমী ও নবমীতে ছাগ বলি হয়। অনেক আগে নবমীর দিন মহিষ বলি হত। বর্তমানে সেই রীতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বোধনে দোলা করে পুকুর থেকে ঘটে করে জল আনা হয়। মন্দিরে নিত্য সেবা হয় মায়ের। পুজোর সময় আগে ভিয়েন বসত। দেশ-বিদেশের অতিথি সহ বর্ধমান রাজ পরিবারের সদস্যরাও আসতেন পুজোতে। পুজোর ক'দিন পালাগান ও যাত্রাপালার আসরে সরগরম থাকত গোটা এলাকা। গোটা গ্রামের মানুষের আনাগোনা ছিল জমিদারবাড়িতে। সকলের জন্য থাকতো অন্নকূট-এর আয়োজন। এখন সেই আয়োজনের জাঁকজমক কমলেও নিষ্ঠায় কোনও ঘাটতি পড়েনি। পুজোর সময় সব বংশধরই একত্রিত হন জমিদারবাড়ি চত্বরে। এখনও পুজোর ক'দিন মায়ের দালানে ভিড় জমান গোটা গ্রামের মানুষ। ইতিহাসের বহু স্মৃতি আঁকড়ে আজও দাড়িয়ে আছে কালিকাপুর জমিদারবাড়ি। এ বাড়ি আজও যেনো চুপিচুপি বলে চলে তার অতীত ইতিহাস।

আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাচীন মায়াপুর ষষ্ঠ লেন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত যুবকের নাম রাজেশ দাস (৩৩)। রবিবার দুপুরে যুবকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত যুবক পেশায় টোটো চালক ছিলেন। দীর্ঘদিন মদ্যপানে আসক্তির ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছিল ওই যুবক। শনিবার সকালে টোটো নিয়ে বেরিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরে আসে। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলেও সে ঘর থেকে না বের হওয়ায় সন্দেহ হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। পরিবারের লোকেরা জানালা দিয়ে দেখে ঘরের সিলিং ফ্যানে ঝুলছে রাজেশ দাসের দেহ। পরে পরিবারের লোকেরা দরজা ভেঙে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যান নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে রাজেশকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দুপুরে দেহটি ময়না তদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। সামগ্রিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF)
Dist-Purulia
Memo No.-96/HGP Dated-22/09/2023
NOTICE INVITING e-TENDER
No.- NIT 5(4)/2023-24/HGP

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the 4(Four) Nos. different works.Documents download Start **from 25/09/2023 at 11am to 03/10/2023 at 5pm.** Bid Submission Start **from 25/09/2023 at 11 am to 03/10/2023 at 5pm.** Bid Opening Date (Technical) **05.10.2023 at 12 Noon.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Purulia II Panchayat Samity
Vill+PO Golamara, Dist-Purulia
Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan , Golamara Gram Panchayat , Purulia-II Dev. Block. **NIT No.003/GGP/2023-24, dated 22/09/2023.** For further details see the E-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**

TENDER NOTICE
(NIT No.: 004/GGP/2023-24 Date: 26/09/2023)

Sealed tenders are invited from the contractor/supplier for various works of Golamara GP area under Purulia-II Panchayat Samity. Date of Sale of Tender Form on any working day **from 26/09/2023 to 10/10/2023 (11 am to 1:00 pm).** Last date of Sale of Tender Form & dropping of sealed tender form: **10/10/2023 till 1:00 pm.** Date of Opening of Tender: **10/10/2023 at 1:30 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working day.

Sd/- Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia -II Panchayat Samity
Vill+PO-Golamara, Dist-Purulia

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **E.E. (WS)/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works:

1. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/117/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Restoration of 1.1KV Grade Power Network of Air Blower System along with its junction box connected with LT Panel under New Palta, IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **3,59,517.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Time of Completion: **35 days**.
2. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/118/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Refurbishment of the power supply corridor attached with the CCTV System in between Intake-2 and Pressure-2 at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **4,53,842.00.** Earnest Money: ₹ **9,500.00**. Time of Completion: **60 days**.
3. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/120/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Renovation of the non return valves attach with dismantling joint assembly connected at delevery end of Eastern Side HT Pumps under new Palta, IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **4,57,196.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **35 days**.
4. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/121/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Development of the air vent premises adjacent to the intake station no.-3 and Avert Water Logged Situation at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,53,596.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **45 days**.
5. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/123/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Restoration of barricade of Holy Mazar and Labour Quarter premises adjacent river Hoogly at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **3,28,512.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Time of Completion: **30 days**.
6. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/124/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Rebuilding of the damaged roof with supporting structure, subsided A.S. floor and wooden doors/Windows etc. of the labour hut qtr. no. C1/36 near Santi Colony, IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **3,01,896.00.** Earnest Money: ₹ **6,200.00**. Time of Completion: **30 days**.
7. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/125/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Maintenance of the kitchen and wash rooms cum toilet of the conference room building by regular cleaning of deposited SCUM/DUST etc. at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **2,61,889.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **45 days**.
8. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/126/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Development of the Children Park premises with playing equipments to keep safe & healthy ambiance at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,56,391.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **45 days**.
9. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/129/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Improvement of the peripheral water logged drains/pits and common utilities of C-type labour quarters at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,58,809.00.** Earnest Money:₹ **6,000.00**. Time of Completion: **45 days**.
10. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/113/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Development of the air breeding premises at the Southern Alignent of the old intake station, IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,74,819.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **80 days**.
11. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/114/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Enhancement of the plant water distribution originating point of 60" main and air breeding areas of the 2x54" river water main of 100MGD Clarifier Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,45,890.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time of Completion: **90 days**.
12. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/115/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Maintenance of the surrounding areas of the security watch tower no.-15 and ALUM Godown No.-3, IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,44,626.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time of Completion: **90 days**.
13. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/116/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Augmentation of the Eastern Alignment of PST-2 Embankment to facilitate the Coagulant Mixing Activities at PST-2 Mouth at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,41,353.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time of Completion: **90 days**.
14. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/122/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Improvement of the Peripheral Surface Drain, Latrine & common utilities premises of the security barrack no-5 to Maintain Hygienic Ambiance at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,56,731.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **45 days**.
15. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/127/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Upliftment of area around school barrack near gate no.-2 by cutting and removal of unwanted bushes at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,20,834.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time of Completion: **90 days**.
16. NIET No.: **KMC/EE/IGWTP/128/23-24, Dt.: 21.09.2023** Name of work: **Maintenance of the 64" flowmeter approach areas along Western Alignment of PST-1 upto the end stretch of NST at IGWTP.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC):₹ **2,36,027.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Time of Completion: **90 days**. Cost of Tender & Tender Documents: **Nil** (for Sl.No. 1 to 16). Last Date and Time of online submission of Tender: **16.10.2023 up to 1 p.m.** (for Sl.No. 1 to 16). For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 16). Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **E. E. (Civil), Br-X, KMC** invites percentage rate tenders in two bid system for the following works:

1. NIT No.: **X/091/010/2023-2024/BUSTEE** Name of work: **Maintenance of sanitary latrines slum areas at Bosepukur near Pre.No. 88A/8 and different places in Ward No.-91, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS):₹ **1,21,237.65.** Earnest Money: ₹ **2,430.00**. Time of Completion: **30 days**.
2. NIT No.: **EEC/BX/096/014/2023-2024/R** Name of work: **Maintenance of asphaltum road by laying hot asph mix near premises no. C/8 Bapujinagar, A/74/1 Baghajatin Road etc. in Ward No.-96, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS):₹ **2,94,026.52.** Earnest Money: ₹ **5,890.00**. Time of Completion: **45 days**.
3. NIT No.: **EEC/BX/094/015/2023-2024/R** Name of work: **Painting on iron railing of footpath and median strip at Uday Sankar Sarani from Lord's More to 234 bus terminal in Ward No.-94, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS):₹ **1,30,209.20.** Earnest Money: ₹ **2,605.00**. Time of Completion: **60 days**.
4. NIT No.: **X/096/020/2023-2024/R** Name of work: **Painting on iron road railing from 8B Bus Stand to Ganguly Bagan along Raja S.C. Mullick Road in Ward No.-96, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS):₹ **1,76,925.74.** Earnest Money: ₹ **3,540.00**. Time of Completion: **120 days**.
5. NIT No.: **X/095/012/2023-2024/R** Name of work: **Painting on kerb at different location of Ward No.-95, Br-X.** Estimated Value (Incl. GST & CESS):₹ **1,99,572.22.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Time of Completion: **45 days**.
6. NIT No.: **EEC/BX/093/029/2023-2024/R** Name of work: **Maint.** Estimated Value (Incl. GST & CESS):₹ **2,06,910.45.** Earnest Money: ₹ **4,138.00**. Time of Completion: **120 days**. Last date and time of submission of Bid: **09.10.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 5) & **07.10.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 6). Date and time of opening of bid: **11.10.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 5) & **10.10.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 6). The bid forms and other details are available on and from **27.09.2023 (from 5 p.m.)** (for Sl.No. 1 to 5) & **26.09.2023 (from 5 p.m.)** (for Sl.No. 6) for website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 6).

786/23-24

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা ও সচেতনতা

দুরন্ত বার্তা ঃ বর্ষায় চারপাশ জল থইথই। এই সময়টা মশার বেড়ে ওঠার আর্দশ সময়। চারপাশ থেকে ডেঙ্গু আক্রমনের খবর আসছে। ডেঙ্গু নিয়ে সার্বিক সচেতনতা প্রয়োজন। ডেঙ্গু এডিস মশাবাহিত ভাইরাস রোগ। জনসচেতনতা বৃদ্ধিই এর প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

মশা ঃ এডিস ইজিপ্টি মশা জঙ্গলে থাকে না। রাতে কামড়ায় না। গায়ে দাগকাটা মশাগুলো একবারে অনেককে কামড়াতে পারে। ম্যালেরিয়ার মশার মতো একজনের রক্ত খেয়েই পড়ে থাকে না। গৃহপালিত এই মশা ঘরে, চৌকির নিচে, পর্দার ভাঁজে, বেসিনের নিচে লুকিয়ে থাকে। বংশবিস্তার করে জলে। ছোট পাত্রে ৫ দিনের কম জমে থাকা জলে। নর্দমায় নয়, ডোবায় দিনের পর দিন জমে থাকা ময়লা জলে নয়, নদী, সাগর, বিলের পরিস্কার বহমান জলেও নয়। এই মশা বংশবিস্তার করে ফুলের টবের নিচের জলকান্দারে, বৃষ্টির দিনে রাস্তার ধারে জমা জল, নির্মাণসামগ্রীতে থাকা জল, পেপসির ক্যান, নারিকেলের খোলায় জমা জলে।

উপসর্গ ঃ জ্বরই প্রধান উপসর্গ। চামড়ায় দানা (র‍্যাশ), রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে কারও কারও।

জ্বর ঃ অন্য ভাইরাস জ্বরের মতো ডেঙ্গুজ্বর সাত দিনের বেশি থাকে না। প্রথমদিন থেকেই বেশি জ্বর নিয়েই রোগীরা আসে। একটানা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে ছয় দিনের দিন জ্বর চলে যেতে পারে। দু'দিন পর একদিন জ্বর না থেকে আবার দু'দিনের জ্বর থাকলে তারপর জ্বর চলে গেল তাও হতে পারে। অন্য ইনফেকশন না হলে, এক্সটেন্ডেড না হলে ডেঙ্গুজ্বর ছয় দিনের বেশি থাকে না।

ব্যথা ঃ সব জ্বরে বিশেষ করে ভাইরাস জ্বরে গা ম্যাজম্যাজ করে, ব্যথা করে। ডেঙ্গুতে ব্যথা বেশি হয়। অনেকের এত বেশি হয় যে এটাকে হাড় ভাঙার ব্যথার (ব্রেকিং বোন ডিজিস) সঙ্গে তুলনা করে। ডেঙ্গুতে চোখের পেছনে (রেট্রোঅরবিটাল পেন) হয়।

রক্তক্ষরণ ঃ চামড়ায়, মুখে, খাদ্যনালিতে, চোখে হতে পারে। তবে বেশি যেটা হয় সেটা হল মেয়েদের। মাসিক একবার হয়ে গেলেও একই মাসে আবার মাসিক হয়।

দানা (র‍্যাশ) ঃ ডেঙ্গুর টিপিক্যাল র‍্যাশ বেরোয় জ্বরের ষষ্ঠ দিনে। তখন জ্বর থাকে না। এজন্য এটাকে কনভালেসেন্ট কনফ্লুয়েন্ট পেটিকিয়াল র‍্যাশ বলে। পায়ে বা হাত থেকে শুরু হয়- দেখলেই চেনা যায়, খুঁজতে হয় না। ডেঙ্গুতে অন্য র‍্যাশ হতে পারে সেগুলো টিপিক্যাল নয়। আরেকটা জিনিস হয় জ্বরের প্রথমদিকে- গায়ে চাপ দিলে আঙুলে ছাপ পড়ে অর্থাৎ ফ্লাশিং হয়।

ডেঙ্গুকে তিনটা ফেজে ভাগ করা যায়। ফেব্রাইল ফেজে জ্বর ও জ্বরের উপসর্গগুলো থাকে। এফেব্রাইল ফেজে জ্বর চলে যায়। তবে এটাকে ক্রিটিক্যাল ফেজও বলে। কারণ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে এই স্টেজটা মারাত্মক সব জটিলতা হতে পারে। ডেঙ্গু তাই অন্য জ্বর থেকে আলাদা কারণ জ্বর চলে যাওয়ার পরই আসল সমস্যা হয়। এটা ২ দিন থাকে। জ্বর না থাকলেও এই সময় সতর্ক থাকতে হয়। কনভালেসেন্ট ফেজ যেখানে অধিকাংশই ভালো হয়ে গেলেও কেউ কেউ ভীষণ দুর্বল হয়। বিষণ্ণতায় ভোগে।

ডেঙ্গু দু'ধরনের

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু ফিভার ঃ আর দশটা ভাইরাল ফিভারের মতো ভয় না পেলে কোনো সমস্যা নেই।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার ঃ ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গুর সবকিছুই থাকে। রক্তনালির লিকিং হয় বলে বাড়তি কিছু সমস্যা হয়। ঠিকমতো হ্যান্ডলিং না করলে জীবনের ঝুঁকি আসতে পারে।

জ্বরের সঙ্গে যদি প্লাটিলেট কাউন্ট এক লাখের কম হয় এবং হিমাটক্রিট ২০ ভ্যারিয়েশন হয় সেটা ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার। লিকিংয়ের অন্য উপসর্গ যেমন পেটে বা ফুসফুসে জল আসতে বা রক্তে প্রোটিন কমে যেতে পারে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে চারটা গ্রেডে ভাগ করা হয়ঃ-

গ্রেড -১ ঃ টুনিকেট টেস্ট পজিটিভ হওয়া ছাড়া রক্তক্ষরণের আর কোনো প্রমান থাকে না।

গ্রেড-২ ঃ দৃশ্যত রক্তক্ষরণ থাকে। তাই রক্তক্ষরণ দেখা না গেলেও জ্বরের সঙ্গে লিকিংয়ের উপসর্গ থাকলে সেটা ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

গ্রেড-৩ ঃ ১ বা ২ এর সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার কমে, পালস বাড়ে।

গ্রেড-৪ ঃ ১ বা ২ এর সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার, পালস রেকর্ড না করা যায়।

গ্রেড ৩ ও ৪-কে একসঙ্গে ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম বলে। ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম বিশেষ করে গ্রেড-৪ প্রতিরোধ করতে না পারলে পরিণতি খারাপ হয়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা ঃ খুব টক্সিক না হলে কোনো জ্বরের রোগীরই তিনদিন আগে কোনো পরীক্ষা করা দরকার নেই।

টিসি ডিসি হিমগ্লোবিন ইএসআর, এসজিপিটিঃ ভাইরাল ফিভারে কাউন্ট বাড়ে না। টাইফয়েড ম্যালেরিয়ায়ও তাই। যদি কাউন্ট কমে বিশেষ করে তিন হাজারের নিচে যায় সেটা নিশ্চিত ডেঙ্গু, সত্যি বলতে কি এটাই সহজলভ্য সস্তা টেস্ট। এসজিপিটি খুব বেশি হলে সেটা ভাইরাল হেপাটাইটিস। অন্য জ্বরে এটা বাড়ে তবে ১/২ গুণের বেশি না। ডেঙ্গু হেপাটট্রপিক ভাইরাস নয়।

এনএস ১ অ্যান্টিজেন ঃ এটাই জ্বরের প্রথম সপ্তাহে ডেঙ্গুর নিশ্চিত পরীক্ষা। জ্বর থাকাকালীন এটা পজিটিভ হয়। জ্বর চলে গেলে অর্থাৎ ছয়দিন পর এটা করা দরকার নেই।

ভাইরাস আইসোলেসন ঃ জ্বর থাকা অবস্থায় এটাও কার্যকরী পরীক্ষা তবে রিসার্চ ল্যাব ছাড়া এটা করা হয় না।

অ্যান্টিবডি পরীক্ষা ঃ সাত দিন পরে পজিটিভ হয় বলে এটা কার্যকরী নয়। এনএস-১ অ্যান্টিজেন করা গেলে এটার দরকারও নেই।

প্লাটিলেট কাউন্ট ও হিমাটক্রিট ঃ প্লাটিলেট আতঙ্ক না থাকলে এটা অত্যাবশ্যকীয় নয়। হিমোরেজিক ফিভার ডায়াগনোসিস ও ফলোআপের জন্য করা লাগে।

হিমোরেজিক ফিভার হলে পেটে ও ফুসফুসে জল নিশ্চিত করার জন্য পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও বুকের এক্স-রে করা লাগে।

চিকিৎসা

প্যারাসিটামল ঃ অন্য জ্বরের মতো প্যারাসিটামল দিয়ে জ্বর নামিয়ে রাখতে হবে। জ্বর নামিয়ে ১০০ রাখলেই চলবে। ৯৭ করার দরকার নেই। প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। এনএসআইডি (ডাইক্লোফেনাক, ইন্ডোমেথাসিন) দ্রুত জ্বর নামিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে শকে নিতে পারে, কিডনির ক্ষতি করতে পারে। খাদ্যনালিতে রক্তক্ষরণ ত্বরান্বিত করে জীবনের ঝুঁকি ডেকে আনতে পারে। সাপোজিটরি নিলে শুধু প্যারাসিটামল, অন্য কিছু নয়। চার ডোজে ভাগ করে প্রতিবারে পাঁচশ' মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল খাওয়া উচিত তার পরেও ১০২-এর বেশি থাকলে একবারে তৎক্ষণাৎ এক হাজার মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল খাওয়া যাবে।

জল ঃ কয়েকদিন তিন লিটার জল পান করতে হবে। প্রয়োজনে স্যালাইন নিতে পারলে ভালো।

প্যারাসিটামল ও জলই হল ডেঙ্গুর আসল চিকিৎসা।

নিউট্রিশন ঃ জ্বরের সময় ক্ষুধামন্দা হয়, বমি লাগে। ফলের রস উপকারী জল এবং অল্পতে বেশি ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। স্বাভাবিক খাবার খেতে হবে।

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু এবং গ্রেড-১ হিমোরেজিকে এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না এবং বাড়িতে চিকিৎসা করা উচিত। গ্রেড-২-তে বাড়িতে সমস্যা হল প্রথমদিকেই ধরতে না পারলে চিকিৎসা না দিলে গ্রেড-৩ বা গ্রেড-৪ অর্থাৎ শকে চলে যেতে পারে। আসলে ডেঙ্গু চিকিৎসকের দায়িত্ব একটাই তা হল শক ঠেকানো। ব্লাডপ্রেসার মনিটর করতে হবে যাতে পালস প্রেসার ২০-এর বেশি থাকে। সিস্টলিক প্রেসার ৯০-এর বেশি রাখতে হবে। এটা করতে হলে জল দিতে হবে, স্যালাইন দিতে হবে। ব্লাড প্রেসার ও প্রস্রাবের পরিমাণ দেখে মনিটর করতে হবে। গ্রেড-২-তে যদি এমন দেখা যায় পেটের ব্যথা কমছে না, বমি হচ্ছে অথবা প্রেসার ঠিক থাকছে না তাহলে হাসপাতালে নিতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়। ইন্ডোমেথাসিন, ডাইক্লোফেনাক সাপোজিটরি নিলেও এটা হয়।

মশা নিধন বা প্রতিরোধ ঃ মশা মারতে স্প্রে করতে হবে ঘরের মধ্যে, টেবিলের নিচে, দরজার আড়ালে, পর্দার ভাঁজে, বেসিনের নিচে। সকালে দিনের কাজটা স্প্রে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কোনো চেম্বারে, কোচিং সেন্টারে বসে থাকতে ফুল হাতা কাপড়, মোজা পরে থাকুন, টেবিলের নিচে মোজা পরা পা রাখুন। ঘরে মশার ওষুধের মেশিন রাখুন। দিনের বেলায় মশারি দিয়ে ঘুমান।

লার্ভা নিধন ঃ মশার ডিম থেকে লার্ভা হয়। থাকে পাত্রের ভেতরে জলের ধারে। তাই এই পাত্র মশার বংশবিস্তার রোধ করতে জলকান্দায়, নির্মাণসামগ্রীতে জমে থাকা জল, বৃষ্টির সময় স্বল্পকালীন জমে থাকা রাস্তার এবং পাত্রের জলে স্প্রে করা জরুরি।

ভ্যাকসিন ঃ ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন নেই।

নতুন প্রযুক্তি হার্টের চিকিৎসায় আশার আলো

ডাঃ সঞ্জীব পাত্র
MD DM (AIIMS), FNS
FELLOW UHN (CANADA)
Director : Cardiologist,
Desan Hospital
For Appointment :
9073932409

ষাটের দশকেও হার্টের অসুখকে ক্যানসারের মতোই দূরারোগ্য রোগ মনে করা হত। ঐ সময়ে হার্টের রোগীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত। এরপর একে একে ব্রঙ্কোলিটিক থেরাপি, বাইপাস সার্জারি, ইন্টারভেনশনাল পদ্ধতিতে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ও অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির মত চিকিৎসা এল। এইসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে হার্টের অসুখের চিকিৎসায় আজ নতুন দিগন্তে এসেছে।

ভারতীয়দের জিনগত কারণে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ধমনীর অসুখের ঝুঁকি বেশি। হাই ব্লাড প্রেসার ডায়াবেটিস ও বাড়তি ওজনের ফলে হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী ধমনীতে চর্বির আস্তরণ পড়ে যায়। ফলে হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের অভাবে হাঁপিয়ে যায়। এইভাবেই ইস্কিমিয়া শুরু হয়। সতর্ক না হলে আচমকাই হৃৎপিণ্ড থেমে যায়। আসলে কোভিডের সময় গৃহবন্দী থাকায় হার্টের চিকিৎসা নিয়ে অনেকেই সচেতন ছিলেন না। ফলে তরুণদের মধ্যেও আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে গেছে।

হার্টের চিকিৎসায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগীদের দ্রুত সুস্থ করে তোলা সম্ভব। ইদানিং হৃদরোগের চিকিৎসায় ইন্টারভেনশনাল থেরাপির ব্যবহারে রোগীদের দ্রুত সুস্থ করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। এই পদ্ধতিতে বুক না কেটে কুঁচকি বা হাতের ধমনীর মধ্যে দিয়ে ক্যাথিটারের সাহায্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া ধমনীর রক্তপ্রবাহের পথ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়। হৃৎস্পন্দন কমে গেলে পেসমেকারের সাহায্য নেওয়া হয়। কোলেস্টেরলে পলি জমে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলে সমস্যা হলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করে স্টেন্ট বসিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে দিয়ে রোগীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়।

হার্টের অসুখের চিকিৎসায় নতুন ডিভাইসের ব্যবহার মানুষকে একপ্রকার নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে। দুই ধরণের ডিভাইস হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। হার্ট ফেলিওরের ডিভাইস ও কাটিং এজ ডিভাইস। বিভিন্ন কারণে হৃৎপিণ্ডের পেশী দুর্বল হয়ে গেলে ওষুধ কাজ না করলে ডিভাইসের সাহায্য লাগে। হার্ট ফেলিওর বা হৃদস্পন্দন কমে গেলে নতুন ওষুধ ব্যবহার করে রোগের উপসর্গ কম করে রাখার পাশাপাশি সি আর টি ডি, সি আর টি পি বা আই সি ডি প্রতিস্থাপন করে উল্লেখযোগ্য ভাল ফল পাওয়া যায়। অত্যাধুনিক রিমোট মনিটরিং প্রযুক্তিতে কলকাতা বা প্রত্যন্ত গ্রাম বা মফঃস্বলের রোগীর ডিভাইসও মনিটরিং করা সম্ভব। হার্টের যাবতীয় সমস্যায় কলকাতায় বিশ্বমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে।

হার্টের ভালভের অসুখে প্রচলিত পদ্ধতিতে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হত। কিন্তু বয়স বেশি হলে ও অন্যান্য সমস্যায় ওপেন হার্ট সার্জারি করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নতুন চিকিৎসা ট্রান্স অ্যাওটিক ভালব ইমপ্ল্যান্টেশন কিংবা রিপ্লেসমেন্ট TAVI/TAVR-এর সাহায্যে ভালভ মেরামতি সম্ভব।

অতি সম্প্রতি হার্টের অসুখের চিকিৎসায় আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে চিকিৎসকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে। POCUS নামে এক বিশেষ ধরণের ইমেজিং পদ্ধতিতে হার্টের যাবতীয় খুঁটিনাটির সচল ও ত্রিমাত্রিক ছবি বিশ্লেষণ করে রোগীর নিখুঁত চিকিৎসা করা যাবে। আগে হার্ট ব্লক হলে বিশেষ কিছু করা যেত না। এখন বেশ কিছু ডিভাইস দিয়ে রোগীকে ভাল রাখা যায়। হার্ট ব্লক অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ওপরের দিকে প্রকোষ্ঠ থেকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল নিচের প্রকোষ্ঠতে ঠিকভাবে পৌঁছতে না পারলে হার্টের পাম্পিং সঠিক ভাবে হতে পারে না। আই সি ডি প্রতিস্থাপন করে চিকিৎসার পাশাপাশি ইমপ্ল্যান্টেবল ডিফিরিয়েশন ব্যবহার করা হচ্ছে।

হৃৎপিণ্ডের সাইট্রাল ভালভের সমস্যা হলে কোনও কাটাকুটি ছাড়াই ইন্টারভেনশনাল পদ্ধতিতে সাইট্রা ক্লিপ লাগিয়ে ভালভের লিক আটকে দেওয়া যায়। অনেক সময় আবার বুকে ব্যথা অথচ অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। ফ্র্যাকশনাল ফ্লোন রিজার্ভ মেজারমেন্ট করে হার্টের সুনির্দিষ্ট অসুবিধা সম্পর্কে সবিস্তারে জেনে নিয়ে মেডিক্যাল থেরাপি বা রিভ্যাস্কুলারাইজেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যাদের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে প্রতিস্থাপন ছাড়া গতি নেই তাদের কষ্ট কমাতে লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্ট ডিভাইস বা এল ডি এ ডি নামক উচ্চপ্রযুক্তির ডিভাইসের সাহায্য নেওয়া হয়।

নারীদের যে ৫টি স্বাস্থ্য পরীক্ষা অবশ্যই করা উচিত

দুরন্ত বার্তা ঃ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কোনো সমস্যা লুকিয়ে থাকলে প্রথমেই সেটা খুঁজে পাওয়ার দরকারি উপায় হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষা। জীবনের নানা পযার্য়ে স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্য রোগ সম্পর্কে আগে থেকেই জেনে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। যে পাঁচটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা নারীদের অবশ্যই করা উচিত।

রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল ঃ অধিক কোলেস্টেরল কিংবা রক্তচাপ, মহিলাদের স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই ২০ বছরের বেশি বয়সের নারীদের অবশ্যই বছরে কমপক্ষে দু'বার রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা উচিত।

যৌনমিলনের দ্বারা বাহিত সংক্রমণ ঃ যৌনমিলনের দ্বারা বাহিত রোগ যে কোনো নারীর হতে পারে। মার্কিন সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) বরাতে জানা যায়, যারা নিয়মিত দাম্পত্য সম্পর্ক যাপন করেন তাদের প্রতি বছর গনোরিয়া ও চামেডিয়া পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

ডায়াবেটিস ঃ সেন্টার ফর ডায়াবেটিস কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন ৪৫ বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের ডায়াবেটিসের পরীক্ষার সুপারিশ করেছে। বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস আছে অথবা ওজন বেশি এমন নারীরা কমবয়সী হলেও নিয়মিত এই পরীক্ষাটি করা উচিত।

হাড়ের ক্ষয় ঃ মেরুদর বা নিতম্বের হাড়ের ক্ষয় মাপা এবং অস্টিওপোরোসিস রোগ নির্ণের্য়র জন্য ডুয়াল এনার্জি এক্স-রে অ্যাবজর্পির্টওমেট্রি অথবা স্ট্যান্ডার্ড বোন ডেনসিটি পরীক্ষা করা হয়। হাড়ের ঘনত্ব বেড়ে গেলে হাড় ভাঙার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ৬০ বছর ও তার থেকে বেশি বয়সের নারীদের হাড়ের ঘনত্বের পরীক্ষা করা উচিত।

স্তন ক্যান্সার ঃ ৪০ বছর ও তার থেকে বেশি বয়সী মহিলাদের স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকা দরকার, কারণ এটা বয়স বাড়ার সঙ্গে হতে পারে। মেমোগ্রাম করানোটা দরকার যেহেতু এতে স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা হওয়ার সম্ভাবনা বোঝা যায়। মেমোগ্রাম হলো স্তনের এক্স-রে এবং স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক ধাপ বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর। গবেষণা দেখিয়েছে, যে ৪০ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে মেমোগ্রাম স্ক্রিনিং স্তনের ক্যান্সারের কারণে মৃত্যুর হার ১০ থেকে ২০ শতাংশ কমায়।

ব্লাডার ক্যানসার

ডাঃ কৌশিক সরকার
MBBS (CAL), MS (IPGMER),
M.Ch (Urology), M.R.C.S.
(ENGLAND)
Consultant Urologist
Helpline : 98305011661 /
9331293568

ব্লাডার ক্যানসারের উপসর্গ ঃ মূলত প্রস্রাবের সাথে রক্তপাত বা গ্রস হিমাচুরিয়া দেখে একজন চিকিৎসক এই রোগ সম্পর্কে সন্দিহান হন। যে কোনও পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির প্রস্রাবের সাথে রক্তপাত হলেই ইউরোলজিস্টের শরণাপন্ন প্রয়োজন। এছাড়া আল্ট্রাসাউন্ড, ইউরিন টেস্ট ইউরিনের ম্যালিগন্যান্ট সাইটোলজি টেস্ট, সিটি স্ক্যানও প্রয়োজন অনুসারে করা হয়। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই রোগের সম্ভাবনা থাকে ঃ ধূমপানের অভ্যাস ব্যক্তির ব্লাডার ক্যানসার সম্ভাবনা বহুলাংশে বেশি। এছাড়াও যারা বিভিন্ন ডাই ফ্যাক্টরিতে, রং নিয়ে কাজ করেন বা টায়ার ফ্যাক্টরিতে এবং অ্যাসবেস্টসের ফার্মে কাজ করেন তাদেরও ব্লাডার ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সব রোগীরা প্রস্রাবথলিতে বহুদিন ধরে স্টোন আছে তাদেরও এই রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ ব্লাডার ক্যানসারের চিকিৎসা এক দীর্ঘস্থায়ী এবং খরচ সাপেক্ষ চিকিৎসা। একজন এক্সপার্ট ইউরোলজিস্টের প্রয়োজন পড়ে। সঠিক উপায়ে চিকিৎসা হলে রোগী দীর্ঘদিন জীবন যাপন করতে পারেন। এই ক্যানসার রোগটি ফিরে আসার সম্ভাবনা বেশি। যেটা গ্রেডিং ও স্টেজিং-এর উপরেই নির্ভর করে। এই রোগের চিকিৎসা প্রধানত দুটি জিনিসের উপরে নির্ভর করে। প্রথমত গ্রেডিং ও দ্বিতীয়ত স্টেজিং অর্থাৎ রোগের প্রকৃতি এবং অসুস্থতার মাত্রার উপর নির্ভর করে একজন রোগী কতদিন বেঁচে থাকবেন।

সার্জারির ভূমিকা ঃ ব্লাডার ক্যানসারের প্রথমেই টি. ইউ. আর. বি. টি. করা হয়। অপারেশনটি নির্ভর করে টিউমারটির গ্রেডের উপরে। যদি টিউমারটির সাইজ সম্পূর্ণ অপসারণযোগ্য হয়, তাহলে চিকিৎসার মাধ্যমে সিস্টোস্কোপিকালিতে সম্পূর্ণ টিউমারটি বাদ দেওয়া হয়। এতে দুটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ বায়োপ্সি ও দ্বিতীয়ত টিউমারের বেস থেকে একটু ব্লাডারের মাংসপেশীর বায়োপ্সি। কারণ এই ডেট্রুসর বায়োপ্সির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ চিকিৎসার ধরণ নির্ভর করে। যদি ডেট্রুসর মাসল টিউমার দিয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে রাডিক্যাল সিস্টেকটমি বা কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি করা হয়ে থাকে।

কিন্তু দেখা গেছে যে অধিকাংশ টিউমারই হল ডেট্রুসর নন ইনভেসিভ। এই সব ক্ষেত্রে ব্লাডারের মধ্যে সাধারণত বি.সি.জি. মিটোমাইসিন সি দেওয়া হয়ে থাকে। রোগী যদি শারীরিকভাবে রাডিক্যাল সিস্টেকটমি করার জন্য উপযুক্ত না হন তখন রোগীকে রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি বা কম্বিনেশন দেওয়া হয়ে তাকে। কখনও কখনও রোগীর ক্যানসার রোগ যদি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সে সময়েও কেমোথেরাপি দেওয়া হয়ে তাকে।

চিকিৎসার পর টিউমার কি পুনরায় ফিরে আসে ঃ টিউমার পুনরায় ফিরে এসেছে কিনা জানার জন্য কিছু পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে নিয়মিত চেক সিস্টোস্কোপি করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সাইটোলজি, আল্ট্রাসাউন্ড ও সিটি স্ক্যানও করা হয়।

রাডিক্যাল সিস্টেকটমির ভূমিকা ঃ এটি ইউরোলজির মেজর লপ্রসিডিওর, এতে পুরুষদের ক্ষেত্রে ব্লাডার প্রস্টেট, সেমিনাল ভেসিক্যাল, লিম্ফ নোডাল টিস্যু ইত্যাদি। মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্লাডার, ইউটেরাস, ভ্যাজাইনার কিছু অংশ, লিম্ফ নোডাল টিস্যু অপসারণ করে দেওয়া হয়। ব্লাডার অপসারণ করার পরে ওই জায়গার অন্ত্র দিয়ে কৃত্রিম ব্লাডার তৈরী করা হয় অথবা ইলিয়াল কনডুইট করা হয়। ইলিয়াল কনডুইট-এ পেটের ডানপাশে একটু ড্রেন করে যা দিয়ে প্রস্রাব বেরিয়ে আসে।

ইমিউনোথেরাপির ভূমিকা ঃ ব্লাডার ক্যানসারের চিকিৎসায় ইমিউনোথেরাপি এক গুরুকূপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজকাল সাধারণত বি.সি.জি. দেওয়া হয়ে থাকে। বি.সি.জি. হল জীবিত মাইকোব্যাকটেরিয়াম জীবাণু যা দিয়ে সাধারণত টিউবারকুলোসিসের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এটি ব্লাডারের মধ্যে সরাসরি একটি নলের মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয় যা রেসিডুয়াল ক্যানসার সেলকে ধ্বংস করে।

সতর্কতা ঃ যেহেতু বিভিন্ন কারণে ব্লাডার ক্যানসার হয়ে থাকে তাই তার সম্পূর্ণ প্রতিরোধ সম্ভব নয়। কিন্তু যথাযথ চিকিৎসা এবং সার্জরি পরবর্তী নিয়মিত চেকআপের দ্বারা এই রোগে আক্রান্ত মানুষ বহুদিন সুস্থভাবে জীবনযাবন করতে পারেন। যেহেতু অধিকাংশ ব্লাডার ক্যানসার হয় লো গ্রেড এবং সেহেতু এই রোগীদের নিয়মিত সিস্টোস্কোপিক চেকআপের প্রোটোকল মেনে চলা ভীষণ জরুরী।

সর্বোপরি বলা যায় চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নির্দিষ্ট ফলোআপই ওই রোগকে দূরে রেখে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার চাবিকাঠি।

জটিল চর্মরোগ সোরিয়াসিসস

দুরন্ত বার্তা ঃ সোরিয়াসিস এক ধরনের জটিল চর্মরোগ, যা কখনই সারে না। এটি ছোঁয়াচে নয়, আবার নির্মূলযোগ্য রোগও নয়। এই রোগে মানুষের মৃত্যু না হলেও দীর্ঘমেয়াদে জটিলতা বাড়ে। তবে নিয়মিত এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে সোরিয়াসিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

শরীরের বিভিন্ন অংশে সোরিয়াসিস হতে পারে। তবে মাথা, জিহ্বা, লিঙ্গের অগ্র ত্বক, অণ্ডকোষের থলে, পিঠের ওপরের অংশ থেকে নিচের অংশ, ঘাড়, হাতের কনুই, আঙুল, তালু, পিঠ, নখ ও তার আশপাশ, পায়ের তালু, হাঁটু, হাত-পায়ের জয়েন্টে এটা বেশি দেখা যায় এবং এসব স্থান থেকে ক্রমাগত চামড়া বা আবরণ উঠতে থাকে।

সোরিয়াসিস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

পেক সোরিয়াসিস ঃ এটি লালচে সংক্রমনজনিত এক প্রকার সোরিয়াসিস, যাতে সিলভার বা সাদা রঙের মতো আবরণ বা আঁশ ওঠে। সাধারণত হাতের কনুই, হাঁটু, মাথা ও পিঠের নিচের দিকে এই ধরনের সোরিয়াসিস হতে দেখা যায়। আক্রান্ত রোগীদের ৮০ শতাংশই পেক সোরিয়াসিসের অন্তর্ভুক্ত।

ইনভার্স সোরিয়াসিস ঃ সাধারণত লালচে রঙের হয়, যার কোনো আবরণ থাকে না। অনেকটা মসৃণ ও চকচকে ধরনের হয়। ঘর্ষণ, চুলকানি ও ঘামের কারণে যন্ত্রণা হতে পারে। সাধারণত মোটা চামড়ার গভীর ভাঁজযুক্ত ব্যক্তিদের এই সোরিয়াসিস বেশি হয়।

ইরিথ্রোডার্মিক সোরিয়াসিস ঃ এটিও লালচে রঙের হয়, যা দেহের পুরো স্থান জুড়ে দেখা যায়। চামড়া উঠতে থাকে, প্রচণ্ড চুলকানি হয়। এর প্রভাবে অনিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা, নিউমোনিয়া, হার্ট ফেলিওরসহ নানা সমস্যা হতে পারে।

গাট্রেট সোরিয়াসিস ঃ সাধারণত শিশু বা যুবক বয়সে দেখা দেয়। এটিও লাল ছোট ছোট স্পটের মতো হয়। পেক সোরিয়াসিসের মতো এতেও আবরণ ওঠে। উর্ধ্ব শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতা, স্ট্রেপটোকক্কাল সংক্রমন, টনসিলে সংক্রমন এই প্রকারের সোরিয়াসিস এর আগে দেখা দিতে পারে। এটা কিছুদিন অনুপস্থিত থেকে পুণরায় ফিরে আসতে পারে বা পেক সোরিয়াসিসে রূপান্তরিত হতে পারে।

পাস্টুলার সোরিয়াসিস ঃ এটা হলে চামড়া লাল হয়ে যায়, শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সাদা পুঁজ বা ফোস্কা তৈরি করে, আবরণ উঠতে থাকে। চারদিকে লালচে ধরনের চামড়া থাকে। তবে এটি দ্রুত ছড়ায় না এবং সহজে অন্যকে সংক্রমিত করে না।

সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস ঃ এটা শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টকে আক্রান্ত করতে পারে। হাতের আঙুলের ছোট ছোট জয়েন্টগুলো আক্রান্ত হতে পারে এবং হাতকে বিকৃতও করতে পারে।

লক্ষণ ঃ শরীরের কিছু নির্দিষ্ট জায়গা যেমন কনুই, হাঁটু, হাত-পায়ের তলা, মাথা, পিঠ ইত্যাদি স্থান থেকে সাপের মতো চামড়া বা খোলস উঠে যায়। মাথা থেকে খুশকির মতো উঠতে থাকে। তা ছাড়া উল্টো জায়গাগুলো বিশেষ করে শরীরের ভাঁজের মধ্যে বেশি হয়, যাকে বলে ইনভার্স সোরিয়াসিস। স্কিন বায়োপসি করে রোগটি পুরোপুরি নির্ণয় করা যায়।

সোরিয়াসিস হওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে বলে একে 'মাল্টি ফ্যাক্টরিয়ান' বলা যেতে পারে। এর কিছু কারণের মধ্যে-

স্থূলতা ঃ ওজন বেড়ে গেলে সোরিয়াসিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে বা এই রোগ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

বংশগত ঃ পরিবারের কারও সোরিয়াসিস হলে অন্যদেরও হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কারও যদি পিতা-মাতা উভয়ের হয় তবে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সংক্রমণ ঃ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাকজনিত সংক্রমণের কারণে সোরিয়াসিস হতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩২, একটু ঠাণ্ডা-গরম হলে নাক বসে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রচণ্ড সমস্যা হয়। এর থেকে কিভাবে মুক্তি মিলবে?

উত্তর ঃ অনেকেরই সাইনোসাইটিসের (সাইনাসের সমস্যা) সমস্যা আছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় সাইনাসের সমস্যা বাড়ে। অনেকসময় ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশের জন্যও এটা হয়। সাইনোসাইটিস হলে সারাক্ষণ মাথায় অস্বস্তি, নাকের মধ্যে ভারী লাগা, কপালে অস্বস্তিসহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সাইনাসের সমস্যা থেকে মুক্তির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। প্রতিদিন খালি পেটে ১ চামচ করে মধু খাওয়ার অভ্যাস করুন। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মধু শ্বাসনালীর নানা সমস্যা দূর করে এবং সেই সঙ্গে সাইনাসের সমস্যাও কমায়। সাইনোসাইটিসের সমস্যা হলে প্রচুর জল পান করুন। প্রচুর পরিমাণে জল খেলে মিউকাস পাতলা হয়ে আসে। তখন নিজে নিজেই তা বের হয়ে যায়।। সাইনাসের কারণে অনেকেরই নাক বন্ধ থাকে। বেশি সমস্যা অনুভব করলে সামান্য গরম জলে লবণ মিশিয়ে নাক দিয়ে টানার অভ্যাস করুন। নাকের একপাশ দিয়ে টেনে অন্য পাশ দিয়ে বের করার চেষ্টা করুন। এতে জমে থাকা মিউকাস সহজেই বের হয়ে যাবে। হালকা গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে প্রতিদিন এটা পানের অভ্যাস করুন। এ ছাড়াও গ্রিন টি পানের অভ্যাস করতে পারেন। এতে উপকার পাবেন। সাইনোসাইটিস সমস্যায় গরম জলের ভাপ বা সেঁক নেওয়া একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। গরম জলের ভাপ নিলে নাকের ভেতরে ভেজা থাকবে এবং সহজেই মিউকাস বের হয়ে আসবে। ঘুমের সমস্যার সঙ্গে সাইনাসের সমস্যা জড়িত। এই কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিন এবং যতটা সম্ভব মানসিক চাপ দূরে রাখুন।

প্রশ্ন ঃ খুব যে পরিশ্রম করছি তা কিন্তু নয়। প্রচন্ড ঘাম হচ্ছে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। কিংবা কোন কাজে মন লাগছে না। শরীর অবসন্ন মনে হচ্ছে। এটা কি কোন রোগ?

উত্তর ঃ পরিশ্রম করে ক্লান্ত হওয়া এক কথা। কিন্তু অনেকে আবার কোনো কারণ ছাড়াই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিনা কারণে আপনার ক্লান্ত থাকার আড়ালে লুকিয়ে আছে শারীরিক কোনো না কোনো অসুস্থতা। আসুন কোনো কারণ ছাড়া ক্লান্ত থাকা কোন কোন শারীরিক সমস্যার পূর্বলক্ষণ জেনে নিই। রক্তশূন্যতা হলে আপনি ক্রমাগত ক্লান্ত থাকতে পারেন। অনেকেরই মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় কিংবা ব্যায়াম করতে গিয়ে জোর পান না। এটা হয় রক্তশূন্যতার কারণে। রক্তশূন্যতা হলে আপনার রক্তে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন থাকে না। এর ফলে আপনার শরীর ঠান্ডা থাকে এবং ঘুম ঘুম ভাব থাকে। আপনার ক্লান্ত থাকার পেছনের আরেকটা কারণ হচ্ছে থাইরয়েড সমস্যা। আপনার যদি ত্বক শুষ্ক লাগে, শরীরে দুর্বলতা থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে এবং একইসাথে ক্লান্ত থাকেন তাহলে আপনার থাইরয়েডের সমস্যা থাকতে পারে। ডায়াবেটিস শরীরে দানাবাঁধার পূর্বেও আপনার ক্লান্ত লাগতে পারে। ডায়াবেটিস হলে আপনার রক্তের সুগার লেভেল কমে যায়। সুগার লেভেল কমে যাওয়ার ফলে আপনার শরীর নেতিয়ে পড়ে এবং আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড হতাশ থাকলেও মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। হতাশ হলে অনেকেই বিছানা ছেড়ে উঠতে চান না, ঘুমাতেও চান না। সব মিলিয়ে এক অন্যরকম ক্লান্তির মধ্যে থাকেন। ক্লান্ত থাকার আরেকটি গোপন কারণ হচ্ছে পেট খারাপ থাকা। রাস্তাঘাটের খোলামেলা পরিবেশে কোনো কিছু খেলে পেটে বদহজম অথবা ডায়রিয়া হয়। এসব কারণে মানুষের মাথা ব্যথা করে, বুক জ্বালাপোড়া করে, গলা থেকে ঢেকুর বের হয়- এতে শারীরিকভাবে দুর্বলতা দেখা দেয়। ক্লান্ত থাকার এটাও আরেকটা কারণ। শরীরে কোনো ধরনের ইনফেকশন থাকলেও আপনি ক্লান্ত হতে পারেন। এপস্টেইনবার ভাইরাস অথবা লাইম ডিজিজে আক্রান্ত হলে আপনি অস্বাভাবিকরকম ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও আপনার ক্লান্তির পেছনের আরেকটি কারণ হচ্ছে নাক ডাকা। আপনি যদি ক্লান্ত থাকেন তাহলে এটার মানে এটাও দাঁড়ায় যে, আপনি অনেকদিন ধরে নাক ডেকে যাচ্ছেন। হার্টের অসুখ থাকলেও আপনার মধ্যে ক্লান্তিভাব দেখা দিতে পারে। হার্টে সমস্যা দেখা দিলে আপনার শরীরের ব্লাড টিস্যুগুলো থেকে রক্ত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে যোগান দিতে থাকে। এতে আপনার পেশিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

বিজেপির কোন্দল

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপির তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের সভাপতি হিসাবে বিপ্লব চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা হতেই তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের সভাপতি পরিবর্তনের দাবীতে প্রকাশ্যে এল বিজেপির আদি-নব্য দ্বন্দ্ব। নতুন শহর মন্ডলের সভাপতি পরিবর্তনের দাবীতে সংবাদিক সম্মেলন করলেন তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের বেশ কয়েকজন পুরানো কার্যকর্তা। তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজদেব শর্মার বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবী তোলেন তারা। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ওবিসি মোর্চার সহ-সভাপতি সুব্রত বসাক, তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজদেব শর্মা, নিতাই চন্দ্র দাস সহ আরও অনেকে। যদিও এই দাবীকে মানতে নারাজ তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। তিনি বলেন জেলা সভাপতি কাকে নিয়ে কাজ করবেন তা তার সাংগঠনিক বিষয়। এই সাংগঠনিক বিষয়ে যাদের পদন্নতি হয়েছে সেই যায়গাতে নতুন মুখ এসেছে। কোচবিহার জেলা ওবিসি মোর্চার সভাপতি সুব্রত বসাক, তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজদেব শর্মা, নিতাই চন্দ্র দাস বলেন, বিপ্লব চক্রবর্তী সভাপতি হওয়ার পর থেকে তুফানগঞ্জ শহরের ২২ বুথের কমিটি ঘোষণা করতে পারেনি। তাদের একত্রে নিয়ে বৈঠক করতে পারেনি।

মামলা করে স্কলারশিপের সুযোগ পাওয়া অধ্যাপিকাকে হেনস্থায় দায়ী বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করলে, শোকজ, মামলা নিত্যকার ঘটনা। একজন অধ্যাপিকা বিদেশে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্কলারশিপের সুযোগ পেলেও তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। আদালত অনুমতি দিলে, তাঁর যাওয়ায় বাধা দিতে অর্থ অপচয় করে ডিভিশন বেঞ্চে যেতে কসুর করে না বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর মতো একটি প্রতিষ্ঠানের গরিমা এখন আদালত, মামলা, পাল্টা মামলায় তুচ্ছতার পরিবেশে পরিণত হয়েছে। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী হাতে শাসন দণ্ড নিয়ে আসল কাজ বাদ দিয়ে উপলক্ষ্য নিয়ে হৈচৈ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনাশে বেশি মনোযোগী। সাওনা বারিক নামে বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে চার্লস ওয়ালেস স্কলারশিপ-এর জন্য মনোনীত হন। তার ভিত্তিতে আবেদন করলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধাসহ বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে ২০২২ সালের ২ নভেম্বরে স্কলারশিপের জন্য অধ্যাপিকার চার মাসের ছুটি না মঞ্জুর করেন। তারপর অধ্যাপিকা বারিক কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। বিচারপতি কৌশিক চন্দ বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দেন বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে অধ্যাপিকার ছুটির আবেদন মঞ্জুর করার জন্য। কারণ চারমাস ছুটি খুব বেশি নয়। তাছাড়া এই ধরনের মর্যাদাপূর্ণ ফেলোশিপের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। অধ্যাপিকা বারিক মার্চ মাসে স্কলারশিপে যুক্তরাজ্য যান। ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁর স্কলারশিপ আটকাতে ডিভিশন বেঞ্চে যায়। যেটাকে রহস্যপূর্ণ আখ্যায়িত করে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস এবং সৌমেন সেন সিঙ্গেল বেঞ্চের অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২ সালের ২ নভেম্বরের নির্দেশ বাতিল করে অধ্যাপিকার স্কলারশিপের সুযোগে যাতে অসুবিধা না হয় এমন রায় দেন। অধ্যাপিকার তিন মাস এক সপ্তাহের মধ্যে স্কলারশিপ শেষ হয়। তাঁর জরায়ুতে টিউমার অপারেশনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি স্কলারশিপের কাজ সম্পূর্ণ করে তিন মাস পনেরো দিনের মধ্যে অর্থাৎ জুন মাস নাগাদ বিশ্বভারতীতে কাজে যোগ দিতে আসেন। কিন্তু তারপরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় অধ্যাপিকাকে। একমাস বাদে অর্থাৎ জুলাই মাসে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিতে দেওয়া হয়। অধ্যাপিকা বারিকের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের এই আচরণ একপ্রকার আমার প্রতি হেনস্থা। শুধু একমাসের মাইনে দেওয়া হলো না, বিষয়টি তা নয়। আমার সার্ভিসের ধারাবাহিকতার বিচ্ছেদ বা বিচ্যুতি ঘটানো হলো ইচ্ছে করেই। এতে চাকুরী জীবনের ক্ষতি। এছাড়াও আমার চারমাসের ছুটি আদৌ মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা, তা কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত জানালো না। আরও একটি অন্যায় সংঘটিত করা হয়েছে। তা হলো সাওনা সাফিয়া ইয়াসমিন নামে একজন এমফিল স্কলার ছিলেন। আমি তাকে বরাবর গাইড করি। এমনকি ছুটির মধ্যেও সাহায্য করি। আমি জয়েন করার পর তার দুই বছরের গবেষণা পত্রের কাগজে আমাকে স্বাক্ষর করতে দেওয়া হয় নি। পরিবর্তে উপাচার্যর বশংবদ সুদেবপ্রতীম বসুকে সুপারভাইজার হিসেবে স্বাক্ষর করতে দেওয়া হলো কোনো লিখিত নির্দেশ ছাড়াই। যিনি ছাত্রীটিকে একদিনের জন্যও গাইড করেন নি। ছাত্রী সাফিয়া ইয়াসমিন ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের ইমেইল মারফৎ জানান। এরফলে অধ্যাপিকার গাইড হিসেবে যে গ্রেড পয়েন্ট প্রাপ্য ছিল, তা থেকে বঞ্চিত হলেন। অধ্যাপিকা বারিক অধ্যাপক বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয় নি। এই সমস্ত ব্যাপারে ফের আইনের আশ্রয় নিতে পারেন অধ্যাপিকা বারিক। শুধু তাই নয়, অন্যান্যদের মৌখিক হলেও ওই ছাত্রীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয় নি বা এমফিল সম্পূর্ণ হয় নি। একমাসে অন্যান্য স্কলারদের ভাইবা হয়ে গেলেও, তার না হওয়ায় মানসিক উৎকণ্ঠায় সাফিয়া ইয়াসমিন অসুস্থ হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য, এরকম বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদে ময়দানে নামলে শোকজ ও চার্জসিটের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থনীতি ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে এক অন্যায়ের প্রতিবাদে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নামে শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ করলে, অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে চার্জসিট দেওয়া হয়।

রাস্তা সংস্কার করার দাবী জানিয়ে অবরোধে বসলেন তৃণমূল নেতা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপি বিধায়কের পর এবার রাস্তা সংস্কারের দাবী জানিয়ে দলবল নিয়ে অবরোধে নামলেন তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদ সদস্য মানিক মাজি। বাঁকুড়ার মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের গ্রামীণ রাস্তাঘাটের যে বেহাল দশা হয়েছে তা কয়েক সপ্তাহ আগে ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে রাস্তা সারাইয়ের কাজ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন শালতোড়ার বিধায়ক দম্পতি। এবার রাস্তার বেহাল দশার কারনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শাসকদলেরই জেলা পরিষদ সদস্য মানিক মাজি। এদিন তিনি কর্মী-সমর্থক নিয়ে গঙ্গাজলঘাটি থানার ভদরা থেকে বড়শাল যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করে একটি কারখানার পন্যবাহী যানবাহন গুলি আটকে রাখেন। মানিক মাজির দাবী, ভদরা এলাকায় জিপিটি কাস্টিং লিমিটেড নামে যে কারখানা রয়েছে তাদের মালপত্র নিয়ে ভারী ভারী যানবাহন চলাচলের ফলেই রাস্তার এই হাল হয়েছে। অবিলম্বে কারখানা কর্তৃপক্ষকে রাস্তা সংস্কার করে দিতে হবে। তার দাবি এই রাস্তার কাজ পথশ্রী প্রকল্পে বেশ কিছুদিন ধরে চলছে। কিন্তু কারখানার গাড়ির চাপে তা ভেঙে পড়েছে। তাই এই রাস্তা কর্তৃপক্ষকে সংস্কার করে দিতে হবে। শাসকদলের নেতার এহেন প্রতিবাদে অভিসন্ধি খুঁজে পেয়েছেন বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরী। তিনি বলেন, তার গ্রামের বাড়ি গঙ্গাজলঘাটির কেলাই গ্রামে। সেকারনে তার গ্রামের রাস্তা সংস্কার করেনি পঞ্চায়েত সমিতি। বাধ্য হয়ে তিনি নিজের টাকা দিয়ে মোরাম ও ক্রাশার ডাস্ট নামিয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে নিজেরাই রাস্তা সারাই করেন। কিন্তু দুর্লভপুর-বড়জোড়া শিল্প করিডোরের ভদরা মোড় থেকে বড়শাল যাওয়ার বেহাল এই রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে শাসক দলের নেতার নেতৃত্বে অবরোধ হলে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। চন্দনা বাউরির দাবি এই রাস্তা সংস্কারের কাজ তো শাসক দলের প্রশাসনের করা উচিত। কারখানার জন্য কয়েক'শো মিটার রাস্তা খারাপ হতে পারে। তাহলে বাকি ৫ কিমি রাস্তা বেহাল হল কি ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর তৃণমূল নেতাদের কাছে। এই প্রশ্নের উত্তর দাবী করেছেন বিজেপির বিধায়ক চন্দনা বাউরী। এদিনের বিক্ষোভের কারন সম্পর্কে তার অভিমত, মানিক মাজি এবার জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তৃণমূলের নেতা হলেই তোলাবাজি করতে হবে। তাই ওই কারখানা থেকে তোলা তোলার জন্যই এদিন রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিন সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে মানিক মাজির নেতৃত্বে অবরোধ করে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখান। কারখানার গেটে কাউকে প্রবেশ করতে বা কারখানা থেকে বেরোতে দেননি। ফলে গেটের সামনে আটকে পড়ে কাজে যোগ দিতে আসা শ্রমিক এবং পণ্যবাহী গাড়িগুলি। রাস্তার বেহাল দশা সৃষ্টির জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন আন্দোলনকারীরা। এবিষয়ে কারখানার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মৃণাল মল্লিক বলেন, বর্ষার জন্য এই রাস্তার বেহাল দশা হয়েছে। তবে তারা যতটা রাস্তা ব্যবহার করেন তার অনেক বেশি অংশ দ্রুততার সাথে সংস্কার করবেন।

মূর্তি ও গহনা চুরি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সত্যনগর গ্রামে পাপিয়া করের বসতবাড়ির মন্দির থেকে চুরি হয়ে গেল রাধামাধবের যুগল মূর্তি ও মূর্তির গহনা। শনিবার রাধা অষ্টমীর পুজো ছিল। পুজো দেবার পর বাড়ির লোকজন রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে সেই সুবাদে চোরেরা এসে রাধা কৃষ্ণের মূর্তি, সোনার টিপ, ও সাত ভরি রুপোর গহনা নিয়ে চম্পট দেয় ঠাকুর ঘর থেকে। কৃষ্ণগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

পুলিশের দ্বারস্থ

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হওয়ার পর থেকেই প্রাণনাশের হুমকি আসতে থাকায় ভীতসন্ত্রত উপপ্রধান। খুন করা হতে পারে এই আশঙ্কায় কান্দি মহকুমা পুলিশ আরক্ষা আধিকারিক এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেন পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের উপ প্রধান সেখ মানোয়ার হোসেন। মুর্শিদাবাদ জেলা বড়ঞা ব্লকের অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের উপপ্রধান রয়েছেন মানোয়ার হোসেন। তিনি একটি অভিযোগ করেন রবিবার বিকেলে কান্দি মহকুমা আরক্ষা আধিকারিকের কাছে। কংগ্রেসের উপপ্রধান সেখ মানোয়ার হোসেন বলেন, তাকে খুন করার জন্য বোমা পিস্তল ও বিভিন্ন রকম আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করা হয়েছে। এলাকারই দুজন দুস্কৃতী কালাচাঁদ সেখ ও হান্নান সেখ তারা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে খুন করার পরিকল্পনা করছে। ফোনেও হুমকির অভিযোগ রেকর্ড করা হয়েছে। এই আশঙ্কায় কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে মহকুমা পুলিশ আরক্ষা আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। কান্দি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক সফিউল আলম খান বলেন তৃণমূল ভোটে হেরে গিয়ে জোর করে দলে টানতে না পেরে খুনের হুমকি দিচ্ছে। এই সমস্ত দুস্কৃতিদের কঠর শাস্তি দাবী জানিয়েছি কান্দি এসডিপিওর কাছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃতীয় মা ক্যান্টিন উদ্বোধন বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ সাধারণ মানুষের জন্য সুলভে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের ব্যবস্থা করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় চালু হয়েছে মা ক্যান্টিন। বর্ধমান পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে নিজস্ব ভবনে ন্যাশানাল আরবার লাইভলিহুড মিশনের অন্তর্গত তৃতীয় 'মা ক্যান্টিন' এর সূচনা হল রবিবার। বর্ধমানের পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায় এই মা ক্যান্টিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও স্বপন দেবনাথ, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, এবং প্রাক্তন বিধায়ক ও জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, কাউন্সিলার সনৎ বক্সি, ইন্তেখাব আলম, শাহাবুদ্দিন খান সহ অন্যান্যরা। এর আগে বর্ধমানে প্রথম মা ক্যান্টিন খোলা হয় বর্ধমান শহরের তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ডে অজ্ঞাত কারনে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। পরে পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকারের আমলে দ্বিতীয় মা ক্যান্টিন টি চালু করা হয় বর্ধমান হাসপাতালে, যা রমরমিয়ে চলছে। এবার তৃতীয় মা ক্যান্টিন চালু হল পুলিশ লাইন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় এলাকায় বাজার ও বিভিন্ন রকম ব্যবসা থাকায় মাত্র পাঁচ টাকায় দুপুরের খাবার পাওয়া যাবে জেনে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও শ্রমিক কর্মচারীরা।

নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হল বিস্তীর্ণ গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বিস্তীর্ণ এলাকা। বাড়ি ঘরের বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চাষের। ধান ও তুঁত চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে এলাকায় যান প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে তারা গ্রামের মানুষকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি ২ ব্লকের শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রসাদপুর ও বারুনিঘাটার মাঝে ব্রাহ্মণী নদীতে। শনিবার সন্ধ্যার দিকে এলাকার নদীর বাঁধ প্রায় ৫০ মিটার ভেঙে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রসাদপুর, কুন্দপাড়া, কামালপুর, বারুনীঘাটা, সাহেবনগর, ছেতুনকান্দি, কুশুপুরের, বলরামপুর সহ বেশ কিছু গ্রাম এখনো জলমগ্ন। প্রসাদপুর গ্রামের বাসিন্দা সাগরিকা সেনগুপ্ত, দেবব্রত মণ্ডলরা বলেন, সন্ধ্যা থেকেই নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকতে শুরু করে। বাঁধ ভাঙার খবরে আমরা ২০০০ সালের ভয়াবহ আতঙ্কে ভুগতে শুরু করি। সারারাত বাড়িতে কেউ ঘুমোয়নি। গ্রামের বাসিন্দারা আতঙ্কে বাড়ির নিচের জিনিসপত্র একটু উঁচু স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। জল দ্রুত নেমে না গেলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হবে। পঞ্চায়েত প্রধান সাহিনা খাতুন বলেন, খবর পেয়ে রাতেই গ্রামে এসেছিলাম। কিন্তু বাঁধের ধারে আলোর ব্যবস্থা না থাকায় মেরামত করা সম্ভব হয়নি। রবিবার ফের জল বাড়তে শুরু করেছে। আমরা গ্রামের মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বাঁধ ভাঙা খবর পেয়ে রাতেই গ্রামে যান জেলা শাসক বিধান রায়, রামপুরহাট মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস, নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বিডিও হুমায়ূন চৌধুরী। অন্যদিকে রবিবার সকালে এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা সাব্বির হসেন, বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। রাত থেকেই এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং সেচ দফতরের আধিকারিকরা কাজ করে চলেছেন। বিডিও হুমায়ূন চৌধুরী বলেন, দুদিনের অতি বৃষ্টির কারনেই নদীতে জল বেড়েছে। জল বাড়তে থাকায় বাঁধ সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। তবে জল নেমে গেলেই দ্রুত গতিতে বাঁধ সংস্কার করা হবে। যাদের মাটির বাড়ি রয়েছে তাদের আমরা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

Name Change

I MEGHAL BAHEN NAINESH KUMAR PATEL,WIFE OF NAINESH KUMAR ASHOK PATEL,RESIDING AT 6 SARAT BOSE ROAD,FLAT-7A,7TH FLOOR,PO-ELGIN ROAD,KOLKATA-700020,WEST BENGAL .THAT MY ACTUAL NAME MEGHAL BAHEN NAINESH KUMAR PATEL WHICH WRONGLY RECORDED MY SON'S EDUCATION CERTIFICATE AS MEGHAL AND MEGHAL PATEL.THAT MEGHAL AND MEGHAL PATEL ALSO MEGHAL BAHEN NAINESH KUMAR PATEL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2023.

Name Change

I NAINESH KUMAR ASHOK PATEL,SON OF ASHOK KUMAR HARMAN BHAI,RESIDING AT 6 SARAT BOSE ROAD,FLAT-7A,7TH FLOOR,PO-ELGIN ROAD,KOLKATA-700020,WEST BENGAL . THAT MY ACTUAL NAME NAINESH KUMAR ASHOK PATEL WHICH WRONGLY RECORDED MY SON'S EDUCATION CERTIFICATE AS NAINESHKUMAR PATEL AND NAINESH PATEL .THAT NAINESHKUMAR PATEL AND NAINESH PATEL ALSO NAINESH KUMAR ASHOK PATEL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2023.

Name Change

I JOBEDA BIBI W/O FAJRUL SEPAI, R/O KABI NAJRUL SARANI, P.O. & P.S. BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JABADA SEPAI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2023. JOBEDA BIBI AND JABADA SEPAI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOHAMMED FAZRUL SEPAI, S/O SHAFERALI SEPAI, R/O KABI NAJRUL SARANI, P.O. & P.S. BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAJRUL SEPAI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2023. MOHAMMED FAZRUL SEPAI AND FAJRUL SEPAI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BATUL MUFFADAL, W/O MUFFADAL DHANERAWALA, R/O 10/1A, ABHINASH CHOWDHURY LANE, 1ST FLOOR, P.S. TOPSIA, P.O. GOBINDA KHATICH ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BATUL MUFFADAL DHANERAWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/09/2023 BATUL MUFFADAL AND BATUL MUFFADAL DHANERAWALA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, EMMY JENNIFFER CHING alias EMMY CHING (old name) D/O Jonathan Edward Ching Presently residing at 105 A, Matheswar Tola Road, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) EMMY JENNIFER CHUNG, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 12/09/2023. EMMY JENNIFFER CHING, EMMY CHING and EMMY JENNIFER CHUNG all are same and identical persons.

আমি, অলক কুমার নন্দ, পিতা চিত্তরঞ্জন নন্দ, নিবাস দেউলবাড়, পোস্ট-দেউলবাড়, কাঁথি-৩, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪২৭, প.ব. এতদ্বারা নিশ্চিত এবং ঘোষণা করছি যে আমি অলোক নন্দ এবং অলক নন্দ হিসাবে। তিনটি অলক কুমার নন্দ, অলোক নন্দ এবং অলক নন্দ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। যার এফিডেভিট তারিখ ২৪.১১.২০২০ মহামান্য নোটারি পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, প.ব. সকাশ বলে আমি সুনিশ্চিত এবং যাঁচাই করেছি আমার উপরোক্ত ঘোষণা।

মৃত্যু মা ও ছেলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আদরপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল মা এবং ছেলের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, মৃত মায়ের নাম ননীবালা রায় (৫৫) এবং ছেলে টিংকু রায় (৩২)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল, পুলিশ এবং বিদ্যুত দপ্তরের কর্মীরা। টিংকুর পাকা বাড়ির গা ঘেষে রয়েছে একটি টিনের ঘর। যেখানে থাকতেন মা ননীবালা এবং টিংকুর মেয়ে। এদিন সকালে নিজের ঘর থেকে বের হতে গিয়ে টিনের দরজায় হাত দিতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ননীবালা।

ডেঙ্গু আক্রান্তের বাড়িতে প্রধান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের পাঁচড়া গ্রামের পাঁড়ুইপাড়ার হীরালাল বাগ কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকতেন। ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শনিবার তিনি বাড়ি ফিরলে রবিবার তার বাড়িতে পৌঁছান পাঁচড়া পঞ্চায়েত প্রধান বিকাশ পাকড়ে। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস,আশা কর্মী সহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা। তার বাড়িতে মশা প্রতিরোধক স্প্রে করানো হয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। বিকাশ বাবু জানান, কলকাতায় থাকাকালীন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গ্রামে ফিরেছেন হীরালাল বাগ নামে ওই ব্যক্তি। খবর পেয়ে তিনি তার পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে তার বাড়ি যান। আক্রান্ত ব্যাক্তির শরীর অসুস্থ রয়েছে। তাকে চিকিৎসার জন্য জামালপুর হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। তাকে অভয় দিতে নৈতিকতার দিক থেকেই হীরালাল বাবুর বাড়িতে এসেছেন। আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়ির চারপাশে কোনো জল জমে আছে কিনা পরিদর্শন করেছেন তিনি এবং তার স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাড়ির চারপাশে মশা প্রতিরোধক স্প্রেও করানো হয়েছে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। বিকাশ বাবু আরও জানান, ডেঙ্গুর প্রকোপ যাতে না বাড়ে তার জন্য পাঁচরা পঞ্চায়েতের অধীনে সমস্ত গ্রামেই এই মশা প্রতিরোধক স্প্রে করানো হচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারোর জ্বর আছে কিনা কিম্বা বাড়ির আশেপাশে জল জমে রয়েছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। আক্রান্ত ব্যাক্তি যাতে অযথা ভীত না হন সে বিষয়ে তাকে বোঝানোর পাশাপাশি তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন পাঁচরা পঞ্চায়েতের প্রধান।

বেহাল রাস্তার বলি হলেন গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ধমান আরামবাগ রোডে ফের ঘটল প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। যার জেরে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। রবিবার দুপুরে ওই গৃহবধূ তার স্বামীর বাইকে চড়ে বর্ধমান থেকে আরামবাগের দিকে যাচ্ছিলেন। পোলেমপুর এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। বেহাল রাস্তার কারনে বাইক থেকে ছিটকে ওই মহিলা ছিটকে পড়ে গেলে পিছনে থাকা একটি বাসের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে যায় তার মাথা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃত গৃহবধূর নাম শাকিলা বেগম। বাড়ি হুগলি।

নিখোঁজ এক ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ি থেকে নিখোঁজ এক মাধ্যমিক ছাত্র। জিত দাস নামে ওই ছাত্রের বয়স মাত্র ১৬ বছর। তার বাড়ি শিলিগুড়ির অদূরে ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চলের বারিভাসা এলাকায়। শিলিগুড়ির নেতাজী বয়েজ হাই স্কুলের দশম শ্রেনীর ছাত্র সে। সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু পড়ার কোনো আগ্রহ নেই ছেলের মধ্যে। পাল্টা মোবাইলে ঝোঁক। সেই নিয়ে মা বকাঝকা করেছিল, মোবাইল না ঘেটে একটু পড়তে বসার জন্য, পড়ায় মনোযোগ দেওয়ার জন্য। এদিকে আগের দিন রাতে বোনের সাথেও ঝামেলা হয় মোবাইল নিয়েই। জিতের মা টুম্পা দাস জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ফুলেশ্বরীতে টিউশন পড়তে গিয়েছিল তার ছেলে। তারপর আর বাড়িতে ফেরেনি। টিউশনি থেকে ফেরার সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে তারা অপেক্ষা করেছিলেন হয়তো ফিরবে। কিন্তু বেলা গড়িয়ে রাত হয়ে যাবার পর চিন্তা শুরু হয়। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, এবং আশেপাশের চেনা পরিচিত যারা রয়েছেন, সব জায়গাতেই খোঁজ নেন। কিন্তু কোথাও হদিস মেলেনি জিতের। এরপরই পুলিশের দ্বারস্থ হন জিতের পরিবার। ২৪ঘন্টা পর ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ডায়রি করা হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এনজেপি থানায়। অভিযোগ দায়ের করার পর নিখোঁজ জিতের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

চুলের অবৈধ ব্যবসায় যুক্ত অপহৃত ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ মানুষের চুলের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিশ্বভারতীর অপহৃত মায়ানমারের ছাত্রটি। রবিবার বাকি ধৃত ৯ জনকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতরা জানান, ওই ছাত্র তাদের কাছ থেকে নেওয়া ৫১ লক্ষ টাকা ফেরত দিচ্ছিল না। ওই ছাত্র যে তাদের ব্যবসায়ীক সঙ্গী আদালতে সেকথাই জানান ধৃতরা। ধৃতদের ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর ইন্দিরাপল্লীর ভাড়া বাড়ি থেকে মায়ানমারের বাসিন্দা বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্র প্যানচারা থাইকে অপহরণ করা হয়। দুটি গাড়িতে করে ১২ জন এসে তাকে অপহরণ করে। বিশ্বভারতীর তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শন বিভাগ থেকে বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে গবেষণা তার। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে বীরভূম পুলিশ। আইপিসি ৩৬৫ ধারায় (অপহরণ) মামলা রুজু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ ওড়িশার তালসারির একটি বেসরকারি হোটেল থেকে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে। ঘটনায় মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করে। ৩ জনকে বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে গ্রেফতার করে ২৩ সেপ্টেম্বরই আদালতে তোলা হয়েছিল। এদিন, বাকি ৯ জনকে রবিবার বোলপুর মহকুমার বিশেষ আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জানা গিয়েছে, ধৃতরা বেআইনি মানুষের চুলের ব্যবসার করত। সেই ব্যবসায় সঙ্গে যুক্ত হয় বিশ্বভারতীর মায়ানমারের ছাত্রটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা (উইক) পরচুলা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বিদেশে এই চুলের চাহিদা ভালো। পূর্ব মেদিনীপুরের এক পরচুলা ব্যবসায়ীর সাথে ৬ কোটি টাকার ব্যবসা লেনদেন হয়। যার মধ্যে ছেলেটি সাড়ে ৫ কোটি টাকা দিলেও ৫১ লাখ টাকা নিয়ে দিচ্ছে না বলে গন্ডগোলের সূত্রপাত। যদিও শনিবার পুলিশ সাংবাদিক বৈঠক করলেও ৫০ লক্ষ টাকার লেনদেনের কথা স্বীকার করে নি। তবে এই ইউক বিদেশে পাচার করার ব্যাপারে ঐ গবেষক ছাত্রের যুক্ত থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দেয় নি জেলা পুলিশ। কিন্তু ঘটনার পর এদিন ধৃতদের বক্তব্য থেকে পরিস্কার বিশ্বভারতীর বিদেশী গবেষক ছাত্রও এই কান্ডের সঙ্গে যুক্ত। এদেশের ভিসা নিয়ে থাকা মায়ানমারের যুবক কিভাবে বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বোলপুর সংশোধনাগারে ওই ছাত্রকে নিয়ে গিয়ে অপহরণকারীদের সনাক্তকরণ করানো হবে। তারপরেই শুরু হবে জিজ্ঞাসাবাদ। এদিন বিশ্বভারতীর ছাত্র অপহরণের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর দাবি ধৃতদের তাদের মতে, আমরা অপহরণ করিনি ও স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গে গেছে। আমরা কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস দিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন হল কিছু টাকা দিলেও ওই ছাত্র বাকি টাকা দেয়নি। তাই আমাদের সঙ্গে ওর অনুমতি নিয়েই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

Notice invting Tender & e-Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat
Nutangram, Jamalpur, Purba Bardhaman, PIN - 713408,
(Under Jamalpur Dev. Block.)

e-Tender & Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under CFCG-BG Fund 15th F.C. 2023-24 fund. **Tender Offline : - Ref Nit No- 287/Jam-II/23 Dated-23.09.2023 , Tender Online : -Ref Nit No- 281/Jam-II/23, 282/Jam-II/23, 285/Jam-II/23, 286/Jam-II/23 Dated- 25.09.2023.** BID submission end date - **05/10/2023,** Date of Technical Bid opening - **10/10/2023.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE
CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila,
Dist.- Purulia, 723213.
Memo. No. 232/CGP/2023-24
Dated: 23/09/2023
Notice

Pradhan, Chitmu Gram Panchayat, invites Tender as follows: **NIT No.-2/CGP/2023-24 dt.23.09.2023,** for 19 nos. scheme within the jurisdiction of Chitmu Gram Panchayat under Jhalda-II Panchayat Samity. Date of Sale of Tender form on any working day **from 26/09/2023 to 29/09/2023 (from 12.00AM to 3.00PM).** Last date of dropping of Sealed Tender form:-**On or before 03/10/2023(up to 2.00PM).** Date of Opening of Tender:-**04/10/2023 (at 1.00PM).** Details may be obtained from Pradhan, Chitmu Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

Corrigendum

This is to rectify the mistake in the advertisement of Ichapur-I Gram Panchayat that the No. Of works should be read as 5 Nos. Instead of 3 nos. Other details will remain unchanged.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION *e*-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/006/26/2023-2024
Name of the work : **Repairing of I.P.S. and paver block footpath along Cossipore Road from 1/1C to 112A Cossipore Road in Ward No. 006**; Estimated Cost : ₹ **4,87,774.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/005/27/2023-2024
Name of the work : **Thorough restoration of asphaltum road with ancillary works from 1/1 to 8/1 Bhairav Mukherjee Lane in Ward No. 005**; Estimated Cost : ₹ **2,59,669.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,400.00**; Period of completion : **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/005/28/2023-2024
Name of the work : **Restoration of I.P.S. footpath at 1, 3, 4 Sirish Chandra Chowdhury Lane and other surrounding areas in Ward No. 005**; Estimated Cost : ₹ **2,92,158.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/005/08/2023-2024
Name of the work : **Restoration of I.P.S. footpath at 1 to 145 Indra Biswas Road and other surrounding areas in Ward No. 005**; Estimated Cost : ₹ **4,51,768.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,200.00**; Period of completion : **21 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/008/33/2023-2024
Name of the work : **Painting of guard rail at JM Avenue, Girish Avenue and KVV Avenue in Ward No. 7, 8 and 9**; Estimated Cost : ₹ **1,99,576.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/006/33/2023-2024
Name of the work : **Restoration of I.P.S. footpath / passages at 1, 3, 4 etc. Dilarjung Road, 3, 4, B.T. Road, 3, Kripanath Dutta Road and other places in Ward No. 006**; Estimated Cost : ₹ **4,34,922.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/008/29/2023-2024
Name of the work : **Repairing of damaged IPS and paver block pavements at 1/3/1, 1/5A, 13, 10C etc. Hemkar Lane and Hemkar bye lane and surrounding areas in Ward No. 008**; Estimated Cost : ₹ **2,66,724.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **21 days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/008/23/2023-2024
Name of the work : **Painting of median strips along Girish Avenue and KVV Avenue (Portion) in Ward No. 7 & 8**; Estimated Cost : ₹ **1,96,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **21 days.**

(9) NIT No. : KMC/EEC/I/005/18/2023-2024
Name of the work : **Repairs of inspection pits, special inspection pit, catch pit etc. at 4Y, 30 Khelat Babu Lane and other places in Ward No. 005**; Estimated Cost : ₹ **2,48,136.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **21 days.**

(10) NIT No. : KMC/EEC/I/008/22/2023-2024/BS
Name of the work : **Improvement of toilet blocks and with ancillary civil works at 15, 17, Gokul Mitra Lane Bustee in Ward No. 008**; Estimated Cost : ₹ **2,73,864.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **07.10.2023 upto 11 am (For Sl. No. 1 to 10)**; Tender will be opened on : **09.10.2023 (11 am) (For Sl. No. 1 to 10)**; The bid forms and other details are available on and from **26.09.2023 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 10)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/075/041/2023-24
Name of the work : **Repairing of I.P.S. footpath and relaying of channel stone at Canal Road, Bakery Road, Achambit Shah Road, Nitya Ghosh Street etc. in Ward No. 75**; Estimated Amount : ₹ **2,95,563.17 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/077/028/2023-24
Name of the work : **Repairing of I.P.S. footpath and adjoining passage at Monilal Banerjee Lane, Harisava Street, Gangadhar Banerjee Lane etc. in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **3,74,474.88 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**; Period of completion : **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/077/029/2023-24
Name of the work : **Repairing of I.P.S. footpath & adjoining passages at Manasatala Lane, Manasatala Row etc. in Ward No. 77**; Estimated Amount : ₹ **3,53,782.45 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,100.00**; Period of completion : **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/080/034/2023-24
Name of the work : **Restoration of I.P.S. footpath at Nimak Mahal Road and Garden Reach Road in Ward No. 80**; Estimated Amount : ₹ **2,71,229.99 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/079/038/2023-24
Name of the work : **Repairing of I.P.S. footpath at Debi Chowdhury Road Dolu Sarkar Lane, Braunfeld Row, Hossain Shah Road in Ward No. 79**; Estimated Amount : ₹ **2,87,106.02 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,750.00**; Period of completion : **45 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/076/027/2023-24
Name of the work : **Repairing of I.P.S. footpath & adjoining passage at C.G.R. Road, Ramkamal Street, Ramanath Paul Road & Gopal Dr. Road etc. in Ward No. 076**; Estimated Amount : ₹ **2,90,131.89 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,850.00**; Period of completion : **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/076/028/2023-24
Name of the work : **Repairing of I.P.S. footpath & adjoining passage at Heam Chandra Street, J.K. Paul Road, P.P. Square etc. in Ward No. 076**; Estimated Amount : ₹ **2,93,628.24 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,880.00**; Period of completion : **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/IX/080/035/2023-24
Name of the work : **Restoration of I.P. footpath and allied works at C.G.R. Road (Both Side) from Nimak Mahal Petrol Pump to 40 C.G.R. Road in Ward No. 80**; Estimated Amount : ₹ **2,51,314.09 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,050.00**; Period of completion : **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/IX/076/024/2023-24
Name of the work : **Maintenance of damaged pit, catch & sewer line at 37/4, 37/2, Watgunge Street, 4/2, 7, Ramkamal St. etc. area in Ward No. 76**; Estimated Amount : ₹ **1,49,263.58 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **60 days.**

(10) NIT No. : KMC/IX/076/031/2023-24
Name of the work : **Repairing of paver block footpath at 136, To 127, and 100F, C.G.R. Road etc. in Ward No. 076**; Estimated Amount : ₹ **1,95,005.53 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **07.10.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 10)**; Tender Will be opened on : **09.10.2023 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 10)**; The bid forms and other details are available on and from **26.09.2023 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 10)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 10).**

784/23-24

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/95

দ্বিতীয় রাউন্ডে

হ্যাংঝাউ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে রবিবার মায়নমারের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় দল। ম্যাচের ফলাফল ১-১। এশিয়ান গেমসে প্রথম মাচে চিনের বিরুদ্ধে হারের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ে ফেরে ভারত। শেষ ম্যাচ ড্র করে দ্বিতীয় রাউন্ডের টিকিট নিশ্চিত করলেন সুনীলরা। পর্যাপ্ত অনুশীলন ছাড়াই এই ম্যাচে খেলতে নামতে হয় ভারতীয় দলকে। কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছন্দে খেলতে শুরু করে ইগর স্টিমাচের দল। ২২ মিনিটে পেনাল্টি পায় ভারত। বক্সের মধ্যে রহিম আলিকে ফাউল করেন মায়ানমারের গোলরক্ষক। পেনাল্টি থেকে গোল করে ভারতে এগিয়ে দিলেন সুনীল। গত ম্যাচেও পেনাল্টি থেকেই গোল পান ভারত অধিনায়ক। এরপর প্রথমার্ধে সেভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারেননি ব্লু ব্রিগেড। তাই এক গোলে এগিয়ে থেকেই সাজঘরে ফেরেন সুনীল-সন্দেশরা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই চাপ বাড়ায় মায়ানমার। ৭৪ মিনিটে গোল শোধ করে দেয় মায়ানমার। এরপর দুই দল একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ১-১ গোলেই শেষ হয় ম্যাচ। গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থেকে ম্যাচ শুরু করেছিল ভারত। রবিবারের ম্যাচে মায়ানমারকে হারাতে বা তাদের বিরুদ্ধে ড্র করতে পারলেই মিলবে পরের রাউন্ডের টিকিট, এই সমীকরণ মাথায় রেখেই খেলতে নেমেছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। ইতিমধ্যেই গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গিয়েছে আয়োজক দেশ চিন। গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হয়ে পরের রাউন্ডে ওঠার লড়াই ছিল ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে। ম্যাচ ড্র করে দ্বিতীয় স্থানের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলল ভারত। কঠিন ম্যাচেও ত্রাতার নাম সেই সুনীল ছেত্রী। ১৯৭০ সালে শেষবার এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছিল ভারত। সেবার জাপানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয় করে ভারতীয় দল। এরপর ৫৩ বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু এশিয়াডে ফুটবলে পদক অধরাই থেকেছে ভারতের। ২০১০ সালের পর আবার দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছালো ভারতীয় দল। ১৩ বছর আগে জাপানের কাছে ৫ গোলে হেরেই বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতকে। এবার দ্বিতীয় রাউন্ডের বাধা টপকানোই বড় চ্যালেঞ্জ সুনীলদের কাছে। এদিকে, এশিয়ান গেমস থেকে বিদায় নিল ভারতের মহিলা ফুটবল দল। তাইল্যান্ডের কাছে ০-১ গোলে হার থমাস ডেনার্বির দলের। প্রথম ম্যাচে চীনা তাইপের কাছে ১-২ গোলে হারে ভারত। এদিন একাধিক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল ভারতকে। তাইল্যান্ডের কাছে গোল খাওয়ার পর থেকেই ভারতের আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছিল। তাঁরা নিজেদের দখলে বল রাখতে পারছিল না। ফলে সমতা ফেরাতেও পারেনি।

ভলিবলে হার

হ্যাংঝাউ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রোয়িং, শুটিং থেকে এশিয়ান গেমসের প্রথম দিন পদক প্রাপ্তির দিন ভলিবলে শক্তিশালী জাপানের কাছে হেরে গেল ভারতীয় টিম। দক্ষিণ কোরিয়া, চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন অমিত, হরি প্রসাদরা। কিন্তু এশিয়ান গেমসে ভলিবলে সবচেয়ে সফল টিম জাপানের কাছে আটকে গেল ভারত। কিন্তু যে লড়াই করেছেন শামিমউদ্দিন-ভিনিতরা, তা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ভারতকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে পুরুষদের ভলিবলের সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে জাপান। এশিয়ার মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছে জাপান। প্রথম সেট থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে দাপট দেখাতে থাকে জাপানি ভলিবলাররা। এক সময় প্রথম সেটে ৬-১০ পিছিয়ে ছিল ভারত। আর এই নিয়ে তৃতীয় বার এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ হকি দল জাপানের কাছে নকআউটে হেরে গেল।

অস্ট্রেলিয়ার সামনে রানের পাহাড়

ইন্দোর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে চলতি সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিকে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ৪০০ রানের টার্গেট দিল ভারত। শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ার হাঁকালেন শতরান। মোহালির পর আজও অর্ধশতরান এলো লোকেশ রাহুল ও সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে। টস জিতে ভারতকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। রাহুল তাকিয়ে ছিলেন মিডল অর্ডারের দিকে, যা আজকের পরীক্ষায় দারুণভাবে উত্তীর্ণ হলো। ২০১১ সালের ৮ ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ৪১৮ রান তুলেছিল মেন ইন ব্লু। অধিনায়ক হিসেবে সেই ম্যাচে ১৪৯ বলে ২১৯ করেছিলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। আজ ভারত তুলল ৫ উইকেটে ৩৯৯ রান। এক রান হলে সপ্তমবারের জন্য ওডিআইয়ে ৪০০ রান করতে পারতো ভারত। ওডিআইয়ে চারশোর উপর রান উঠেছে মোট ২৪ বার। শুভমান গিল ৬টি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে ৯৭ বলে ১০৪ রান করেন। শ্রেয়স আইয়ার ১১টি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে ৯০ বলে ১০৫ রান করেন। শ্রেয়স ও গিল দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ২০০ রান যোগ করেন। অধিনায়ক লোকেশ রাহুল তিনটি করে চার ও ছয় হাঁকিয়ে ৩৮ বলে ৫২ করে সাজঘরে ফেরেন। ২টি করে চার ও ছয় মেরে ১৮ বলে ৩১ ঈশান কিষাণের। সূর্যকুমার যাদব ২৪ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। বিশ্বকাপের আগে ওডিআই ফরম্যাটে তিনি ছন্দে ফেরায় স্বস্তিতে টিম ম্যানেজমেন্ট। সূর্য আজ ওডিআই কেরিয়ারে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানও করলেন। ৬টি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে তিনি ছয় নম্বরে নেমে করলেন ৩৭ বলে অপরাজিত ৭২। ৯ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন রবীন্দ্র জাদেজা। ক্যামেরন গ্রিন ২টি উইকেট পেলেও ১০ ওভারে দিলেন ১০৩ রান। জশ হ্যাজলউড ১০ ওভারে ৬২, শন অ্যাবট ১০ ওভারে ৯১ ও অ্যাডাম জাম্পা ১০ ওভারে ৬৭ রান দিয়ে একটি করে উইকেট নেন। অভিষেক ম্যাচে স্পেনসার জনসন ৮ ওভারে ৬১ রান দিয়ে উইকেট পাননি। ম্যাথু শর্ট ২ ওভারে ১৫ রান খরচ করেন, তিনিও উইকেট ঝুলিতে পুরতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এটিই ভারতের সর্বাধিক স্কোর। এই নিয়ে ২৫ বার কোনও ওডিআই ইনিংসে চারশোর বেশি রান উঠল। তার মধ্যে ভারত চারশো পার করল ৭ বার। অস্ট্রেলিয়া ওডিআইয়ে ৪০০-র উপর রান তুলেছে ২ বার। ২০০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ৪৩৪ তুলে হেরেছিল। এ ছাড়া ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে পারথে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে করেছিল ৬ উইকেটে ৪১৭। ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক রান ৪ উইকেটে ৩৮৯, ২০২০ সালের সিডনিতে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওডিআই সিরিজ হারার পর ভারতে সিরিজ খোয়ানো রোখার চ্যালেঞ্জ বড়ই কঠিন অজিদের জন্য। এদিকে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া শুরুতে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। বৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৩ ওভারে ৩১৭। এই কপি লেখা পর্যন্ত ৫ উকিেট হারিয়ে অজিদের সংগ্রহ ১২০ রান। যা পাহাড়ের সমান। এদিকে শুভমান গিলের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত। চলতি বছর একদিনের আন্তর্জাতিকে পঞ্চম তথা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম শতরানটি হাঁকালেন শুভমান গিল। এরপর তিনি বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই হওয়ারও কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। মোহালিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোয় ভারত ওডিআইয়ে আইসিসির দলগত ক্রমতালিকায় পাকিস্তানকে সরিয়ে ১ নম্বরে উঠে এসেছিল। এবার বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই ব্যাটারের তকমাটিও হারানোর পথে পাক অধিনায়ক বাবর আজম। টি ২০ আন্তর্জাতিকে বিশ্বের ১ নম্বর ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। আজ যদি ইন্দোরে ১২৬ রান শুভমান গিল করে ফেলতেন তাহলে এদিনই বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই ব্যাটারের সিংহাসন খোয়ানো নিশ্চিত হয়ে যেত বাবরের।

কুয়াদ্রাতের ভাবনায় অচেনা জামশেদপুর

জর্ডনের বিকল্প নিয়ে ধোঁয়াশা জারি

জামশেদপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে জয় দিয়েই আইএসএল অভিযান শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতার দ্বিতীয় দল আইএসএলে মাঠে নামছে। লাল-হলুদ ব্রিগেডের প্রথম প্রতিপক্ষ পড়শি রাজ্যের ক্লাব জামশেদপুর এফসি। বিগত তিন বছরের ব্যর্থতার অন্ধকার পেরিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে মরিয়া কার্লোস কুয়াদ্রাতের দল। জামশেদপুর এফসি ডুরান্ড কাপে খেলতে এসেছিল ভাঙাচোরা দল নিয়ে। কিন্তু আইএসএল অভিযান শুরুর আগে নিজেদের দলকে অনেকটাই শক্তিশালী করে নিয়েছে ইস্পাত নগরীর দলটি। ফলে কার্যত অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। যদিও বিষয়টি তাঁকে ভাবালেও খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ লাল-হলুদ কোচ। প্রতিপক্ষ দল প্রসঙ্গে কার্লোস কুয়াদ্রাত বলেন, সব দলেই কম বেশি কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান জামশেদপুর দল সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা নেই। এটা হতেই আরে। কিন্তু আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুসারেই খেলব। এটা খুব বেশি সমস্যার হবে না। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোটের জন্য নেই জর্ডন, জাতীয় দলের সঙ্গে থাকায় এই ম্যাচে স্প্যানিশ কোচ পাবেন না লালচুংলুঙ্গাকে। এই দুই জন বাদ দিলে দলে সব ফুটবলার ফিট। কার্ড সমস্যাও নেই। ফলে যারা আছে তাদের দিয়েই তিন পয়েন্ট তুলে আনাই লক্ষ্য কুয়াদ্রাতের। চোটের জন্য আইএসএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন জর্ডন। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই সমস্যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। এখনও জর্ডনের কোনও বিকল্প ফুটবলারের নাম ঘোষণা করেনি ইমামি ইস্টবেঙ্গল। এই প্রসঙ্গে কার্লোস কুয়াদ্রাত বলেন, দ্রুত জর্ডনের বিকল্প পাওয়া কঠিন। দেখতে হবে আমাদের পছন্দ মতো ফ্রি ফুটবলার আছে কিনা। ক্লাব ম্যানেজেন্ট খোঁজ করছে জর্ডনের মানের ফুটবলার আনতে। কিন্তু বিষয়টি সময় সাপেক্ষ। তাই আমাদের মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও রানার্স হয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ডুরান্ডের পারফরম্যান্সই স্বপ্ন দেখাচ্ছে লাল-হলুদ সমর্থকদের। কুয়াদ্রাতও চাইছেন ডুরান্ডের আত্মবিশ্বাস নিয়েই আইএসএলের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামতে। স্প্যানিশ কোচ বলেন, ডুরান্ডের পারফরম্যান্সে আমাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। আইএসএল একটা লম্বা লিগ, এখানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ সব দলের কাছে। ব্যাতিক্রম নয় আমরাও। তবে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে কোচের সঙ্গে এসেছিলেন হরমনজ্যোত খাবরা। দলের অন্যতম সিনিয়র ফুটবলার তিনি। খাবরা বলেন, ইউটিলিটি ফুটবলার হিসেবে দল আমাকে যে জায়গায় খেলতে বলবে আমি সেখানেই খেলতে তৈরি। এদিকে শোনা যাচ্ছে আরও একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে গুঞ্জন, আরও একটি টুর্নামেন্ট খেলতে পারে তাদের প্রিয় ক্লাব। আসামে ইন্ডিপেনডেন্স ডে কাপ টুর্নামেন্ট ইস্টবেঙ্গল খেলবে বলে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে জল্পনা। যদিও ক্লাবের পক্ষ থেকে এখনও এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি। ২৯ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের ৯ তারিখ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে পারে। এই সময়কালের মধ্যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ইস্টবেঙ্গলের একটি ম্যাচ রয়েছে। নভেম্বরের ৪ তারিখে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ দলে শিবিরের ম্যাচ রয়েছে। ২৮ অক্টোবর রয়েছে ডার্বি, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। এবারের মরসুমে বেশি সংখ্যক প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছে ময়দানের দুই প্রধান। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইতিমধ্যে খেলেছে ডুরান্ড কাপ। এএফসি প্রতিযোগিতা, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ, কলকাতা ফুটবল লিগে শুরু করেছে অভিযান। ইস্টবেঙ্গল এএফসি প্রতিযোগিতা ছাড়া বাকি টুর্নামেন্টে রয়েছে।

স্মৃতিদের সোনার পথে সামনে শ্রীলঙ্কা

হ্যাংঝাউ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ মহিলাদের এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট ফাইনালে ভারত। রবিবার সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে দিল ভারত। বাংলাদেশকে হারিয়ে এশিয়ান গেমসের ফাইনালে উঠে গেল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল বাংলাদেশকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে। সেইসঙ্গে আরও একটি পদক নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতের। প্রথমে ব্যাট করে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৫১ রানে। ভারতের বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না বাংলাদেশের প্রমিলা বাহিনী। ভারতের বোলারদের মধ্যে পূজা বস্ত্রকর ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। পাশাপাশি ১টি করে উইকেট পেয়েছেন তিতাস সাধু, আমনজ্যোৎ কৌর, রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় এবং দেবীকা বৈদ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮.২ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৫২ রান তুলে নেয় ভারতীয় দল। এবার ভারতের লক্ষ্য সোনার পজক জয়। নির্বাসনে থাকায় প্রথম ম্যাচের পর এই ম্যাচেও খেলতে পারেননি ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ফলে দলকে নেতৃত্ব দেন স্মৃতি মান্ধানা। লক্ষ্য ছিল ৫২ রান। কিন্তু এই রান তুলতেই ভারতকে খোয়াতে হল দুটি উইকেট। এই ম্যাচে ব্যাট হাতে রান পেলেন না অধিনায়কত্বের দায়িত্বে থাকা স্মৃতি। মাত্র ৭ রান করেই আউট হয়ে যান স্মৃতি। অন্য ওপেনার শেফালি বর্মা ২১ বলে ১৭ রান করে আউট হন। অপরাজিত ২০ রান করে দলের ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন জেমাইমা রডরিগেজ। এক সপ্তাহ আগেই এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৫০ রানে অল আউট করেছিল ভারতীয় পুরুষ দল। এবার মহিলা দল ৫১ রানে অল আউট করল বাংলাদেশকে। ভারতীয় পুরুষ দলের হয়ে সিরাজ যেমন দাপুটে পারফরম্যান্স করেছিলেন, তেমনই এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ভারতীয় মহিলা দলের হয়ে বল হাতে ঝড় তুললেন পূজা বস্ত্রকর। বাকি বোলাররাও তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিলেন। এই ম্যাচে সিনিয়র দলে অভিষেক হল বাংলার তিতাস সাধুর। রবিবার গেমসের ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৮ বছরের তিতাসের হাতে ভারতীয় দলের টুপি তুলে দেন অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১২ রান অধিনায়ক নিগার সুলতানা। বাংলাদেশের পাঁচ ক্রিকেটার আউট হয়েছেন শূন্য রানে। সহজ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে ৭০ বল বাকি থাকতেই জয় পায় ভারত। ফাইনালো উঠায় পদক নিশ্চিত গেল ভারতের। তবে পদকের রং কী হবে সেটাই দেখার। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছিল ভারত। এবার অবশ্যই নিজেদের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বে সোনা জিতে পোডিয়ামের শীর্ষে উঠাই লক্ষ্য থাকবে ভারতের। এদিকে এশিয়ান গেমসে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল পাকিস্তান। এশিয়ান গেমসের মহিলা ক্রিকেটের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কা। এখন স্বর্ণপদকের ম্যাচ হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে, যা অনুষ্ঠিত হবে সোমবার। এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ পাকিস্তান দল মাত্র ৭৫ রানে করতে পারে, যেখানে শ্রীলঙ্কা সহজেই এই লক্ষ্য অর্জন করে। ২০ ওভারের এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে ম্যাচটি জিতে ফাইনালে উঠেছে। আমরা যদি পাকিস্তান দলের কথা বলি, তারা ২০ ওভারে মাত্র ৭৫ রান করতে পারে। শাওয়াল জুলফিকার পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ ১৬ রান করেছিলেন, যেখানে মাত্র ৩ জন খেলোয়াড় ডাবল ফিগার স্পর্শ করতে পারে। অন্যদিকে আমরা যদি শ্রীলঙ্কার কথা বলি তাহলে ১৭তম ওভারেই ম্যাচ জিতে নিজের পদক নিশ্চিত করে শ্রীলঙ্কা। এখন স্বর্ণপদক ও ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সোমবার। স্বর্ণপদকের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, আর ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

মেহুলিদের হাত ধরেই এশিয়াডে পদক জয় শুরু

হ্যাংঝাউ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসে সুপার শুরুতেই ভারতের জন্য সুখবর। ১৯তম এশিয়ান গেমস থেকে ভারতের পদকের খাতা খুলে দিলেন মহিলা শুটাররাই। শুটিং টিমের হাত ধরেই এবারের এশিয়াডে প্রথম পদক প্রাপ্তি হল ভারতের। দেশকে রূপো এনে দিলেন মেহুলি ঘোষ, রমিতা ও আশি চৌকসে। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রূপো পেলেন মেহুলিরা। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকেই ছন্দে ছিলেন ভারতীয় মহিলা শুটাররা। অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে একের পর লক্ষ্যভেদ করছিলেন। রমিতা, মেহুলি ঘোষ এবং আশি চৌকসে ত্রয়ী মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল টিম ইভেন্টে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের শেষে ১৮৮৬ এর স্কোর করে সিলভার পদক জয় নিশ্চিৎ করেন। ভারতীয় শুটিং দল যথেষ্টই শক্তিশালী, বিশ্ব মঞ্চে ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলারা দাপটের সঙ্গে পারফরম্যান্স করেন। ফলে ব্যক্তিগত বা দলগত উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় শুটারদের নিয়ে ছিল পদকের প্রত্যাশা। সোনার স্বপ্ন পূরণ করতে না পারলেও মেহুলিরা কিন্তু রূপো এনে দিলেন। এই বিভাগে সোনা জিতেছে চিন। পাশাপাশি ব্রোঞ্জ জিতেছে মঙ্গোলিয়া। ভারতীয় মহিলা শুটারদের মধ্যে রমিতা এবং মেহুলি ৬৩১.৯ এবং ৬৩০.৮ স্কোর করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালেও জায়গা করে নিয়েছেন। শনিবারই এশিয়াডের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। তার পরের দিনই ভারতীয় শুটারদের পদক প্রাপ্তি ভারতের স্বপ্নকে আরও উস্কে দিল। দলগত ইভেন্টের পর ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ জিতেছেন রমিতা। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে মেহুলির। তিনি শেষ করেছেন চতুর্থ স্থানে। তবে এখনই হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। আরও দলগত এবং ব্যক্তিগত ইভেন্ট বাকি রয়েছে মেহুলির। সেখানে পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বৈদ্যবাটির মহিলা শুটারের। এদিকে রুপো এসেছে ডবল রোয়িং ইভেন্টেও। ভারতের হয়ে রুপো জিতেছেন অর্জুন লাল জাট এবং অরবিন্দ সিং। এই দুটি ইভেন্টে সোনা চিনের। পরে রোয়িং থেকে এল একটি ব্রোঞ্জও। পুরুষদের পেয়ার ইভেন্টে রোয়িংয়ের দ্বিতীয় পদক জিতলেন বাবু লাল যাদব এবং লেখা রাম। চার বছর আগে ৭০টি পদক নিয়ে এশিয়ান গেমস শেষ করেছিল ভারত। ১৯৫১ থেকে এখনও পর্যন্ত এটাই ভারতের সেরা পদক জয়। এবার লক্ষ্য ১০০। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক শুরুর দিন থেকেই কিন্তু ভারতের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো। ফলে এবার ১০০টি পদক জয়ের মাইলস্টোন তৈরি করতেই পারে ভারত।

ভারতীয় হকি দলের ঝড় এশিয়ানে

হ্যাংঝাউ, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের হকির শুরুতেই চক দে ইন্ডিয়া। রবিবার প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে যাত্রা শুরু করল ভারতীয় হকি দল। ম্যাচের ফল ১৬-০। স্কোর লাইন দেখেই বোঝা যাচ্ছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নরা কতটা দাপুটে পারফরম্যান্স করেছেন এশিয়াডের প্রথম ম্যাচেই। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ শুধু গোল আর গোল। হরমনপ্রীত ব্রিগেড গোলে গোলে গোলমাল করে দিলেন প্রতিপক্ষকে। ভারতের মোট আট জন খেলোয়াড় গোল করেছেন। হ্যাটট্রিক করেছেন তিন জন। চারটি গোল করেন বরুণ কুমার, তিনটি করে গোল মনদীপ সিং, ললিত উপাধ্যায়। এই তিন জনেহর হ্যাটট্রিক ছাড়াও জোড়া গোল করেছেন সুখজিত সিং। একটি করে গোল করেছেন শামশের সিং, অমিত রুইদাস, সঞ্জয় এবং অভিষেক। মনদীপ সিংহ তিনটি গোল করেন ১৮, ২৭ এবং ২৮ মিনিটে। প্রথমার্ধে মনদীপের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে ৭-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারতীয় দল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে হল আরও ৯টি গোল। ৪০ মিনিটের মাথায় গুরজিৎ সিংহ লাল কার্ড দেখায় ৫ মিনিটের জন্য ১০ জনে খেলতে হয় ভারতকে। কিন্তু তাতেও গোলের ধারা কমেনি ভারতের। ক্রম তালিকায় ৩ নম্বর স্থানে আছেন হরমনপ্রীতরা। সেখানে ৬৬ নম্বরে থাকা উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই কাঙ্ক্ষিত জয় এসেছে ভারতীয় শিবিরে। প্রথমার্ধেই ম্যাচের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে যায়, এরপর শেষ দুটি কোয়ার্টারে প্রতিপক্ষের উপর আরও চেপে বসে ভারত। আরও নয়বার প্রতিপক্ষের গোলে বল পাঠান ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত। গত মাসেই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জিতেছে ভারত। ফলে এক নম্বরে থেকেই এশিয়ান গেমসে খেলতে নেমেছে ভারত। কেন এশীয় হকিতে শীর্ষে ভারতীয় দল তা এশিয়া গেমসের প্রথম ম্যাচেই প্রমাণ দিলেন মনদীপ-ললিতরা। ভারতের সঙ্গে পুলে এ'তে পাকিস্তান বাদেও আরেক পড়শি দেশ বাংলাদেশও রয়েছে। রয়েছে জাপান, সিঙ্গাপুর এবং উজবেকিস্তানও। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে ভারত। সেমিফাইনালে উঠতে ভারতকে টপ-টু ফিনিশ নিশ্চিত করতে হবে। এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমেই ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে দলগুলির সামনে। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় হকি দলের কাছে প্রত্যাশা বাড়িয়েছে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স। প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট এশিয়ান গেমস থেকেই নিশ্চিত করেত চাইছেন ভারত অধিনায়ক।

দিল্লি পুলিশের রিপোর্টে বিপাকে ব্রিজভূষণ

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের মাঝপথেই ফের বিতর্কে ভারতীয় কুস্তি। আর বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রিজভূষণ শরণ সিং। বেশ কিছুটা সময় যৌন নিগ্রহ কাণ্ড থিতিয়ে থাকলেও রবিবার ফের সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে এই ঘটনা। দিল্লি পুলিশ ব্রিজভূষেণর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক তথ্য পেশ করেছে। যা প্রবল অস্বস্তিতে ফেলেছে বিজেপি সাংসদকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা পুলিশ আদালতের কাছে মারাত্মক অভিযোগ এনেছে এই ঘটনায়। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের কাছে যে প্রমাণ রয়েছে, তাতে স্পষ্ট সুযোগ পেলেই মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থা করতেন। শুনানির সময়, দিল্লি পুলিশ যুক্তি দিয়েছিল যে ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য যে প্রমাণ মিলেছে তা যথেষ্ট। দিল্লি পুলিশ আদালতে বলেছে যে, নির্যাতিতা মেয়েটি কোনও প্রতিক্রিয়া দিয়েছে কি না তা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে কিনা? এই প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, তাজিকিস্তানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সময়ে আরেকটি অভিযোগের উল্লেখ করে পুলিশ বলেছে যে অন্য একজন মহিলা কুস্তিগীর দাবি করেছিলেন যে ব্রিজভূষণ শরণ সিং অনুমতি ছাড়াই তার শার্টটি উপরে তুলেছিলেন এবং তার পেটে অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করেছিলেন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে প্রথম ধর্নায় বসেন বেশ কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ভিনেশ ফোগট, সাক্ষী মালিক, সঙ্গীতা ফোগট এবং বজরং পুনিয়া। জানুয়ারিতে ধর্নার পরেই, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু মার্চ মাস পার হওয়ার পরেও সরকারের তরফে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ফের ধর্না শুরু করেন কুস্তিগীরা। যা নিয়ে উত্তাল হয় গোটা দেশ। গত ২৮ এপ্রিল দিল্লি পুলিশ এই এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। অভিযোগ, সাহায্যের বিনিময়ে যৌনতা দাবি করতেন ব্রিজভূষণ। ১০টি ক্ষেত্রে কুস্তিগিরদের অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ রয়েছে বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে। এই মামলার শুনানি হবে ৭ অক্টোবর।

গলি থেকে জাতীয় দলের অন্যতম কারিগর

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ কমনওয়েলথ গেমসের পর এবার এশিয়ান গেমস। আরও একবার পদ নিশ্চিত করে ফেলল ভারতীয় মহিলা দল। রবিবার বাংলাদেশকে হেলায় হারানোর নায়িকার নাম পূজা বস্ত্রকর। সেমিফাইনাল ভারতের বোলারদের মধ্যে পূজা বস্ত্রকর ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন। ফলে স্মৃতি মান্ধানার দলের বোলিং মেশিনকে নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। গলি ক্রিকট থেকে এশিয়ান গেমসের পদকের মঞ্চ। যাত্রাপথটা সহজ ছিল না পূজার জন্য। কিন্তু সব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে পার করে সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত পূজা। ভারতীয় তরুণীর যাত্রাপথ কিন্তু অনুপ্রেরণার আরও এক কাহিনি। দশ বছর বয়সে পূজা মাকে হারান। দুই দিদির কাছেই মানুষ হয়েছেন। ছোট থেকেই জোরে বল করতেন পূজা। সেই গতিই তাঁকে ভারতীয় দলে জায়গা করে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম পূজার। বাবা বন্ধন রাম ছিলেন বিএসএনএলের কর্মচারী। তিনি কোনও দিনই পূজার খেলা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। আবার নিষেধও করেননি। কিন্তু ছোট থেকেই একটাই স্বপ্ন ছিল পূজার। বড় হয়ে দেশের হয়ে খেলবেন। মেয়ে যখনই ক্রিকেট খেলার জন্য বাবার কাছে টাকা চাইত, তখনই বাবা প্রশ্ন করতেন কেন এ ভাবে তুমি কেন টাকা নষ্ট করছে! মেয়ের একটাই সপাট উত্তর ছিল। এক দিন জাতীয় দলের হয়ে খেলবে সে। মেয়ের কথাকে কোনও দিনই গুরুত্ব দেয়নি পরিবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েই পরিবারের নাম শুধু নয় দেশের নামও উজ্জ্বল করল। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজী সংবাদ মাধ্যমে বন্ধন বলেন, চার বছর বয়স থেকে পূজা ক্রিকেট খেলে। আট বছর বয়স থেকে গলিতে ছেলেদের সঙ্গেই ক্রিকেট খেলতে শুরু করে পূজা। তার পরে আশুতোষ শ্রীবাস্তবের চোখ পড়ে আমার মেয়ে। ওর অ্যাকাডেমিতে পূজাকে ভর্তি করানো হয়। তার পরে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি পূজাকে। শুধু মন দিয়ে খেলেছে। আজ ওর কৃতিত্বে আমরা গর্বিত। সোমবার পূজা নিজের ২৩তম জন্মদিন পালন করবেন গেমসেই। তার আগেরদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চার উইকেট তাঁকে ম্যাচের সেরার পুরস্কার এনে দিয়েছে। সোমবার ভারতের ফাইনাল ম্যাচ। প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে ১৫ লক্ষ টাকার গাড়ি বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন পূজা। হিসেবি বাবা মেয়ের এই খরচে খুশি হননি। এমনকি মহিলাদের আইপিএলে পূজাকে যখন ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কিনেছিল তখনও বাবা চেয়েছিলেন, সেই টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে। খরচ না করতে। কিন্তু বাবা-মাকে আর আর্থিক হিসেবে নিকেষের মধ্যে রাখতে নারাজ পূজা। বরং তাঁদের সুযোগ-সুবিধার সব ব্যবস্থা করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615